সম্পূর্ণ রঙিন ঘনাদা কমিক্‌স
তিলোত্তমা কলকাতা। তিনশো বছরে পা দিল এই সেদিন। ইতিহাসের নানা ঘটনার সাক্ষী এই মহানগরী। এখানেই অখ্যাত বনমালী নস্কর লেনের এক মেসবাড়িতে আমাদের আস্তানা। আমরা শিশির, শিবু গৌর ও সুধীর। আর থাকেন ঘনাদা। পুরো নাম ঘনশ্যাম দাস। রোগা, লম্বা চেহারার ঘনাদা যখন বাজখাই গলায় অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুরু করেন, তখন থ হয়ে যাই আমরা।
কাঁচ
গল্প: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী
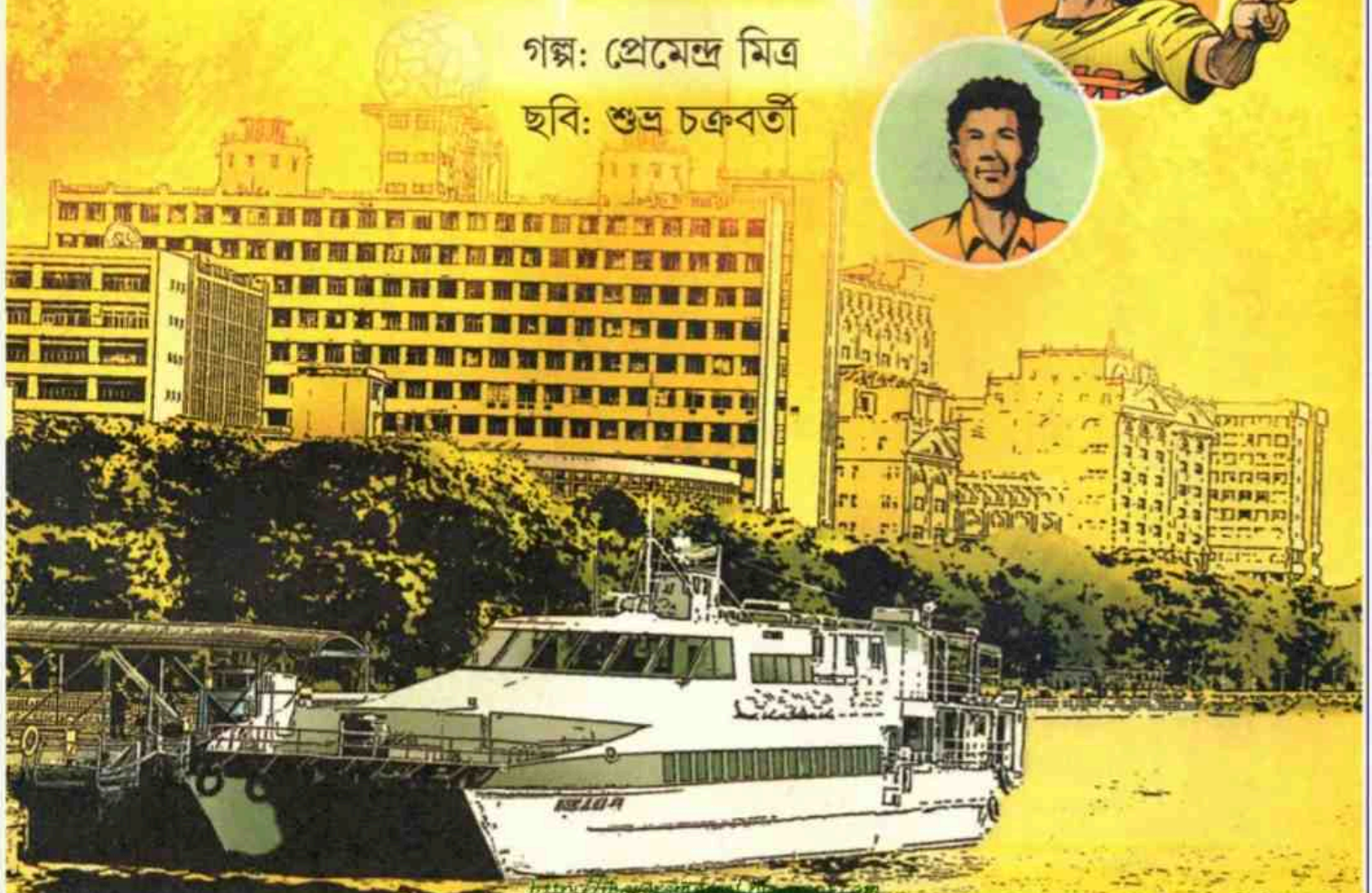
একদিন...
এবারে ঘনাদা ঠিক কাত হবে।
তোমার বুদ্ধির জবাব নেই।
Chacha's
ঘরররর
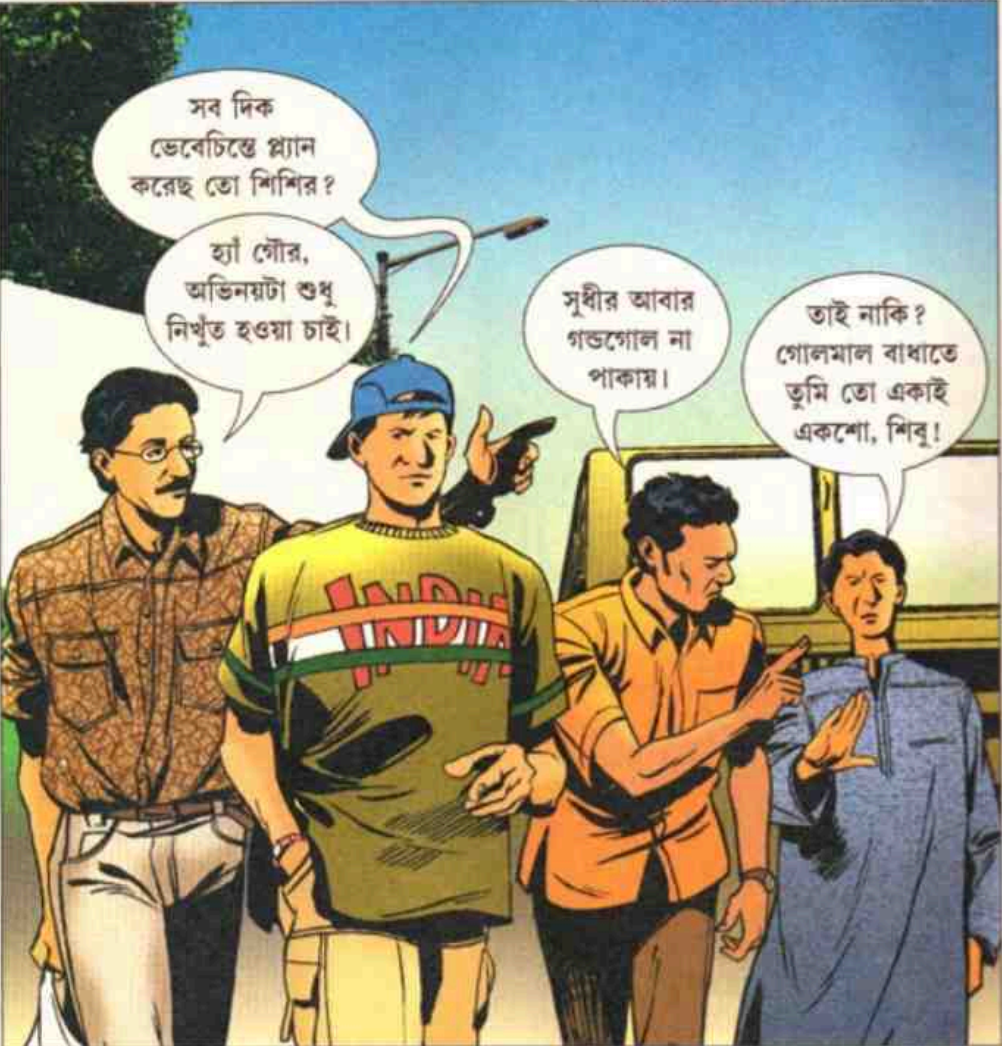
সব দিক ভেবেচিন্তে প্ল্যান করেছ তো শিশির?
হ্যাঁ গৌর, অভিনয়টা শুধু নিখুঁত হওয়া চাই।
সুধীর আবার গন্ডগোল না পাকায়।
তাই নাকি? গোলমাল বাধাতে তুমি তো একাই একশো, শিবু!

ঘনাদাকে জব্দ করার ফন্দি এঁটে, মেসে হাজির হলাম।
ঘনাদা ও ঘনাদা!
ঘনাদা!

এই যে ঘনাদা, আজ আমাদের ক্লাবে বক্সিং প্রতিযোগিতা। আপনাকে এখনই একবার যেতে হবে।
বেশ তো, যাব দেখতে।

আমাদের কথার ফাঁকে ঘনাদা হঠাৎ পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন।

এই কাচটা আজই শিকাগোর জাদুঘরে পাঠানোর কথা। এর ব্যবস্থা করেই ফিরে আসছি।
ঘনাদা, প্লিজ! এটা ন্যাশনাল প্রেস্টিজ!
ওসব কাচফাচ জঞ্জালে ফেলে এখন চলুন তো আমাদের সঙ্গে!
এই কাচের দাম তুমি কী বুঝবে হে?
এই কাচটা না থাকলে
হিরোসিমা, নাগাসাকির বদলে প্রথম অ্যাটম বোমাটা যে লন্ডনেই পড়ত, সেটা জানো কি?
তা হলে এই দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসটাও যে পালটে যেত, সেটা বোঝার ক্ষমতা তোমাদের আছে?
রাগ করবেন না। এটা কি মহাজাগতিক কোনও বস্তু?
না। সাধারণ উত্তল কাচ বা কনভেক্স লেন্স। শোনো তা হলে,
সেটা ছিল ১৯৪৩ সালের জুলাই মাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনে তখন সারা ইউরোপ পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।
জার্মানি, ইতালি আর জাপানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়িয়েছে ইংল্যান্ড, রাশিয়া আর আমেরিকার মিলিত শক্তি। সারা পৃথিবী জুড়ে বেজে চলেছে ধ্বংসের দামামা।
বুম্‌

এই সময় একদিন বার্লিনের রাইখস্টাগে হিটলারের খাস দফতরে...
আগামী শীতে আমেরিকায় অ্যাটম বোমা ফেলছি, একথা প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে, হের ফুয়েরার।
বোমা কিন্তু এখনও তৈরি করা যায়নি, হের গোয়েবল্‌স।
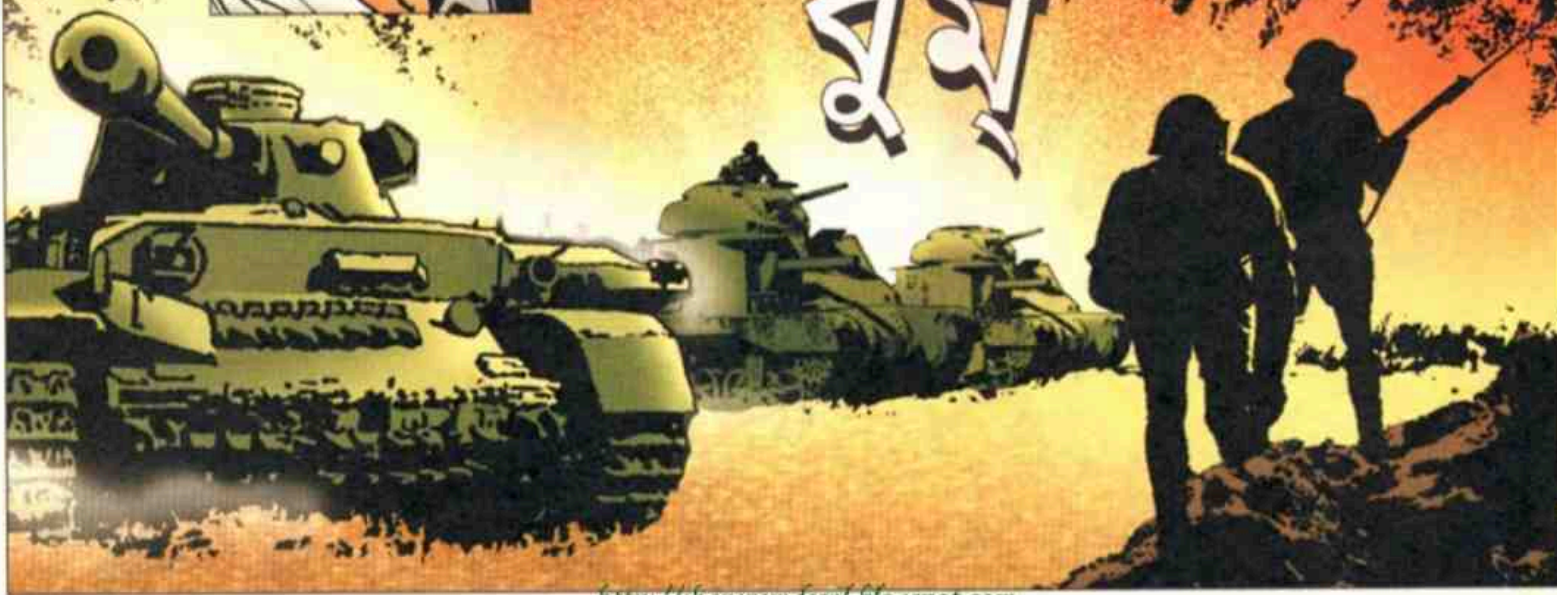
অ্যাডলফ হিটলার ও তার সম্প্রচার মন্ত্রী ডঃ গোয়েবল্‌স।
মিথ্যে কথা বারবার আওড়ালে তা সত্যি হয়ে ওঠে। ওরা ভয় কাটিয়ে ওঠার আগেই আমরা বোমা তৈরি করে ফেলব।
হাঃ, এটা আপনার নিজের তত্ত্ব। বাস্তবে আমাদের বিজ্ঞানীরা কত দূর কী করছে, তা এখনই খোঁজ নিন।
এখনই লোক পাঠাচ্ছি ফুয়েরার।

কর্তারা তো হুকুম করেই খালাস। বিজ্ঞানীদের এবার পাই কোথায় বলো তো?
গ্যাটেনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাঁদারাম।

পপলার, বার্চ আর এলম গাছের ছায়ায় ঘেরা ছোট্ট, শান্ত জনপদ গ্যাটেনগেন। এখানেই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সাধনার জায়গা, এই বিশ্ববিদ্যালয়।
হুই হুই হুই

ভিতরে নোবেল বিজয়ী বৃদ্ধ অধ্যাপক অটো হান বিজ্ঞান সাধনায় মগ্ন। নাৎসি সেনারা হানা দিল তাঁর ঘরে।

হের প্রোফেসর হান, ফুয়েরার আপনাদের ডেকেছেন।

অ্যাটম বোমা তৈরির তাগাদা দিতে? বলে দাও, যাব না।
আস্তে প্রোফেসর, ওরা শুনতে পেলে খুন করবে!

বিজ্ঞানী ওয়াইৎজেকার। প্রোফেসর হানের সহকর্মী।
আপনারা বাইরে যান। আমরা এখনই আসছি।
ঠিক আছে, প্রোফেসর।

এই চাপ আর সহ্য হচ্ছে না। হিটলারের হাতে পরমাণু অস্ত্র তুলে দেওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।
হিটলারের পতন হবেই। কিন্তু আমরা কেন শহিদ হতে যাব?

আসুন, আমরা বোমা তৈরির অভিনয়টা চালিয়ে যাই। প্রোফেসর ভন লে আর বাকি সহকর্মীরাও এতে রাজি আছেন।
হ্যাঁ, সকলেই একমত প্রোফেসর।

বেশ, তাই হোক। চলুন এবার যেতে হবে।

বিজ্ঞানীদের রাইখস্টাগে নিয়ে আসা হল।

ইউরেনিয়াম প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে, হের প্রোফেসর হান?
ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজন করা গেলেও তা থেকে পাওয়া শক্তির পরিমাণ নগণ্য।

পরমাণুতে চেন রিঅ্যাকশন ঘটাতে পারলেই অস্ত্র তৈরি সম্ভব।
দমাস
ফিজিক্স বোঝাবেন না, আমার বোমা চাই।

ইয়ে, হের ফুয়েরার, উনি বলতে চাইছেন যে, আমাদের পরীক্ষার জন্য পাঠানো ইউরেনিয়ামে ঘাটতি পড়েছে।
ঠিক আছে, আপনারা যান। আরও ইউরেনিয়াম পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

হের ফুয়েরার, ইউরেনিয়াম কিন্তু সহজলভ্য ধাতু নয়, পাবেন কোথায়?
যেখান থেকে পারেন, আনার ব্যবস্থা করুন।

পরদিন...
হাইল হের ফুয়েরার!
একজনকে এনেছি।

লোকটা বহুদিন আফ্রিকায় ছিল। এ-ই পারবে ইউরেনিয়াম আকরিক আনতে।
ডেকে পাঠান।

আপনাকে ভিতরে ডাকছেন, হের প্যাপেন।
চলুন যাই।

প্যাপেন, একটা জরুরি কাজের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

আফ্রিকা থেকে ইউরেনিয়াম আকরিক সংগ্রহ করে বার্লিনে পাঠাতে হবে।
এ কাজে আপনাকে সাহায্য করবে আমাদের দু'জন দুঁদে গেস্টাপো অফিসার।
হাইল!

কাজটা করতে পারলে ভাল পুরস্কার পাবেন। আর না পারলে...
বুঝেছি, হের ফুয়েরার!

চলুন হের প্যাপেন, কাজ শুরু করি।

এই সময় পৃথিবীর আর-এক প্রান্তে, আমেরিকার ডালাসে...
গোঁওওওও
যাত্রীরা সিটবেল্ট বেঁধে নিন। আমরা ডালাস বিমানবন্দরে নামছি।

ভারতবর্ষ থেকে যাঁর আসার কথা, তিনি কি এসে পৌঁছেছেন?
গোঁওওওও
এই ডাকোটা বিমানেই তিনি আসছেন স্যার।

ঘনশ্যাম ডস?

সুপ্রভাত মিঃ ডস।
আমি মেজর জেনারেল লেসলি গ্রুভস। আসুন আমার সঙ্গে।
সুপ্রভাত।

স্বয়ং প্রেসিডেন্টের অনুরোধে আপনি এখানে এসেছেন। আমার দায়িত্ব আপনাকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলা।
পরমাণু বিভাজন করে যে ভয়াবহ বোমা তৈরি করা সম্ভব, এটা আপনি জানেন?
হতে পারে।
হুঁই হুঁই হুঁই

এই যুদ্ধের বাজারে পরমাণু বোমা হল তুরুপের তাস।
যার হাতে এই বোমা, শেষ হাসিটা সেই হাসবে।

গত কয়েক বছর ধরে আমাদের বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন।
হুঁই হুঁই হুঁই

আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় গোপনে এই পরীক্ষার কাজ চলছে। নাম দেওয়া হয়েছে ম্যানহাটান প্রজেক্ট।
আমরা কি নিউ মেক্সিকোর দিকে চলেছি?
হুই হুই হুই

ঠিকই ধরেছেন। নিউ মেক্সিকোর লস অ্যালামোস হল এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।
সেখানেই বাকি বিষয়টা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।
হুই হুই হুই
LOS ALAMOS

লস অ্যালামোসে পৌঁছে...
নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখছি খুবই কড়া!

লস অ্যালামোসের ভিতরে...
আসুন মিঃ ডস, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—
মিঃ নিলস বোর, মিঃ লিও জিলার্ড, মিঃ এনরিকো ফার্মি, মিঃ ম্যাক্স প্লাঙ্ক।
হ্যালো, এভরিবডি!
হাই, মিঃ ডস!
হ্যালো, মিঃ ডস!
হ্যালো, মিঃ ডস!

আর, ইনি বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার।
নমস্কার, মিঃ ডস!
নমস্কার!

শুনেছি আপনি সংস্কৃত সাহিত্যেও পণ্ডিত!
ভারতবর্ষকে আমি শ্রদ্ধা করি। আসুন, আপনাকে দেখাই।

GRAPHITE REACTOR
LOADING PLACE

মার্কিন মুলুকে প্রায় আট-দশটি কেন্দ্রে বোমা তৈরির এই কাজ চলছে। এর জন্য কয়েক হাজার বিজ্ঞানী পরিশ্রম করে চলেছেন।

!!

এখানে গ্রাফাইট রিঅ্যাকটরের মাধ্যমে পরমাণু বিভাজনে আমরা সফল হয়েছি। এর নাম সেন্ট্রিফিউজ় পদ্ধতি।

সেদিন রাতে মার্কিন নৌবাহিনীর একটা ইউ বোট আমাকে নিয়ে গোপনে আফ্রিকা পাড়ি দিল।

ভিতরে চলুন মিঃ ডস, আবার ডুব দেব।
আমি ক্যাপ্টেন হলেও আমাকে আপনার হুকুম মানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বেশ কিছুদিন পরে...
হ্যালো, কন্ট্রোল টাওয়ার। ইউ-৭৭২ বলছি। নিরুপদ্রবেই চলছি এখনও পর্যন্ত। ওভার।
জ্‌জ্‌জ্‌জ্‌জ্‌জ্‌
কিন্তু একদিন ঘন কুয়াশার আড়ালে জল থেকে মাথা তুলতেই বিপদ ঘনিয়ে এল।
!!

!!
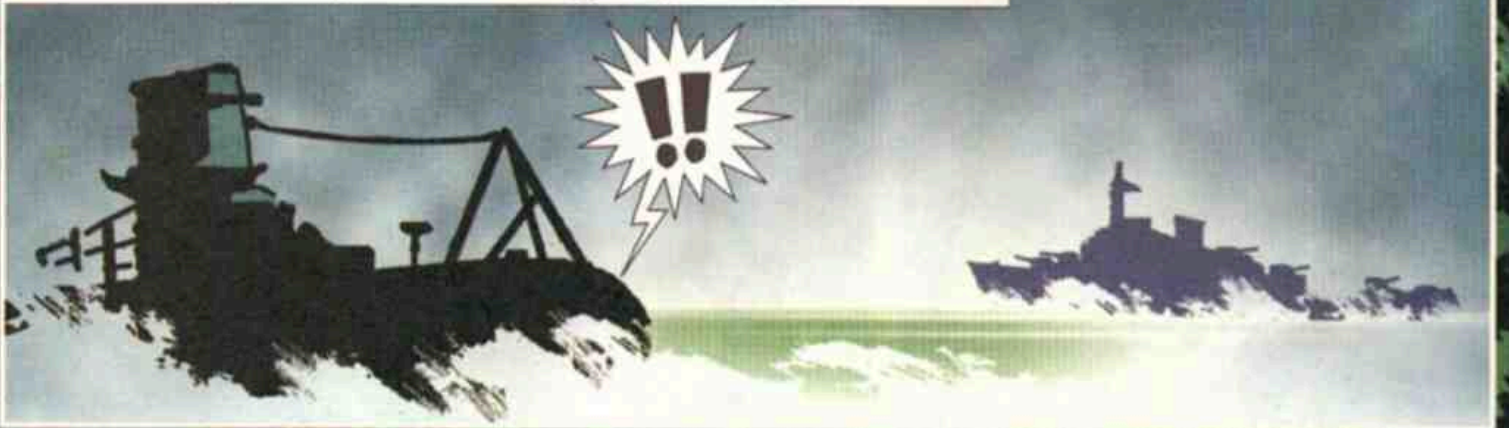
সাবধান, মার্কিন ইউ বোট!

ট্যাট্ ট্যাট্

!!

তাড়াতাড়ি! দৌড়ে এসো!

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

সাবমেরিন লক্ষ করে জার্মান ক্রুজারের সবক'টি কামান এক সঙ্গে গর্জে উঠল।

জাহাজের স্পিড আট নট।
অ্যাঙ্গল অন দ্য বো যাট ডিগ্রি, রেঞ্জ তিনশো কিলোমিটার।
মার্ক সেট করা হল।
ডেপ্‌থ সেট করা হল।
টর্পেডো স্পিড পঁয়ত্রিশ নট।
এক আর চার নম্বর টিউব থেকে শট ছাড়ো।
এক আর চার নম্বর টিউব রেডি স্যার।
শট ছাড়ো।
ক্যার্‌র্‌র্‌ ক্লিংক্‌
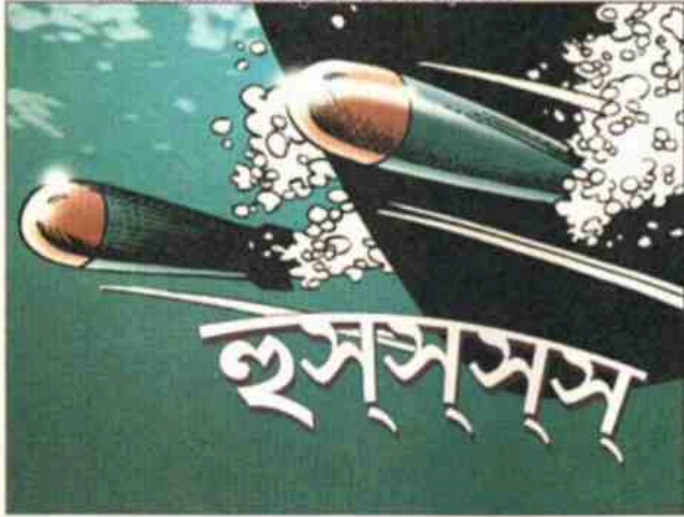
ফায়ার!
হুস্‌স্‌স্‌স্‌
এইবার মারবে।
আমার ছোড়া টর্পেডো জার্মান জাহাজের দিকে ছুটে চলল।
!?
বুম্‌
বুম্‌
পালাও!
টর্পেডো! টর্পেডো!

বুম্
বুম্
বাকি পথটুকু নির্বিঘ্নে এসে আমরা পৌঁছলাম আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলায়। আমাকে অ্যাঙ্গোলা বন্দরশহর বেঙ্গুয়ালে নামিয়ে দিয়ে ইউ বোট ফিরে গেল নিজের গন্তব্যে।
খারাপ লাগছে। কিন্তু এটা না করলে আমাদেরই সলিল সমাধি ঘটত।
কঙ্গো
তাঞ্জানিয়া
অ্যাঙ্গোলা
জাম্বিয়া
এদিকটা নিরিবিলি। আশা করি আমাকে কেউ দেখেনি।

রেলস্টেশনটা কোন দিকে বলতে পারেন?
ওই দিকে, বোয়ানা।

মজার ব্যাপার! দেশটা ওলন্দাজদের দখলে, কিন্তু রেলটা ব্রিটিশদের!

কুয়াঞ্জা যাব। একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট দিন।

ফাঁকা কামরা। আরামে যাওয়া যাবে। কিন্তু যেদিকে চলেছি, সেখানে প্যাপেনের হদিশ পাব তো?

কপাল ভাল ছিল না। গোলমাল বাধল নোভা লিসবোয়া স্টেশনে।
ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্
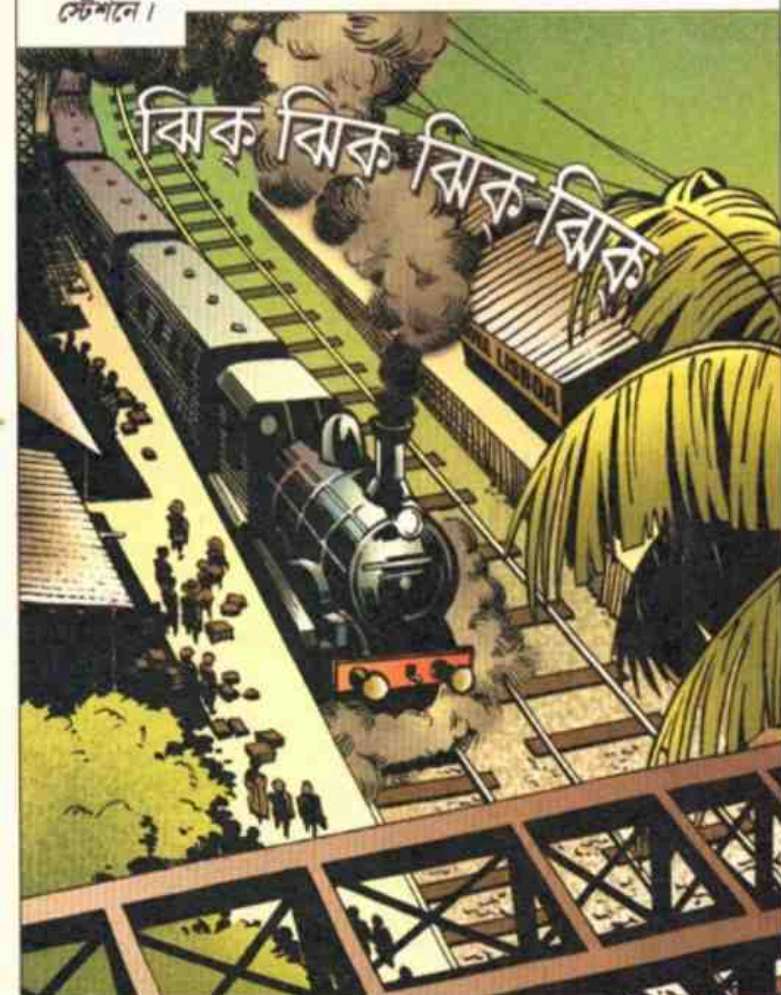
কামরায় দু'জন আগন্তুকের আবির্ভাব।
অ্যাই কেলে ভূত, পালা এখান থেকে। এই কামরা আমাদের।
নাৎসি গেস্টাপো এখানে!

কানে কথা যাচ্ছে না? মেরে নামাতে হবে?
মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না! সহবত শেখাতে হবে দেখছি!

বেরো!
!!
ধাঁই
!
ধঁপাস

এতেই হবে? নাকি আরও কড়া দাওয়াই লাগবে?

তবে রে? পাজি, ছুঁচো!
RAILWAYS

ঘিপ্
ওফ!
তোরা এতই মাথামোটা যে, সারাদিন পিটলেও ভব্যতা শিখবি না!

কবে যে মানুষ হবি!
ঘাপ্
ওয়াফ!

ধাঁই
আর কবে ঘনশ্যাম দাসকে চিনবি?
হোঁক!

দাঁড়া, এবার মজা দেখাচ্ছি!
উফ!

হঠাৎ...
ওটা তোমার মুখেই ফাটবে হে!

কার সঙ্গে লেগেছ? জানো, এ কে?

কিছু মনে কোরো না হের ডস,
এই ছোকরারা এখনও তোমাকে ঠিক চিনে উঠতে পারেনি।
ফন্দিবাজ প্যাপেন! তুমি তো পাহাড়ে-জঙ্গলে ধাতু খুঁজে বেড়াতে, হঠাৎ নাৎসিদের দলে ভিড়েছ কী মতলবে?

আরে না, কোনও মতলব নিয়ে নয়। হাসপাতালে জিনিস দেওয়ার কাজ নিয়ে চলেছি।
কিন্তু তুমি হঠাৎ এখানে? ব্যাপার কী?
ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্

তোমার হাসপাতালের জন্য রোগী খুঁজতে!
হাঃ হাঃ হাঃ, বেড়ে বলেছ!
তবে একটা কথা শুনে রাখো ডস, এবার যে কাজে চলেছি, তাতে বাধা দিতে এলে তুমি মারা পড়বে!
তাই নাকি? বেশ দেখা যাবে!
ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্

এসে পৌঁছলাম অ্যাঙ্গোলার শেষ প্রান্তে, লুয়াও স্টেশনে।
আশা করি আমার অনুচর নোয়ালা এতক্ষণে খবর পেয়ে গিয়েছে।
UAO

তোমার তার পেয়েছি বোয়ানা, সব তৈরি।
এবার কিন্তু অনেক দূর, কুয়াঞ্জা নদীর উৎস বিহে পাহাড়ে যাব।

তোমার তাঁবু, রান্নার জিনিস, জলের জায়গা গাড়িতে আছে।
কিন্তু ঢাক নিয়েছ কেন নোয়ালা?

এই সব দুর্গম জায়গায় ঢাকের বোলেই খবর পাঠানো হয় বোয়ানা! বলা যায় না, কখন দরকার পড়ে!
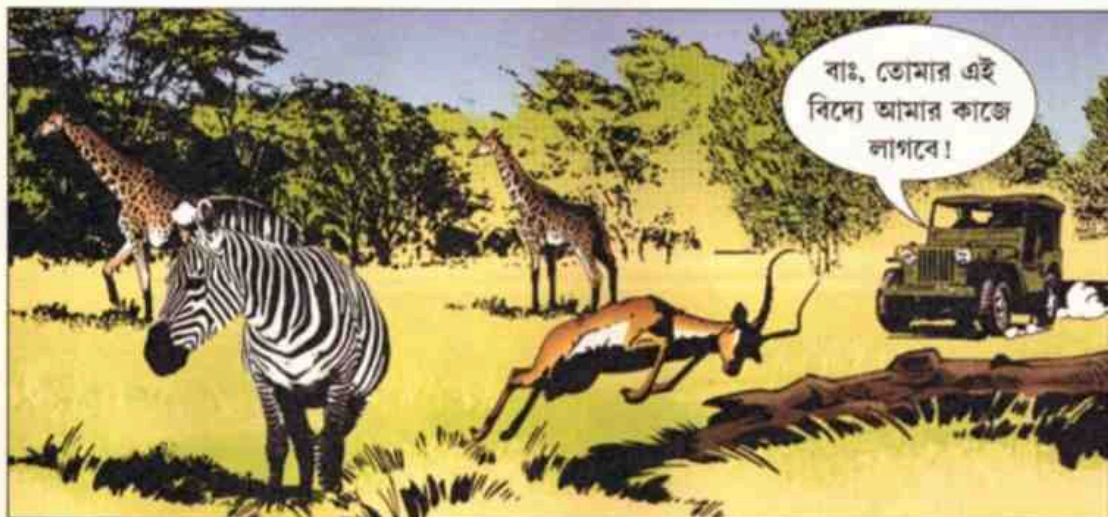
বাঃ, তোমার এই বিদ্যে আমার কাজে লাগবে!

গাড়ির রাস্তা ফুরিয়ে গেলে, বাকিটা হাঁটাপথে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না।
নোয়ালা, তুমি এখান থেকে লক্ষ রাখো।
আমরা ওই উপরে তাঁবু খাটাব।
ঠিক আছে, বোয়ানা।
বিপদ দেখলে ঠিক যেমন বলেছি, তেমনই করবে।

হঠাৎ...

ঝোপটা কাঁপছে!

!!

সাবধান, গোরিলার দল!

!!

!

!
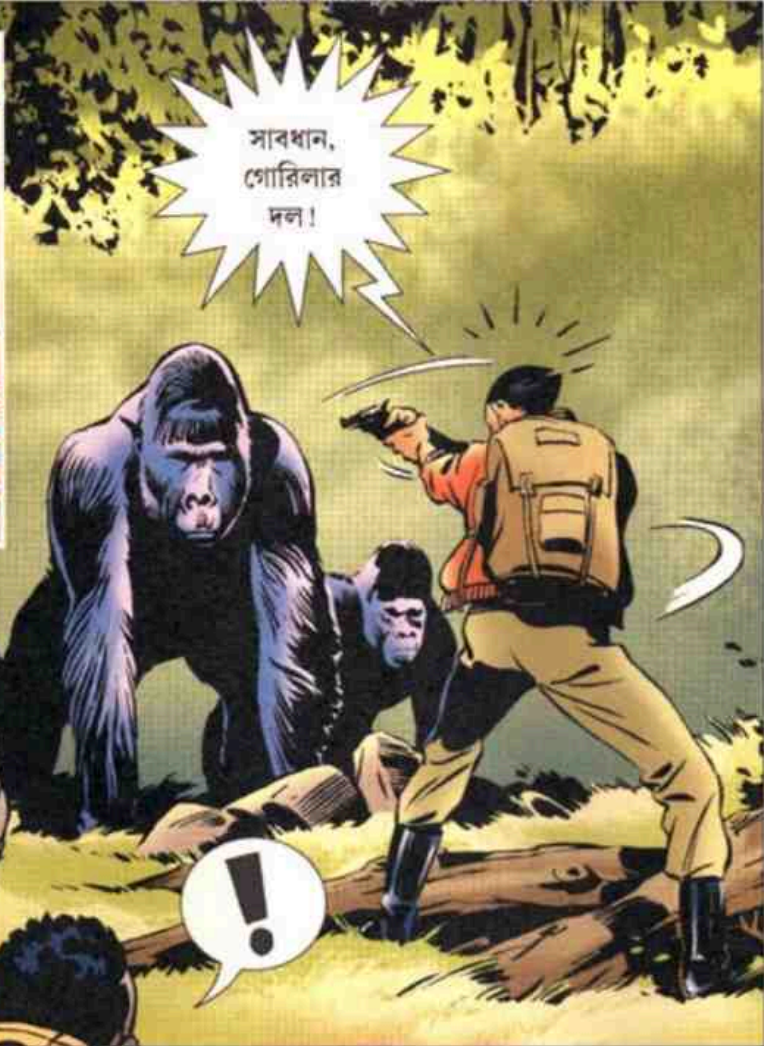
যাক, বুঝেছে। এবার যেতে হবে।

খাড়াই পথে এগিয়ে চললাম গন্তব্যে।
সাবধানে। এখানে হাওয়ার খুব তেজ!

বিহে অধিত্যকায় পৌঁছে, একটা খাড়া পাহাড়ের চূড়ার নীচে তাঁবু ফেলা হল।

কিছুদিন পর। আমি তখন ওই অঞ্চলের একটা ম্যাপ তৈরিতে ব্যস্ত। হঠাৎ...
!
কাজটা ভাল করলে না, হের ডস!

বারণ করলাম, তবু বাগড়া দিতে এলে? এবার তোমায় কে বাঁচাবে?

ট্যাট ট্যাট ট্যাট
আগে কুলিগুলোকে তাড়াও!
অ্যাই, ভাগ এখান থেকে!

খামোকা ঝামেলা পাকাচ্ছ কেন প্যাপেন? এখানে ধাতুর খোঁজে এলে তোমার অসুবিধেটা কী শুনি?

কী এমন দামি ধাতু খুঁজছ ডস, যার জন্য এই যন্ত্রটা দরকার হচ্ছে?
আহা হা! করো কী! এটা হল গাইগার কাউন্টার। তেজস্ক্রিয়তা মাপতে এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

প্যাপেনের কাছে আমি বোকা সাজার ভান করি।

এসো, তোমাকে দেখাই।

পাথরের ফাঁকে এই কালো শিরাগুলো দ্যাখো।

গাইগার কাউন্টার তাক করতেই কাঁটাটা কাঁপছে!

তার মানে, এগুলো হল একরকম তেজস্ক্রিয় ধাতুর আকরিক!

এর নাম পিচব্লেন্ড! জানো, এই পিচব্লেন্ড থেকে কী পাওয়া যায়?
ইউরেনিয়াম!

জার্মানির থার্ড রাইখের নামে আমরা এই ইউরেনিয়াম খনির দখল নিলাম।
!

এই সময় কিছুটা দূরে নোয়ালা তৎপর হয়ে ওঠে।

ঢাকের শব্দে প্যাপেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

তুমি কোথাও যাচ্ছ না, হের প্যাপেন!
!?
কাজ হয়ে গেলে তোমাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়া আছে।
বদমাশ!
এদিকে ঝোড়ো হাওয়ায় নোয়ালার ঢাকের শব্দ ক্রমশ দূরে ছড়িয়ে পড়ে।
বিহে পাহাড়ে বিদেশী খতম কর খতম কর
স্থানীয় জংলিরা সেই শব্দে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।
বিহে পাহাড়ে বিদেশী খতম কর খতম কর
তারা দল বেঁধে আক্রমণ করতে আসে।
বিহে পাহাড়ে বিদেশী খতম কর খতম কর
দ্রিম
হুলা হুলা
হুলা হুলা
দ্রিম
দ্রিম

আরে, ঢাকের শব্দ! সত্যি-সত্যিই জংলিরা তেড়ে আসছে!
দ্রিম দ্রিম

সেরেছে, আরও ঢাক বাজছে। আমার চালাকিই শেষে বিপদ ডেকে আনল?
দ্রিম দ্রিম
গাধার দল! শুনতে পাচ্ছিস না, সারা জঙ্গলটাই খেপে উঠেছে? ছাড় আমাকে!

চুপ করে থাক!
খাঁই
গোঁক!

যাওয়ার আগে নাৎসিরা আমার সব জিনিসপত্র খাদে ফেলে দিল।

এসবের আর দরকার নেই। ভালই হল। জংলিরা এসে এদের শেষ করে দেবে!

কেলে ভূতের তৈরি ম্যাপটা এবার কাজে আসবে!
শুধু এখন কেন, পরে খনিটা খুঁজে বের করাও সহজ হবে।

এই রাস্তা দিয়ে আর কিন্তু যাওয়া ঠিক নয়!

ঠিকই বলেছ। দলে-দলে জংলিরা আসছে। ধরতে পারলে পিন কুশন বানিয়ে দেবে!
দ্রিম দ্রিম
ম্যাপে আর একটা রাস্তা আঁকা আছে। এদিকে এসো চটপট।
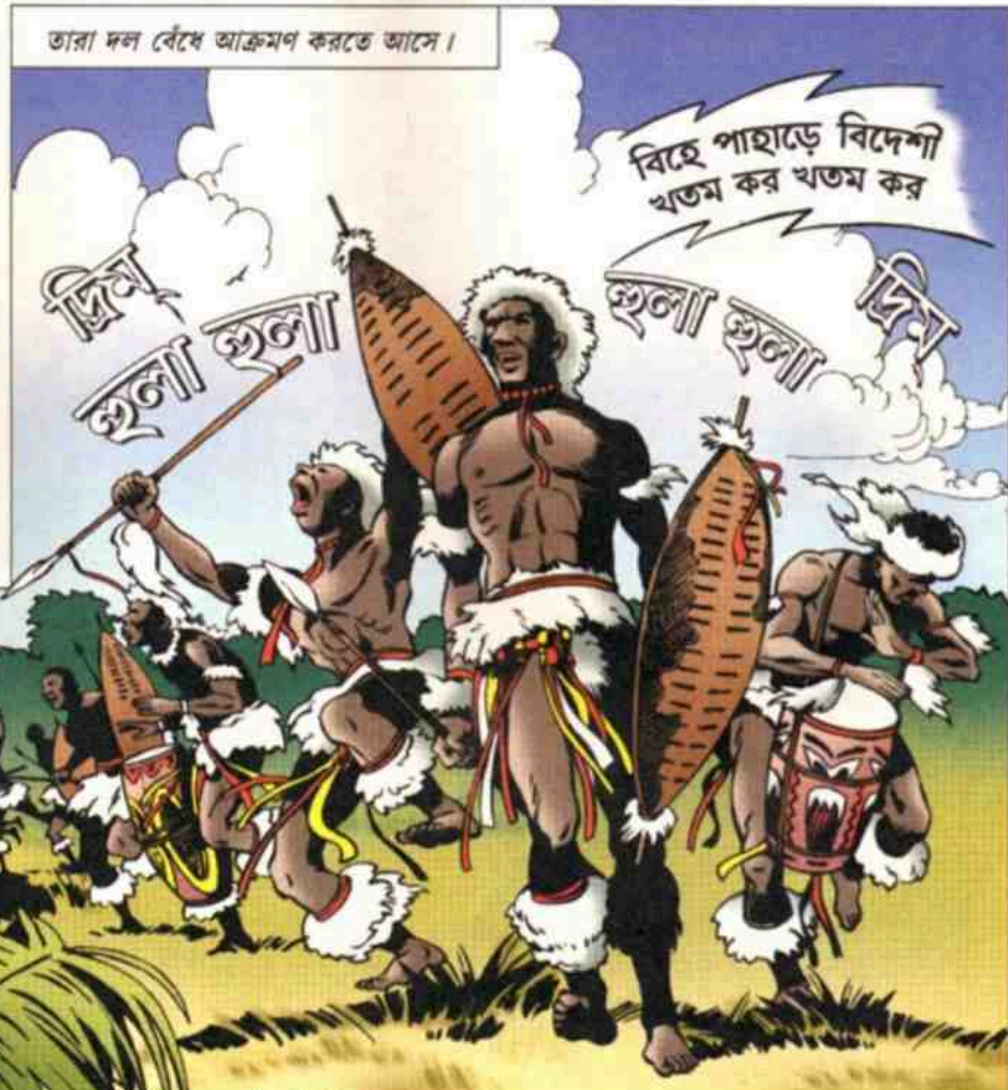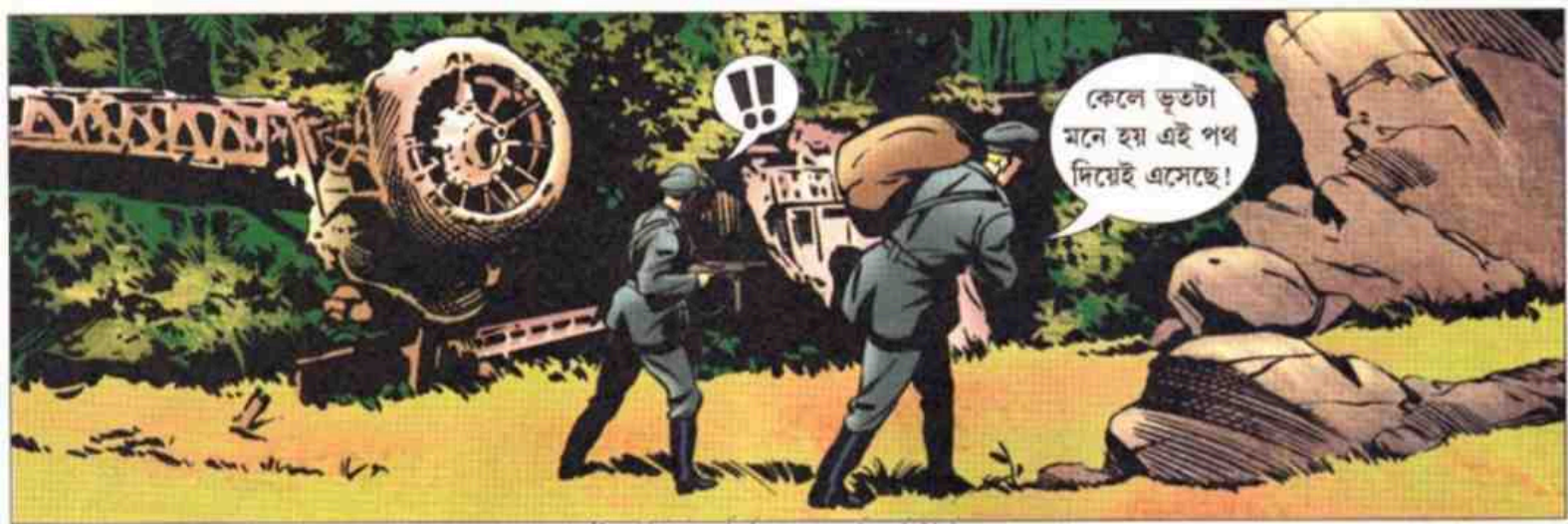
কিন্তু বিপদ যে এদিকে ওত পেতে বসে আছে, সেটা তারা ভাবতেও পারেনি।

ওরে বাবা, এগুলো আবার কী?

জানি না, গুলি চালাও।

গুলি চালাতেই গোরিলারা আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

গোরিলাদের আক্রমণে নাৎসি দু'জনের নিহত দেহ পড়ে রইল বিহে পাহাড়ের ধারে। সাক্ষী রইল রক্তমাখা ম্যাপ আর পিচব্লেন্ডের টুকরো।

এদিকে...
ঘনশ্যাম দাসকে আটকে রাখা এত সহজ নয়!

এত দিনের যোগাভ্যাসটা কাজে লাগল।

চটপট ওঠো প্যাপেন। সামনে ভীষণ বিপদ!

জংলিরা ঘিরে ফেলেছে! যেভাবে হোক পালাতে হবে!
হুলা হুলা
হুল্লা হুলা
দ্রিম
দ্রিম

কোনও উপায় নেই ডস, যেদিকেই যাও, মরবে।

কথায় বলে, ডানপিটের মরণ গাছের আগায়। এটাই ভবিতব্য।

যাক গে, পকেটে একটা চুরুট পেয়েছি। মরতে যখন হবে, এটা খেয়ে তারপর মরা যাক।
!!

কী মুশকিল! হতভাগারা দেশলাইটাও খাদে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। তোমার কাছে আগুন হবে ডস?
কী বললে, আগুন? দেশলাই নেই?

শিগগির এটা দাও!
অ্যাই!

জংলিদের তাড়ানোর উপায় পেয়ে গিয়েছি, প্যাপেন!
চকাস

তুমি কি পাগল হয়েছ, ডস?
দূরবিনের কাচের টুকরো দিয়ে এই জংলিদের তাড়াবে!

দূরবিনের ছোট কাচই সে যাত্রা আমাদের প্রাণ বাঁচাল। লেলিহান আগুনের শিখা দেখে জংলিরা পালিয়ে গেল।

!!

আগুন লেগেছে, পালাও!

সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে প্যাপেন তখন এক অন্য মানুষ।
তা হলে প্যাপেন? আর লাগবে আমার সঙ্গে?
খক, খক। রক্ষে করো ডস। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

তুমি যেখানে, আমি আর সেখানে নেই। চলি।

কাজ শেষ। এবার ফেরার পালা। আফ্রিকার আকাশে তখন ঢলে পড়া সূর্য রং ছড়াচ্ছে।
তাড়াতাড়ি চল নোয়ালা। দেশে ফিরতে হবে।
কলকাতা যাব।

তা হলে বার্লিনে আর ইউরেনিয়াম পৌঁছল না।
কিন্তু আমেরিকা কি ততদিনে পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলেছে?
শুধু তৈরি কেন, বোধ হয় জাপানে ফেলেও দিয়েছিল, তাই না ঘনাদা?
না, এই ঘটনার কিছুদিন পর আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন হ্যারি ট্রুম্যান।

সব বিজ্ঞানীর অনুরোধ উপেক্ষা করে তাঁর সরকার জাপানে পরমাণু বোমা বর্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৫-এর ৬ অগস্ট মার্কিন বোমারু বিমান এনোলা গে বোমা ফেলার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু ততদিনে জাপান আত্মসমর্পণ করেছে।
পৃথিবীতে স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিন এসে গিয়েছে।
গোঁওওওও
PRSIDENT OF THE UNITED

সেদিন জাপানের হিরোশিমা শহরে শুরু হল মৃত্যুর মিছিল। ইউরেনিয়াম বোমা 'ফ্যাট ম্যান'-এর বিস্ফোরণে যেন হাজার সূর্য জ্বলে উঠল। প্রকাণ্ড আগুনের গোলা ছিটকে গেল আকাশে। ঘণ্টায় প্রায় হাজার মাইল বেগে ঝড় বইতে শুরু করল। নেমে এল তেজস্ক্রিয় কালো বৃষ্টি। যুদ্ধবাজ মানুষের ক্ষমতার লোভ চিরকালের মতো কলঙ্কিত করে দিল মানব সভ্যতার ইতিহাসকে।

তিনদিন পর একইভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল জাপানের আর-একটি শহর। প্লুটোনিয়াম বোমা 'লিটল বয়-'এর আঘাতে প্রায় আট হাজার নিরীহ মানুষসহ ধুলোয় মিশে গেল নাগাসাকি। দু' লক্ষেরও বেশি লোকের মৃত্যু ছাড়াও তেজস্ক্রিয় বিকিরণে অসংখ্য মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। মার্কিন বর্বরতার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল সারা বিশ্ব। কিন্তু সে অন্য কাহিনি। পরে আর-একদিন বলব।

ঘনাদা গল্প শেষ করলেন।

আরেব্বাস! সন্ধে হয়ে গেল যে! এতক্ষণে বোধ হয় তোমাদের বক্সিং ক্লাবের প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গিয়েছে।

এই আলিভাইটা আবার কে?

কে আবার, মহম্মদ আলি! বিশ্ববিখ্যাত বক্সার!

তা হলে শিশির, ঘুসিটা শেষ পর্যন্ত তোমার মুখেই পড়ল!

আর, যথারীতি সিগারেটগুলোও ফুঁকে দিয়ে গেল! হা হা হা!

(সমাপ্ত)

সম্পূর্ণ ঘনাদা কমিক্স

৭২ নং বনমালী নস্কর লেনের এখন খুব দুর্দিন। এখানে আমাদের মধ্যমণি যে স্বনামধন্য ব্যক্তিটি, ঘনাদা, তিনিই বেঁকে বসেছেন। তাঁর জীবনের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার ফসল, আমরা চারজন যে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে ভালোবাসি এটা যেন তিনি আজকাল বুঝতেই চান না। তাই মুখে কুলুপ আঁটা এই বিশ্ববিখ্যাত মানুষটিকে একটু জব্দ করার ভালো একটা ফন্দি এঁটেছে গৌর। আমরা, শিশির, শিবু আর সুধীর সেই পরিকল্পনায় সীলমোহর দিয়ে মাঠে নেমেও পড়েছি।

এই ডামাডোলেই
এবারের গল্প —

ছড়ি

কাহিনী: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী

৭২ নং বনমালী নস্কর লেনের এখন খুব দুর্দিন। এখানে আমাদের মধ্যমণি যে স্বনামধন্য ব্যক্তিটি, ঘনাদা, তিনিই বেঁকে বসেছেন। তাঁর জীবনের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার ফসল, আমরা চারজন যে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে ভালোবাসি এটা যেন তিনি আজকাল বুঝতেই চান না। তাই মুখে কুলুপ আঁটা এই বিশ্ববিখ্যাত মানুষটিকে একটু জব্দ করার ভালো একটা ফন্দি এঁটেছে গৌর। আমরা, শিশির, শিবু আর সুধীর সেই পরিকল্পনায় সীলমোহর দিয়ে মাঠে নেমেও পড়েছি।
এই ডামাডোলেই এবারের গল্প —
ছড়ি
কাহিনী: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী
তারপর, যে দিকে চোখ যায় ধু ধু বরফ। আকাশ সাদা। মাটি সাদা। আর পিছনে মুর্তিমান যম সাদা ভাল্লুক।
এদিকে বন্দুকে একটাও গুলি নেই। এই দক্ষিণ মেরুর তুষার প্রান্তরেই বুঝি আমার জীবন শেষ।

!!

সহ্য না করতে পেরে ঘনাদা শেষ পর্যন্ত আড্ডাঘরে ঢুকে পড়লেন।
আরে ঘনাদা! কখন এলেন? বসুন বসুন।
আসলে গৌরের দক্ষিণ মেরু সফরের কাহিনী শুনছি তো, তাই আপনাকে খেয়াল করে উঠতে পারিনি।
তা এমন কাহিনী বাইরের কাউকে শোনাওনিতো?

কেন ঘনাদা? শোনালে কি হবে?
গুল মারছে ভেবে হেনস্থা করতে পারে!

গৌর যেন রেগে ওঠে।
কেন? আমি কি দক্ষিণ মেরুতে যেতে পারি না?
গেলে, অন্তত এটুকু বুঝতে যে দক্ষিণ মেরুতে সাদা ভাল্লুক নেই।

আমাদের পরিকল্পনা মাঠ মারা গেলেও হাল ছাড়লাম না।
আপনি দক্ষিণ মেরু গিয়েছেন ঘনাদা?
অ্যান্টার্টিকা? তা গিয়েছিলাম একবার, যা গরম!

গরম? বলেন কি? ওই বরফের রাজত্বে?
কি হয়েছিল পুরোটা একটা বলুন।
শুনবে? শোনো তাহলে।

ঘনাদা তাঁর গল্প আরম্ভ করেন।
সেবার সমুদ্রে যেন তিমির গাঁদি লেগেছে। আগে দক্ষিণ মেরুর এ দিকটায় তিমি শিকারীদের তেমন নজর ছিল না। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে ইংরেজ, নরউইজিয়ান, জাপানি আর আর্জেন্টাইন জেলেরাও হানা দিতে শুরু করেছে।
আমি বুঝতে পারছি না ডস, জাহাজ ভাড়া করে, আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে এত দূরে এসেছো, অথচ তিমি শিকারের বেলা তোমার উৎসাহ দেখছি ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে।

JAMUNA
তোমার কি মনে হয়? শুধু জাহাজ ভাড়া নয়, জাহাজের নামটাও পাল্টে নিজের দেশের নাম ব্যবহার করেছি। নিছক খেয়ালে?

তাইতো ভাবছি! আমি ওলাফ সোরেনসেন, নরওয়ের জাঁদরেল তিমি শিকারী, কিন্তু আমার মত লোকও জীবনে এমন হারপুন ছোঁড়া দেখেনি।
কি তাক তোমার! সহজে ফস্কায় না।

দেখো সেন, বেপরোয়া শিকার করে সুমেরু মহাসাগরের তিমি প্রায় লোপাট হতে বসেছে।
তাছাড়া এবারে তো দেখছি নেহাত আনাড়ি জাহাজও তিমির চর্বি বোঝাই করে ফিরছে। ওতে আর বাহাদুরি কোথায়?

ওই ছুটকো-ছাটকা তিমি শিকারের জন্যে আমি এখানে আসিনি সেন।
সেকি? তাহলে জাহাজ ভাড়া করে, আধুনিক ভেন্ড ফয়েন হারপুন কামান বসিয়ে লাভ কি?
তোমার মতলবটা কি ডস?

অ্যাম্বারগ্রিস-এর নাম শুনেছো?
তা আর শুনিনি? দুষ্প্রাপ্য আর দুর্মূল্য জিনিস। তিমির পেটের মধ্যে কচিৎ-কদাচিৎ পাওয়া যায় বটে, তাও যে-সে তিমির নয়, একমাত্র ধাড়ি স্পার্ম তিমির পেটে।

কয়েকদিন পর।
এত দিনে একটা বড় শিকার মিলেছে ডস। ওই দেখো, ফোয়ারা ছাড়ছে। এটায় এম্বারগ্রিস থাকতে পারে।
চল, ধাওয়া করা যাক।

কাছে গিয়ে দেখি একটা বিরাট স্পার্ম তিমি, এমনটা সচরাচর দেখা যায় না।
মারো ডস। ফায়ার!
JAMUNA

আহ্!
পালিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে যে আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করেছে, সে খেয়াল কেউ করেনি।
চিন্তা কোর না। তিমি জলের তলায় মিনিট পঁয়তাল্লিশের বেশি ডুবে থাকতে পারে না। শ্বাস নিতে ওকে ওপরে উঠতেই হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়ানক ঝড় এসে আছড়ে পড়ল। মেরু অঞ্চলের ঝড়, ঘণ্টায় একশ মাইল জোরে হামেসাই হতে থাকে।
!?
সামাল! সামাল!
উহ্! কি ভয়ঙ্কর!

কয়েকদিন ঝড়ের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করেও শেষ রক্ষা হল না। বিরাট এক বরফের পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমাদের জাহাজ চৌচির হয়ে গেল।
সাবধান! হিমশৈল!
বাঁচাও! বাঁচাও!

সেই ভয়ানক অন্ধকারের রাতে কে যে কোথায় তলিয়ে গেল তার হদিস হল না।
কী যে তারপর হয়েছে, কী যে করেছি কিছুই মনে নেই।
হুইইইইই

পরদিন।
!?
উফ্!

কোথায় আমি? মনে পড়েছে। ঝড়। জাহাজডুবি। জাহাজের আর কেউ বোধহয় বেঁচে নেই।

ভাঙা জাহাজের ভেসে আসা জিনিসপত্র। তাহলে কী ঝড়ে ছিটকে দক্ষিণ মেরুতে এসে পড়লাম?

আরে! একটা গোটানো তাঁবু!

দিব্যি কাজ করছে। না হলে ইগলু তৈরী করে থাকতে হতো।

গুটিয়ে পিঠে নিয়ে নেওয়া যায়। ওটা কী?

বাহ্! আমার সাধের ছড়িটাও ভেসে এসেছে দেখছি।
!?
!?
এই ছড়িটা। সাউথ জর্জিয়ার বন্দর থেকে সখ করে কিনেছিলাম। নির্জন তুষার প্রান্তরে এটাই যে শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাবে তা ভাবতে পারিনি।
কয়েকদিন পর, শিকারের খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে-
খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। কুড়িয়ে পাওয়া টিনের খাবারে কতদিন আর চলবে? দেখি, যদি সিল শিকার করা যায়।
আরেব্বাস! ওটা কী? বরফের প্রান্তরে মেঘের কুণ্ডলী? সিল শিকার মাথায় থাক। এখন তো এই রহস্যের সমাধান না করলেই নয়!
কাছে গিয়ে দেখি, গরম জলের স্রোত। আগুনের মত গরম। বরফের ওপর পড়ে বাষ্প উঠে মেঘের মত দেখাচ্ছে।
এই পাহাড়টাই হল গরমের উৎস। যতদূর জানি দক্ষিণ মেরুতে মাউন্ট ইরেবাস আর অন্য একটা ছাড়া আর কোনও আগ্নেয়গিরির খোঁজ পাওয়া যায়নি। এটা কী তাহলে অনাবিষ্কৃত আর একটা?
তবে এটা এখন ঘুমন্ত হলেও যে কোন সময়ে লাভা ওগরাতে পারে।

পাহাড়ের ওপরে উঠে —
যা ভেবেছি ঠিক তাই। এটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। বেশ গরম লাগছে।

এবার নীচে নামতে হবে। কিন্তু, ওটা কী? অদ্ভুত একটা জন্তু! দেখতে হচ্ছে।

অদ্ভুত প্রাণীটাকে ধরতে মরিয়া হয়ে লাফ দিলাম।
ইয়ায়ায়ায়ায়া
ওয়াফ্!

লাফের চোটে বেসামাল হয়ে দুজনে গড়িয়ে পড়লাম জ্বালামুখের গভীরে।
!!

একী! সেন তুমি? পেঙ্গুইনের চামড়া পরেছ কেন?
আর পেঙ্গুইন! যা একখানা রাম ধাক্কা মেরেছো, হাড়গোড়গুলো আস্ত আছে কিনা কে যানে।

একটু সামলে নিয়ে সেন তার কথা বলে।
ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে এসেছি। ঠান্ডা থেকে বাঁচতে ভাবলাম মরা পেঙ্গুইনের ছালটাই গায়ে জড়াই। তারপর গরম জলের স্রোত ধরে চলতে চলতে এখানে এসে পড়লাম।
কিন্তু এ কেমন জায়গা ডস? আগুনের মত গরম?
তলায় জ্বলন্ত লাভা। এখান থেকে এখনই না বেরোতে পারলে সেদ্ধ হয়ে মারা পড়ব।

অন্যমনস্ক হয়ে ছড়িটা কখন যে পাথরের ওপর ঠুকতে লেগেছি সে খেয়াল নেই।
খাড়া পাথরের দেওয়াল। বেরোবার কোন উপায় নেই।
রাস্তা একটা বার করতেই হবে।
ঠক্ ঠক্

হঠাৎ।
সামলে!
তুমি কী করলে ডস?
আরে! ছড়ির ঠোকায় পাথরের নরম জায়গা ভেঙে প্রাকৃতিক গ্যাস বেরোচ্ছে। আর চিন্তা নেই সেন। গরম জামা পরে নাও। এখনই।

!?
তাঁবুটায় গ্যাস ভরো। এটা বেলুনের কাজ দেবে। আর শক্ত করে তলাটা ধরে ঝুলে থাকো।
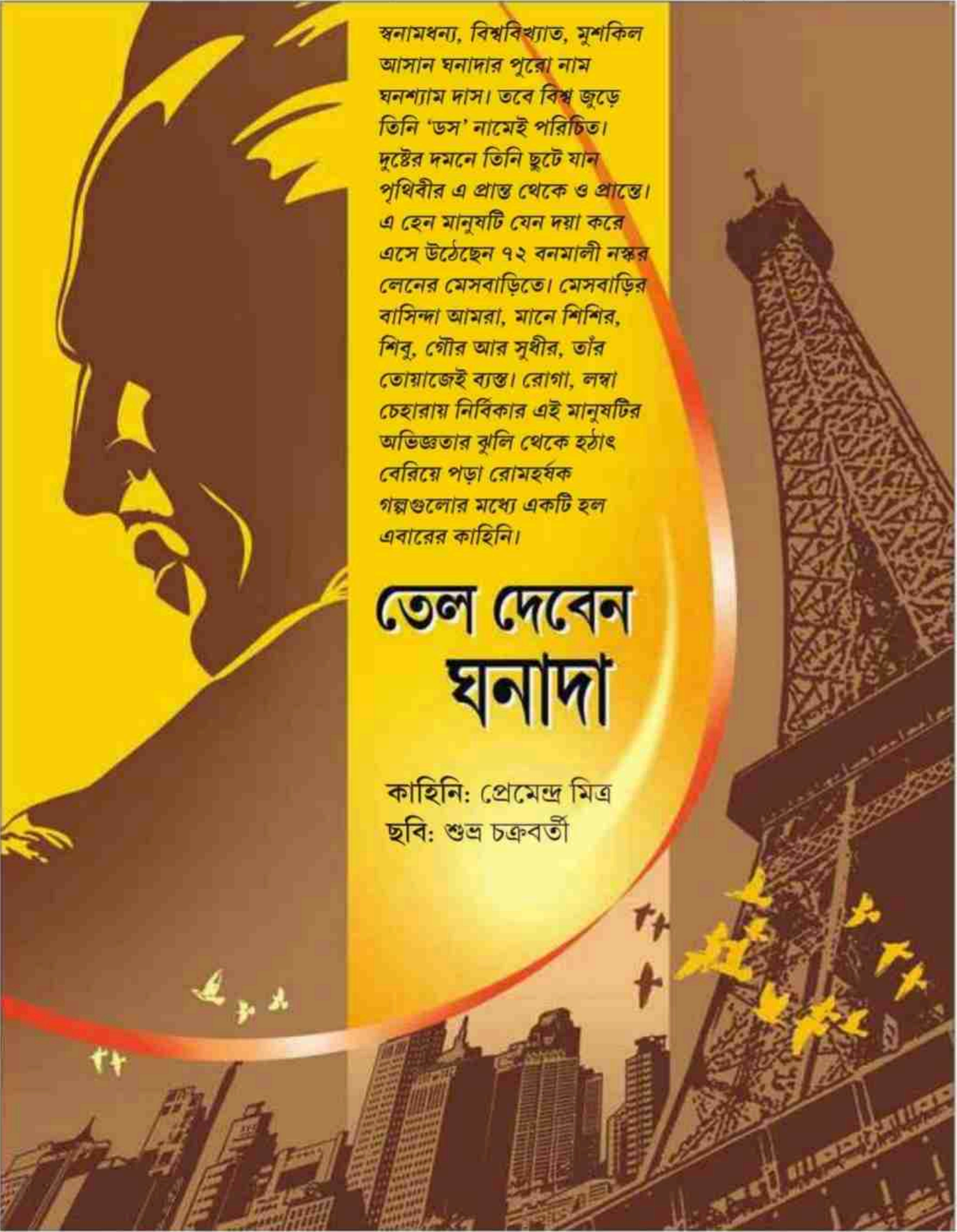
হুই! মুক্তি!
তোমার বুদ্ধির জবাব নেই।

তা সেই গ্যাসের তোড়েই কী দক্ষিণ মেরু থেকে একেবারে কলকাতায় হাজির হলেন?
না না, তা কেন, তাঁবু বেলুনের কল্যাণে এসে পড়লাম সাগরে।

ভাগ্য ভাল, একটা হিমশৈল।
গ্যাস কমছে। আমরা নীচে নামছি ডস।

হিমশৈলের ওপর কয়েকটা দিন কাটাবার পর খিদে-তেষ্টায় যখন মরতে বসেছি-
কোন লাভ হল না ডস। হিমশৈল গলে এখন বরফের একটা টুকরো হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত সমুদ্রে ডুবেই মরতে হবে।
দেখো সেন! একটা তিমি-ধরা জাহাজ মনে হচ্ছে না?

ঘনাদা তাঁর গল্প শেষ করলেন।
জাহাজের মাল্লারা আমাদের উদ্ধার করায় সে যাত্রা বেঁচে যাই।

আচ্ছা ঘনাদা, আমাদের পাড়ার মিত্র ব্রাদার্স-ও সাউথ জর্জিয়া থেকে ছড়ি আমদানি করছে বোধহয়। ঠিক এইরকম ছড়ি সেখানে ক-টা দেখলাম মনে হল!
!?

কেন জানি না, গৌরের এই কথায় ঘনাদা ভয়ানক চটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।
তোমাদের কিছু বলতে যাওয়াটাই ঝকমারি। এর চেয়ে দরকারি কাজগুলো সেরে ফেললে ভালো হত।
সমাপ্ত।

স্বনামধন্য, বিশ্ববিখ্যাত, মুশকিল
আসান ঘনাদার পুরো নাম
ঘনশ্যাম দাস। তবে বিশ্ব জুড়ে
তিনি 'ডস' নামেই পরিচিত।
দুষ্টের দমনে তিনি ছুটে যান
পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে।
এ হেন মানুষটি যেন দয়া করে
এসে উঠেছেন ৭২ বনমালী নস্কর
লেনের মেসবাড়িতে। মেসবাড়ির
বাসিন্দা আমরা, মানে শিশির,
শিবু, গৌর আর সুধীর, তাঁর
তোয়াজেই ব্যস্ত। রোগা, লম্বা
চেহারায় নির্বিকার এই মানুষটির
অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে হঠাৎ
বেরিয়ে পড়া রোমহর্ষক
গল্পগুলোর মধ্যে একটি হল
এবারের কাহিনি।
তেল দেবেন
ঘনাদা
কাহিনি: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী

একদিন সকালে...

বিপ্ বিপ্...

ভাই, বনমালী নস্কর লেনটা কোন দিকে হবে?

সোজা গিয়ে ডানহাতি প্রথম গলিটা।

কই শিবু, তোমার মামাতো না মাসতুতো ভাই এখনও এলেন না তো?
কে পল্টু? আরে আসবে, আসবে। বলেছে যখন ঠিক আসবে।
শিবু, শিবু আছ?

ওই তো, এসে গিয়েছে। সঙ্গে গাড়িও এনেছে নিশ্চয়ই!

আমরা তো সকাল থেকেই তোমার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছি।

কী! বলেছিলাম না, গাড়ি কিনলে আগে তোমাদের চড়াব। এখন চলো।

দাঁড়াও। আগে সকলের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।
শিশির, এ আমার ভাই পল্টু।
হাই!
হ্যালো!

আমাদের আর-এক বন্ধু, সুধীর।
হাই!

আর আমি গৌর। চলুন, এবার বেরিয়ে পড়া যাক।

তা কোথায় যাবে সেটা ঠিক করেছ?
আরেব্বাস! হোন্ডা সিটি! দারুণ গাড়ি।

??
দামটাও খুব ভাল।
রংটা দারুণ!
মাইলেজ কত দিচ্ছে?

কথাবার্তার ফাঁকে ঘনাদা কখন এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ খেয়ালও করিনি।
ইয়ে! একটা কথা, গাড়িটা দু' মিনিটের জন্য পাওয়া যাবে?
!!
আরে, ঘনাদাও নেমে এসেছেন দেখছি!
পল্টু, এঁর কথাই তোমাকে বহুবার বলেছি।

দু' মিনিটের জন্য? তা যান না।
ড্রাইভারজি, সাহাবকো লে যাইয়ে।
আইয়ে জি!

আমরা কিছু বোঝার আগেই পল্টুবাবুর গাড়ি ঘনাদাকে নিয়ে রওনা দিল।
ধন্যবাদ!
ঠিক আছে।

চলুন, ততক্ষণ ভিতরে গিয়ে এক কাপ চা হয়ে যাক।
তা, মন্দ বলেননি।

সময় বয়ে চলে...
নিন, হিঙের কচুরি। রামভুজের হাতে ভাজা।
দু' মিনিট যে ঘণ্টাখানেক হতে চলল হে!
এসে পড়বেন। কোথাও জ্যামে আটকেছেন হয়তো।

ধারাবাহিক কমিক্স

তেল দেবেন ঘনাদা

(পর্ব: ২)

কাহিনি: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী

পুরনো কোনও ভুল-ত্রুটির শোধ নিচ্ছেন না তো?

বুঝতে পারছি না। তুমি যে তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে।

আসলে তেলটা যে ফুরিয়ে যাবে, সেটা ঠিক বুঝতে পারিনি।
ঘনাদার উপর আমরা রাগে ফেটে পড়ি।
জানেন না, তেলের জন্য বিশ্বজুড়ে হাহাকার, মূল্যবৃদ্ধি, মায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে?
জানেন কী, সারা দুনিয়ায় আর মাত্র ৫৪৫ বিলিয়ন ব্যারেল তেল আছে?
তার মানে আপনি একাই ট্যাঙ্কভর্তি তেল খরচ করে এলেন?
এসব না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু পল্টুর কথাটা একটু ভাবুন।
দু' মিনিট বলে পুরো পাঁচটি ঘণ্টা গাড়ি হাঁকিয়ে ওর সব তেল খরচ করে এলেন?
??
এ কথায় ঘনাদা নড়েচড়ে বসেন।
তা ঠিক।
এই বাজারে পল্টুবাবুর এতটা তেল...
দাঁড়ান, দেখি কী করা যায়।
দুব্যারির সই-করা ছোট খাতাটা যে কোথায় পড়ে গেল!
যাক গে, সাদা কাগজেই হবে।
আশা করি, এতেই পল্টুবাবুর খরচ পুষিয়ে যাবে।
এই নিন।
ই ইউ ডব্লিউ সি, পাঁচ এম বি ডি ও ই, এক বছর। এর মানে কী?
ই ইউ ডব্লিউ সি হল এনার্জি আনলিমিটেড ওয়ার্ল্ড কার্টেল বা অফুরন্ত শক্তির বিশ্বসংঘ।
আর এম বি ডি ও ই হল মিলিয়ন্‌স ব্যারেল্‌স ডেলি অফ অয়েল ইকুইভ্যালেন্ট।
মানে, প্রতিদিন দশ লক্ষ পিপে তেল বা তার সমান কাজ দেওয়ার বদলি কিছুর জোগান।

ওই কাগজে পল্টুবাবুকে প্রতিদিন পাঁচ এম বি ডি ও ই তেলের বিকল্প জ্বালানি দেওয়ার কথা লিখে দেওয়া হল।
গুল মারার আর জায়গা পাননি? হিং টিং ছট! এই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?
??
আর কী করেই বা হবে?
ঘনাদার গলায় যেন বাজ পড়ল...
আলবাত হবে।
ঠকাস
কী করে হবে? শোনো তা হলে।
ঘনাদা তাঁর আরাম-কেদারায় বসে গল্প শুরু করলেন।
এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমে, ভূমধ্যসাগর আর কৃষ্ণোপসাগরের কোল ঘেঁষে ছবির মতো সুন্দর শহর ইস্তানবুল।
আল্লা হো আকবর। ....
আসহাদও লা ইলাহা ইল্লাল্লা। ....
তুরস্কের পূর্বতন রাজধানী এই ইস্তানবুলেই পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বাইজান্টাইন সভ্যতার সূচনা।
সেই সময়ে এই নগরের নাম ছিল বাইজান্টিয়াম। ইতিহাসের নানা উত্থান-পতনে নাম পালটে কনস্তানতিনোপল থেকে আজকের এই ইস্তানবুলেই ঘটনার সূত্রপাত।
সৌদি আরব

ধারাবাহিক কমিক্স
তেল দেবেন ঘনাদা
কাহিনি: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী
(পর্ব: ৩)
কিন্তু বোরোত্রা, তোমার যে আবার পেটে কথা থাকে না!
তা ঠিক। এটা আমার একটা অসুখ। তবে চিন্তা নেই। এই যে পুতুলটা দেখছেন, এর সঙ্গে ভেনট্রিলোকুইজ়মের মাধ্যমে মনের কথাউগরে দিই। আর সে কথাটা হয় বাস্ক ভাষায়। তাই লোকে বুঝতেও পারে না।
কেন? এই বাস্ক ভাষা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না নাকি?
পূর্ব ইউরোপের এই প্রাচীন ভাষা আজকের দিনে ক'টা লোক বোঝে বলুন তো? এই তো শুনুন না, তোমার নাম বলো তো!
হ্যালো স্যার, আমি পি পি পি পি।
ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার কাজের কথায় আসা যাক।
দ্যাখো বোরোত্রা, পৃথিবীর খনিজ তেলের ভাঁড়ার তলানিতে এসে ঠেকেছে। তাই তেলের বিকল্প শক্তির খোঁজে সারা বিশ্বই এখন তোলপাড়।
নদীর স্রোত, হাওয়ার বেগ, সমুদ্রের ঢেউ,
সূর্যরশ্মি হয়ে পারমানবিক শক্তি থেকেও বিজ্ঞানীরা পথ খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।
তবে অন্য এক অভিনব উপায়ে একমাত্র আমরাই এই সমস্যার সমাধান করতে চলেছি।
!!
বায়ুমণ্ডলের উপরে, মহাশূন্যে সূর্যের তাপ কতটা প্রখর তার কোনও ধারণা কি তোমার আছে?

!!
ভাবতেও পারবে না, আলোকিত অংশের তাপমাত্রা ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর আলোর উলটো দিকের তাপমাত্রা মাইনাস ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এই আলোকিত দিকের তাপমাত্রা নিয়েই আমাদের কারবার।
S.S.P.S
পৃথিবীর চারপাশে, মহাশূন্যে আমরা বেশ কিছু কৃত্রিম উপগ্রহ বসাতে চলেছি।
যেগুলো এই বিরাট তাপমাত্রা থেকে তেলের বিকল্প জ্বালানিশক্তি তৈরি করবে, আর সেই শক্তি আমরা বিক্রি করব মোটা টাকায়।
গাড়ি, কারখানা, এরোপ্লেন, জাহাজ চালানো তো বটেই, এমনকী বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও সারা বিশ্ব আমাদের কাছে এসে হাত পাতবে।
তা হলে তো হয়েই গেল!
!!
না, না, হয়নি।
এই লোকটাকে দ্যাখো দুব্যারি।
কী এমন এক আজব কল তৈরি করেছে, যাতে আরও সস্তায় তেলের বিকল্প জ্বালানি দেওয়া যায়।

আপনাদের ব্যবসা চৌপাট করার তালে আছে আর কী!
দুব্যারিকে শায়েস্তা করতে এস এস পি এস এক অভিজ্ঞ চরকে নিয়োগ করে। ছবিটা ভাল করে দ্যাখো।
আরে! একে চিনি তো! মঁসিয় লেভি, ঘাঘু লোক।
ঠিক। এ আসলে ডাব্‌ল এজেন্ট।

আমাদের হয়ে কাজ নিয়েছে, আবার দুব্যারিকেও সাহায্য করছে।
এদের খুঁজে বের করো বোরোত্রা। শেষ করে দাও।
হয়ে যাবে, ভাববেন না।
ক্লিক্

পরদিন। ইস্তানবুলের এক বাজার।
KAPALICAR GRAND BAZ
জলদি। পালাতে দিও না।
সরে যা। হ্যাট!
!!
ধুপ
ধাপ

সেরেছে! এস এস পি এস-এর গুন্ডাবাহিনী।
আমাকে দেখে ফেলেছে।
KÜRKÇÜ

দুব্যারিকে সাহায্য করার কথাটা নির্ঘাত জেনে গিয়েছে।
এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

পালিয়ে কত দূর যাবে মঁসিয় লেভি?
!!
পাখি যে নিজেই ফাঁদে পড়ল রে!

বোরোত্রা? শেষে তুমিও এস এস পি এস-এর দলে ভিড়েছ?

দমাস
প্রশ্ন করব আমি, আর উত্তর দেবে তুমি।
ওফ্!

জাহাজে নিয়ে চল।
ওর পেট থেকে কথা বের করতে হবে।
একে নিয়ে বস কী করবে?
দুব্যারির ঠিকানাটা বের করে জলে ছুড়ে ফেলে দেবে।
WALRUS

তেল দেবেন ঘনাদা

(পর্ব: ৪)

কাহিনি: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী

কেবিনে ঢোক। তোর কপালে দুঃখ আছে।
ধপ্
উঃ!

রাত বাড়তে থাকে।
বাঁধন খুলে দিচ্ছি। খাবারটা ধর।
চালাকি করলেই গুলি খাবি।

অ্যাই! ওঃ!
ধাঁই

চরবৃত্তি করে চুল পেকে গেল। আমাকে আটকে রাখবি, এতই সোজা?

গুলি চালা। বস জানলে আস্ত রাখবে না।
অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।
ট্যাটি ট্যাটি
টরররর
ঝপ্

পরদিন সকালে।
ক্যাপ্টেন, কী একটা ভাসছে ওখানে!
!!
মানুষ বলে মনে হচ্ছে।
SEA HORSE

আরও কাছে চল।
উপরে তোল জলদি।
বেঁচে যাবে মনে হয়।
EA HORSE

ভিতরে নিয়ে যাও। শুশ্রূষা করতে হবে।
SEA HORSE

এই ঘটনার বেশ কয়েক মাস পর... আমি তখন প্যারিসের বিখ্যাত রাস্তা সুঁজলিজে হয়ে মমার্তের পথে।
মঁসিয় ডস। শুনছেন, মঁসিয় ডস।
!!
মঁসিয় লেভি মনে হচ্ছে!
ঠিকই ধরেছেন।
নীচে চলুন। দরকারি কথা আছে।
Le Journal
এভাবে লুকিয়ে আছেন কেন?
ওরা ধরতে পারলে আমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।
DES DEUX MAGETS
ওরা কারা?
এস এস পি এস-এর ভাড়াটে খুনি। এই কারণেই তো আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

নিরিবিলিতে কথা বলার জন্য মঁসিয় লেভির অনুরোধে কাফের এক কোণ বেছে নিলাম।
এস এস পি এস-এর নাম শুনেছেন?
ব্যবসায়ীদের গোপন জোট, এটুকুই জানি।
ঠিকই শুনেছেন। তবে ভিতরে অন্য গল্প আছে।

এরা তেলের বদলে সৌরশক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীটাকে কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা পারে না এমন কোনও কাজ নেই।
কিন্তু তাই বলে শুধুমাত্র মুনাফা আর ক্ষমতার লোভে দুব্যারিকে তার আবিষ্কার সমেত লোপাট করে দিতে চায়?
দুব্যারি কে?
হুম, ভাল প্রশ্ন, দুব্যারি কে। তবে তার চেয়েও বড় কথা, দুব্যারি কী করছে?

দুব্যারি নিজের লাভের কথা ভাবে না। তার আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে দেবে।
দুব্যারির সংস্থার নাম ই ইউ ডব্লিউ সি...
এনার্জি আনলিমিটেড ওয়ার্ল্ড কার্টেল?

আপনি তো সবই জানেন দেখছি।
না, না, এটুকুই। বাকিটা আপনি বলুন।

দুব্যারি যা করছে তাতে নতুন এক পদ্ধতিতে অনন্ত কাল ধরে পৃথিবীতে তেলের বিকল্পশক্তির জোগান দেওয়া যাবে।
DES DEUX MAGOTS
?
!!
ঘর্‌র্‌র্‌র্‌

(পর্ব: ৫)

কাহিনি: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী

পালাও!
মঁসিয় ডস, আমি গুপ্তচর হলেও নীতিবোধগুলো ধুয়ে ফেলতে পারিনি।
তাই দুব্যারিকে খুন করে মানবসভ্যতার এত বড় ক্ষতি আমি কিছুতেই হতে দেব না।
এরা কারা?
জায়গাটা ফাঁকা কর।
ঝাঁই

এসে গিয়েছে। আর রক্ষে নেই।
আড়ালে চল শিগগির।
ইঁদুরের মতো লুকিয়ে বাঁচতে পারবে?
চর্‌র্‌র্‌র্‌
চর্‌র্‌র্‌র্‌
মঁসিয় লেভি, আমি না বলা পর্যন্ত এখান থেকে নড়বেন না।
চর্‌র্‌র্‌র্‌
লড়াইটা মুখোমুখি নিয়ে যেতে হবে।
এটা কেমন লাগে সোনার চাঁদ?
ওফ্
আগে কুংফু শেখো। তবে তো উজ্জি চালাবে।
আঃ

তেল দেবেন ঘনাদা

(পর্ব: ৬)

কাহিনি: প্রেমেন্দ্র মিত্র

ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী

গ্রেনেড ছুড়ছে। পিছনের জানলাটাই ভরসা। দৌড়োন।
ঠং
ঠক
বুম
ওঃ! এক চুলের জন্য বেঁচে গিয়েছি।
মঁসিয় লেভিকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রওনা দিলাম।
আজ থেকে দুব্যারির দায়িত্ব আমার। চলুন, আপনাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসি।
ধন্যবাদ মঁসিয় ডস।
এই ঘটনার বেশ কয়েক মাস পর হংকং-এ।
চিন
হংকং
গোঁওওওও
যাত্রীরা সিটবেল্ট বাঁধুন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কাই টাক বিমানবন্দরে নামতে চলেছি।

দুব্যারির খোঁজে প্রায় অর্ধেক পৃথিবী ঘোরা হয়ে গেল। আশা করি এবার তার দেখা মিলবে।
হংকং-এ যখন এসেই পড়েছি, তখন ওশান পার্কটা অন্তত দেখে নেওয়া যাক।
OCEAN PARK
HONG
এখানে ডলফিন আর সিল মাছের খেলা দেখে মন ভরে গেল।
হাততালি
বাঃ!
হাততালি

হাততালি
!?
এই যে মশাই! অনেকক্ষণ থেকে দেখছি, আপনি আমার পিছনে ঘুরঘুর করছেন। ব্যাপারটা কী?
হ্যাঁ, মানে ইয়ে, এখানকার লোকজনের মধ্যে আপনাকেই বেশ লম্বা দেখছি। তাই আপনার পিছনে লুকোচ্ছি।
লুকোচ্ছেন মানে? এটা কি লুকোচুরি খেলার জায়গা পেয়েছেন?
রাগ করবেন না মঁসিয়। আমার পিছনে গুন্ডা লেগেছে।
তা হলে ব্যাপারটা হংকং পুলিশকে জানান।
জানাব। তবে এখন যদি এদের নজর এড়িয়ে আমায় একটু পৌঁছে দেন, তা হলে খুব উপকার হয়।
আসুন।
TAXI

একটা লম্বা, ক্যেলে লোকের সঙ্গে পাখি উড়ে গেল।
হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। ধাওয়া করো।
কে আপনি? কোথায় থাকেন? কী করেন?
আমি? মানে, ইয়ে...
ব্যস ব্যস, মঁসিয়। অনেকটা এসে গিয়েছি। এখানেই নামিয়ে দিন আমাকে।
??
সে কী? এত সহজে পালিয়ে যাবেন মঁসিয় দুব্যারি?
!?
মুখ বন্ধ রাখুন। কেউ যেন টেরটিও না পায়! না হলে...
!?
আপনি কে? আমার নাম জানলেন কী করে?
চুপচাপ হোটেলে ঢুকুন। মনে রাখবেন, এটা বেরেটা-৪৫ রিভলভার আর পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ।
আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি? দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন।
??
আপনি আমার কোনও ক্ষতি করেননি বটে, কিন্তু এস এস পি এস নামে এক সংস্থার পাকা ধানে মই দিয়েছেন যে!

ওঃ! তা হলে তুমি ওই এস এস পি এস-এর গুন্ডা? হায় রে! এখন দেখছি জল থেকে বাঁচতে আগুনে এসে পড়লাম।
!!
হাহুতাশ করে আর লাভ কী মঁসিয় দুব্যারি?
মহাকাশের বুকে আপনার ব্ল্যাক হোল-এর উদ্ভট তত্ত্বে পৃথিবীর জ্বালানি-সংকট মিটবে বলে মনে করেন?
অথচ এস এস পি এস-এর আবিষ্কার সমাজের কতটা উন্নতি ঘটাবে ভাবুন তো!
কিন্তু এই অগ্রগতির পথে একমাত্র আপনিই বাদ সাধছেন।
থামো! এদের কাজকর্ম সমাজের উন্নতি ঘটাবে বলে তুমি ভাবো?
শুধু মুনাফার লোভে এরা অন্যের তেলের খনিতে থাবা বসায়, যুদ্ধ বাধায়!
বিশ্বের বাজারে খাদ্যের দর ঠিক রাখতে এরা টন-টন উদ্বৃত্ত ফসল সাগরে ফেলে দেয়।
অথচ সোমালিয়ার মতো আফ্রিকার হতদরিদ্র দেশগুলোর মানুষ তখন দুর্ভিক্ষে মরে।
একে তুমি অগ্রগতি বলো?
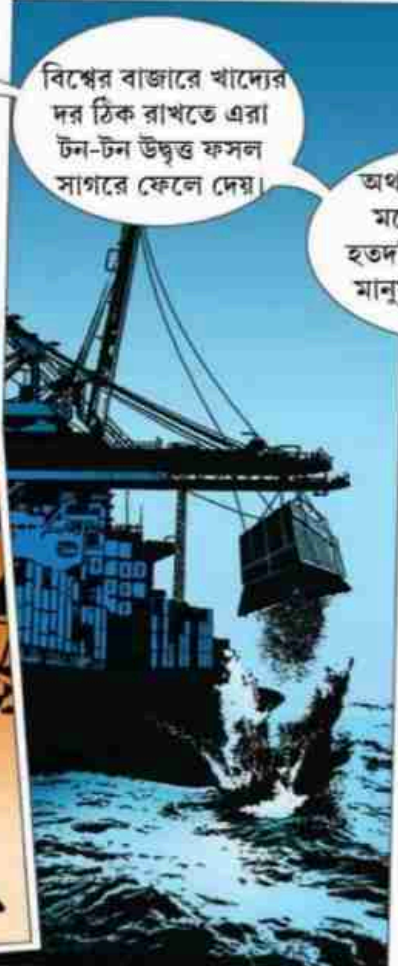
মহাকাশের বুকে ব্ল্যাক হোল আবিষ্কারের মাহাত্ম্য তোমার ওই মোটা মাথায় ঢুকবে না। তারার জন্ম-মৃত্যু রহস্যের কী বুঝবে তুমি?
যাকগে, তোমার মিশন খুন করা। নাও, মারো আমাকে!

কিন্তু, মঁসিয় লেভি যে আপনাকে রক্ষা করার ভার দিয়েছেন আমায়।
মঁসিয় লেভির কথা বলছ? কে তুমি?
অধমের নাম শ্রীমান ঘনশ্যাম দাস।

দ্যাখো কাণ্ড! আপনিই সেই বিশ্ববিখ্যাত মঁসিয় ডস?
মাফ করবেন মঁসিয় দুব্যারি। সময় ছিল না। তাই নিরাপত্তার খাতিরে আপনাকে এভাবে আনতে হল।

এস এস পি এস-এর জাল সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে।
ঠান্ডা মাথায় এদের চোখ এড়িয়ে পালাতে হবে। কিন্তু কোথায় মঁসিয় দুব্যারি?

এমন সময়..
বলব। অতি গোপন জায়গায় আমার কঠোর পরিশ্রমের সাধনা এত দিনে সফল হতে চলেছে। আপনাকে নিয়ে যাব সেখানে।
ROYAL HOTEL
আগে রক্ষীগুলোর ব্যবস্থা করো।

ROYAL HOTEL
আঃ !
দমাস
তোমাদের সঙ্গে কোনও শত্রুতা নেই।
ভিতরে ঢোক, জলদি !

ধারাবাহিক কমিক্স

(পর্ব: ৮)

কাহিনি: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী

আমাদের দোষ নেই বস। ওই কেলেটাই যত নষ্টের গোড়া।
দেশে-দেশে তেলের জন্য হানাহানির দিন শেষ হল বলে। শুধু আর ক'টা দিন আমাকে একটু সাহায্য করুন।
!?
!!
বিকল্পশক্তির উৎপাদন শুরু না করে থামব না। কেউ আটকাতে পারবে না আমাকে! কেউ না...
চুলোয় যা!
দুম
হাঃ হাঃ! মঁসিয় ডস। বোরোত্রা আপনার চালাকি বোঝার আগেই আমরা ওর নাগালের বাইরে।
হ্যাঁ, সব সময় কী আর মারধর করে কাজ হয়? তার চেয়ে বুদ্ধির জোর অনেক বেশি।
গোঁওওওও

এশিয়া পার করে আবার ইউরোপ। দুব্যারির সঙ্গে পাড়ি দিলাম তার গোপন ডেরায়।
আমরা প্যারিসে নেমে গাড়ি ধরব। বাকি রাস্তার জন্য অন্য ব্যবস্থা।
তার মানে রাস্তা এতটাই দুর্গম যে, গাড়িও যেতে পারবে না?
দেখতেই পাবেন, চলুন না।
যদি কিছু মনে না করেন তা হলে জানতে চাই, কী এমন গবেষণা করেন, যার জন্যে এতটা গোপনীয়তার দরকার হয়?
সে কথা বলতেই তো আপনাকে নিয়ে আসা। দেখুন মঁসিয় ডস, এই মহাবিশ্বের অসীম রহস্য জানার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। সৃষ্টির গোড়ায় যে কী ছিল, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত।
তবে বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামোর তত্ত্বের নিরিখে আজ এমন একটা সময়ের কথা বলব, যা সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত।
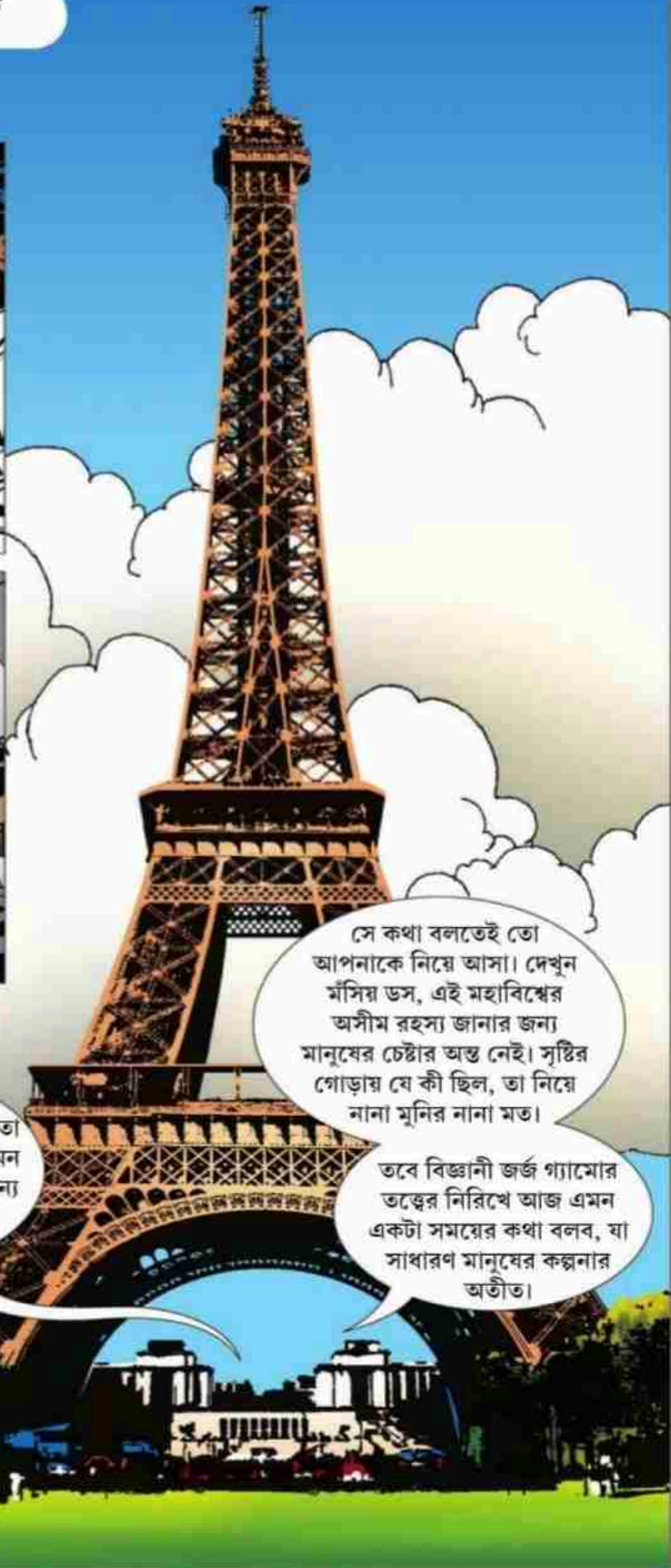
PATISSERIE
Le Café Special
সুদূর অতীতে মহাশূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বস্তু, পদার্থ কোনও কিছুই আলাদা করে ছিল না।
আশ্চর্য তো!
শূন্যের মাঝখানে হঠাৎই সেখানে ঘটে এক মহা বিস্ফোরণ।
বিজ্ঞানী গ্যামোর এই তত্ত্ব আজ 'বিগ ব্যাং' তত্ত্ব হিসেবে জগতে পরিচিত।
তখন সেই আদিম বিশ্ব ছিল নানা রকমের গ্যাস আর ধুলোর মতো মহাজাগতিক কণায় মোড়া।
ক্রমশ এই ভাসমান গ্যাস আর কণারা একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে বিরাট গোল বলের আকার ধারণ করতে থাকে। বলের কেন্দ্র গ্যাসের ঘর্ষণে ক্রমশ তেতে ওঠে।
আর এই তাপ বাড়তে-বাড়তে এক কোটি সেলসিয়াসে পৌঁছতেই শুরু হয়ে যায় পারমানবিক বিস্ফোরণ বা নিউক্লিয়ার ফিউশন। এভাবেই উজ্জ্বল আলোর বিকিরণ ছড়িয়ে জন্ম নেয় নক্ষত্র।

তেল দেবেন ঘনাদা

(পর্ব: ৯)

কাহিনি: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী

মহাবিশ্ব তো সৃষ্টি হল। নক্ষত্রও জ্বলে উঠল। কিন্তু এরা তো আর অনন্ত কাল ধরে এরকম ভাবে জ্বলবে না।

সব সৃষ্টিরই বিনাশ আছে। আমাদের সূর্যও জ্বলতে-জ্বলতে একদিন না-একদিন নিভে যাবে।

আসলে যার ভিতরে জ্বালানিশক্তি যত বেশি, সে তত বেশিদিন বাঁচে।

জ্বালানিশক্তি ফুরিয়ে এলেই তারারা ক্রমশ নিজেদের মধ্যে কুঁকড়ে যেতে থাকে। যত কুঁকড়োয় ততই তার ভিতরের তাপ বাড়তে থাকে, আর বাইরেটা ক্রমাগত ফুলে ওঠে।

ফুলতে-ফুলতে হয়তো বা নিজের আসল শরীরের একশো গুণ বেড়ে গনগনে লাল হয়ে আকাশে জ্বলতে থাকে। এদেরই 'রেড জায়ান্ট' তারা বলা হয়।

শেষে এই বিপুল তাপমাত্রা এক প্রবল বিস্ফোরণে টুকরো করে দেয় তারাটাকে। নক্ষত্রের এই বিস্ফোরণকেই বলা হয় সুপারনোভা।

তা হলে আমাদের সূর্যও তো একদিন এভাবেই চুরমার হয়ে যাবে।
না না, সব তারা একই ভাবে শেষ হয় না। সূর্য বা তার চেয়ে কম ভরের তারাদের মৃত্যু হয় শান্ত ভাবে।
!!

ঠান্ডা হতে-হতে এরা প্রথমে 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ' বা 'শ্বেত বামন' তারায় পরিণত হয়। তারপর এক সময় গুটিয়ে শক্ত, জমাট একটা বস্তুপিণ্ড হয়ে যায়।
এবার আমাদের বাহন পালটাতে হবে।
বঁ জুর মঁসিয় দুব্যারি ঘোড়া তৈরি আছে।
ম্যারসি মঁসিয়।

কিন্তু মহাকাশের ব্ল্যাক হোল?
সে কথাতেই তো আসছি। আসলে আমার গবেষণার সঙ্গে তারার মৃত্যুর একটা গভীর সম্পর্ক আছে।

সূর্যের তুলনায় অনেক বড় তারা। মৃত্যুকালে যদি বিস্ফোরিত না হয়, তা হলে কুঁকড়ে যেতে-যেতে এক সময় কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাক হোল-এ পরিণত হয়।
এই ক্ষুদ্র গহ্বরের আর্কষণশক্তি অসীম। নাগালের মধ্যে পেলে, দৈত্যাকার নক্ষত্র বা মহাজাগতিক সব কিছুই এরা গিলে খায়। এমনকী, আলোও এর কবল থেকে রক্ষা পায় না। কোথায় যে যায়, কেউ জানে না।
!!

আমরা কি এসে গিয়েছি?
ঠিকই ধরেছেন। পাহাড়ের ফাঁকে লুকনো এই মানমন্দিরই হল আমার গবেষণার জায়গা।
এখান থেকেই আমাদের ছায়াপথে একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র কৃষ্ণ গহ্বরের সন্ধান আমি পেয়েছি। এই সর্বভুক ছোট্ট ব্ল্যাক হোলটিই হল আমার বিকল্পজ্বালানি সরবরাহের ভাঁড়ার।
আচ্ছা, বস্তুতে আলো প্রতিফলিত হলে তবেই আমরা তাকে দেখতে পাই। কিন্তু যে জিনিস আলো শোষণ করে নিচ্ছে, তাকে আপনি মহাকাশে চিহ্নিত করছেন কীভাবে?
অসাধারণ প্রশ্ন। আসুন, তা হলে আপনাকে দেখাই।
বঁ সোয়া, মঁসিয়ে দুব্যারি।
বঁ সোয়া।
UWC
অন্ধকারে ব্ল্যাক হোল খুঁজে পাওয়াটা সত্যিই সহজ নয়।
কিন্তু মহাকাশে নক্ষত্রের বেচাল গতিবিধি বা তারার শুষে নেওয়া অংশ দেখে বিজ্ঞানীরা কৃষ্ণ গহ্বরের অস্তিত্ব টের পান।

কম্পিউটারে দেখুন, ব্ল্যাক হোল কীভাবে একটা আস্ত নক্ষত্র গিলে নিচ্ছে। তারার ভেঙে নেওয়া অংশ এভাবেই চরকিপাক খেতে-খেতে ব্ল্যাক হোলের অতলে তলিয়ে যায়।

তা হলে এই ভয়ংকর গহ্বর থেকে বিকল্পশক্তি নেবেন কীভাবে?
এর কাছে যাওয়া মানেই তো মৃত্যুকে ডেকে আনা।
না না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

বিকল্পশক্তি নিতে কৃষ্ণ গহ্বরের কাছে যাওয়ার কোনও দরকার পড়ে না। তা ছাড়া আলোকবর্ষ দূরত্ব পেরিয়ে কোনও মহাকাশযানের সেখানে পৌঁছনো সম্ভব নয়।
তা হলে?

আসলে কৃষ্ণ গহ্বর সব কিছু গিলে ফেললেও কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিরিখে এক্স রে-র মতো কিছু-কিছু রশ্মি ও তরঙ্গ বিকিরণও করে।

এরকমই এক বিশেষ ধরনের তরঙ্গ হল আমার আবিষ্কার।
তা ছাড়া এই তরঙ্গ ধরতে একটা সংবেদী গ্রাহকযন্ত্রও আমাকে তৈরি করতে হয়েছে।
এই যন্ত্রের মাধ্যমে তরঙ্গ আহরণ করে তা তরলে পরিবর্তন করলেই জ্বালানি সমস্যার সমাধান হবে।
অভাবনীয়!

পরদিন...
এবার ফিরতে হবে। প্রয়োজনে আবার আমাকে পাশে পাবেন।
আমার সই-করা এই নোটবইটা রাখুন। এ দিয়ে আপনার খুশিমতো বিকল্পশক্তি বন্ধুদের উপহার দিতে পারবেন।

হারিয়ে গেলে ক্ষতি নেই, সাদা কাগজে লিখে সই করে দিলেও হবে। শুধু একটা রেভিনিউ স্ট্যাম্প লাগিয়ে দেবেন।
ধন্যবাদ।

তেল দেবেন ঘনাদা

কাহিনি: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী

(পর্ব: ১০)

ঘনাদা আবার তাঁর গল্প শুরু করলেন।
ট্রাফিক জ্যাম নাকি?
নেহি সাহাব। ক্রসিং মে অটকে হ্যায়। থোড়া সা ওয়াক্ত লাগেগা।
বিপ্‌ বিপ্‌
এবার ব্যাটাকে পেলে আর ছাড়বি না। প্লেনসুদ্ধ বুম্‌! হি হি হি!
বাস্ক ভাষা??
এই ভাষায় এ ধরনের কথা একজনই বলতে পারে। বোরোত্রা! কলকাতায়?
ওই ন্যানো গাড়িটাকে ফলো করুন।
জি সাহাব।
পুরা কলকাত্তা ঘুমতা হ্যায় সাহাব।
ঘুরপাক খাচ্ছে যাতে কেউ না ধাওয়া করতে পারে। কিন্তু চলল কোথায়?

সাহাব, উয়ো এয়ারপোর্টকে তরফ জাতা হ্যায়।
প্লেন ধরবে? কিন্তু এখানে কেন এসেছে?
NETAJI SU ... ANDRA BOSE INTERNATIONAL AIRPORT
বোরোত্রার কাজ তো দুব্যারির ক্ষতি করা। তবে কি দুব্যারিও কলকাতায়? সর্বনাশ!
আশা করি খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি।
এদিকে, এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে...
প্লেন ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই।
মঁসিয় ডসের সঙ্গে এবার আর দেখা হল না।
মঁসিয় দুব্যারি।
আরে, কী আশ্চর্য! আপনার কথাই ভাবছিলাম।
আমায় না জানিয়ে আপনার এখানে আসাটা ঠিক হয়নি।
প্রয়োজনীয় কিছু টুকিটাকি বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম কিনতেই এখানে আসা। বড় শহরে যেতে আপনিই নিষেধ করেছেন, তাই ভাবলাম...
যাই হোক, এই প্লেনে আপনার যাওয়া চলবে না।
বোরোত্রা ধাওয়া করেছে।
চার্টার্ড প্লেনে ঘুরপথে দেশে পালান। বোরোত্রার ব্যবস্থা আমি করছি।
বিদায় মঁসিয় ডস। আবার দেখা হবে।
এবার বাছাধন বোরোত্রা, মজাটা দ্যাখো!

এদিকে বোরোত্রা...
আশ্চর্য! প্লেনের সময় হয়ে এল, অথচ দুব্যারিকে খুঁজেই পাচ্ছি না।
বোর্ডিং পাসও কি নিয়েছে? আমার যে আর তর সইছে না রে!
দাঁড়া, দাঁড়া। অত ব্যস্ত হলে চলে? তারগুলো ঠিকঠাক লাগাতে হবে তো।
তার পরেই, দুম! হি হি হি!
এমন সময়...
সিনর বোরোত্রা। নিরাপত্তার কারণে আপনার জিনিসপত্র তল্লাশি করা হবে!
কিন্তু নিয়মমাফিক তল্লাশি যে আগেই করা হয়ে গিয়েছে।
দুঃখিত। খবর আছে, আপনি বিস্ফোরক নিয়ে যাচ্ছেন।
আমি দেশে-দেশে ভেনট্রিলোকুইজ়মের খেলা দেখিয়ে বেড়াই। আমার ব্যাগে বিস্ফোরক? পাগলের প্রলাপ!
ব্যাগে নেই, আছে পেটে। বোমা পাবে পেট কেটে।
আরে! পুতুলটা নিজে থেকে কথা বলছে কী করে?
সাবধানে!
দাঁড়ান। এখানে নিশ্চয়ই আর-একজন ভেনট্রিলোকুইস্ট আছে। ব্যাটা আমাকে ফাঁসাবে বলেই এসব করছে।

তেল দেবেন ঘনাদা

কাহিনি: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী

(পর্ব: ১১)
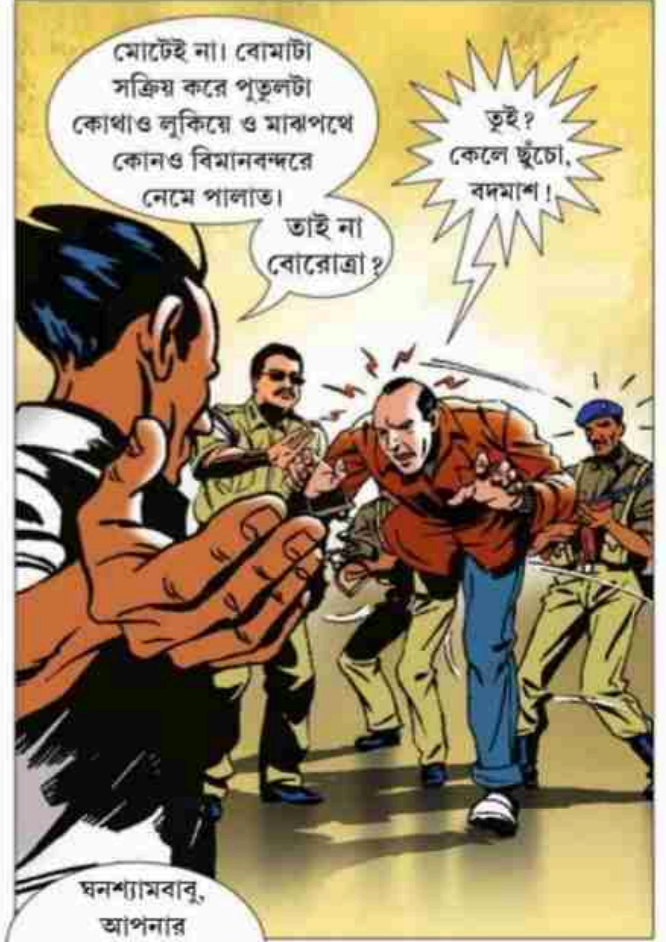
এই গল্পের শেষটুকু পরে পল্টুবাবুর গাড়ির ড্রাইভারজির কাছ থেকে শোনা!
ট্রা লা লা লা। চলিয়ে ড্রাইভারজি। আজ পুরা খাজানা মেরে জেব মে।
তবতো মেরা ভাড়া দে দিজিয়ে সরকার।

বিল?
চিকেন দো-পেঁয়াজি, মাটন কষা, রোস্ট! এর মানে কী?
দিনভর ঘুমনেকে বাদ উয়ো সাহাবকো ভুখ লাগীথী।

হামসে রুপায়া লেকে উনহো নে নাস্তা কিয়া আউর বিল দেকে আপসে রুপয়া ওয়াপস লেনেকো কাহা।

গাড়ি রোকো!
অ্যাও! যেখানে-সেখানে গাড়ি পার্কিং? কেস দুবো।
ক্যাঁঅ্যাঁঅ্যাঁচচচ

মানে কী? আমারই খাবে, আমারই গাড়ি চড়ে তেলের শ্রাদ্ধ করবে, আবার আমাকেই গুল মারবে?

নিকুচি করেছে ব্ল্যাক হোল আর রেভিনিউ স্ট্যাম্প।

!?
আবার থুতু দিয়ে সেঁটেছে। গজ,গজ,গজ,গজ।
হুসস্‌সস্‌স

(সমাপ্ত)

নুড়ি
৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়িতে শিশির, শিবু, গৌর আর সুধীরের সঙ্গে বহালতবিয়তে রাজত্ব করছেন আমাদের সকলের প্রিয় ঘনাদা। পুরো নাম ঘনশ্যাম দাস। তবে আন্তর্জাতিক মহলে তিনি ডস নামেই পরিচিত। বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান, মুশকিলআসান, এই আশ্চর্য মানুষটিকে নিয়েই এবারের গল্প-
কাহিনী: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী
দুম
টিসুম
ওয়াফ!

৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়িতে শিশির, শিবু, গৌর আর সুধীরের সঙ্গে বহালতবিয়তে রাজত্ব করছেন আমাদের সকলের প্রিয় ঘনাদা। পুরো নাম ঘনশ্যাম দাস। তবে আন্তর্জাতিক মহলে তিনি ডস নামেই পরিচিত। বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান, মুশকিলআসান, এই আশ্চর্য মানুষটিকে নিয়েই এবারের গল্প-
নুড়ি
কাহিনী: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী
আচ্ছা ঘনাদা, আপনার এত যে নামডাক, কত দেশ ঘুরেছেন, কত কী করেছেন - ওয়েট লিফটিং করেছেন কখনও?
ওয়েট লিফটিং? না, সেরকম কিছু করিনি। তবে হ্যাঁ! একবার এইটুকু একটা নুড়ি পাথর তুলেছিলাম।

অ্যাঁঃ! নুড়ি?
হ্যাঁ! মিকিউ দ্বীপটা তাতেইতো ফেটে চৌচির হয়ে ডুবে গেল।

গল্পের লোভে আমরা ঘনাদাকে চেপে ধরি।
বলেন কী? নুড়ি তুলে একটা আস্ত দ্বীপ ফাটিয়ে ফেললেন? কী হয়েছিল বলুন না ঘনাদা।
হ্যাঁ! হ্যাঁ! বলুন প্লিজ।

শুনবে? শোনো তাহলে।
বেশ কিছুদিন আগের কথা। নিউজিল্যান্ডের উত্তরে আর অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব কোনে, ইংরাজি ওয়াই-এর মতো দেখতে যে দ্বীপপুঞ্জটা রয়েছে তার নাম নিউ হেব্রাইডিজ।
মালো
এফাটি
এরোমাঙ্গো
টান্না
আনিওয়া
অ্যানাটোম
ওয়াই-এর তিনটে হাতা যেখানে এসে মিলেছে, সেখানকার এফাটা দ্বীপটাই ছিল এ দেশের রাজধানী।

এফাটায় দুটো বন্দর। ভিলা আর হাভানা। এই ভিলা বন্দরেই ঘটনার সূত্রপাত।
চন্দন কাঠের ব্যবসা করতে এদেশে আসা।
কপালে কী আছে, কে জানে!

আগে, থাকার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

হোটেল? না মশাই এখানে কোন হোটেল নেই। তবে জেলে বস্তিতে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। ওরা ঘর-টর ভাড়া দেয় শুনেছি।
ধন্যবাদ।

ঘরতো আমার বাড়ীতে খালিই পড়ে আছে। তবে ভাড়াটা একটু বেশি পড়বে।
সে না হয় দেওয়া যাবে। আগেতো দেখি।

এই আমার ঘর সাহেব।
বাঃ! দিব্বি জায়গা।

আরামের ব্যবস্থাও ভালোই রেখেছো দেখছি।
কোন কিছু দরকার পড়লে বলবেন।

কয়েকদিন পর এক সরকারি অফিসে
আসতে পারি?
আসুন মিঃ ডস।
চন্দন গাছ কাটার জন্যে আপনি যে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন, সেটা ভালো করে দেখেছি।

এতো সময় লাগছে কেন? ব্যবসার অনুমতি কী পাওয়া যাবে না?
না না, তা নয়। আসলে এই দেশটা বৃটিশ আর ফরাসি সরকারের যৌথ শাসনে চলে। আপনার ফাইল এখন ফরাসি সরকারের দপ্তরে গেছে। সময়তো একটু লাগবেই।
LICENCE DEPARTMENT

মুশকিল! লাইসেন্স দিতে আরও কতদিন ঘোরাবে কে জানে!

ঘরে ফিরে।
আরে! বাড়ির সামনে এতো ভিড় জমেছে কেন?
একি! আমার জিনিসপত্র বাইরে ফেললো কে?

ওপরে যাবেন না সাহেব। আপনার ঘরে গুন্ডা ঢুকেছে।
গুণ্ডা? সরোতো দেখি।

তুমি কে হে? না বলে-কয়ে হুট্ করে ঢুকে পড়েছো?
?

তুই কে রে, কেলে নিগার?

বাপরে!
গুণ্ডাটা
ক্ষেপেছে।

বাঃ! আমার ঘরে
ঢুকে আমাকেই
চোখ পাকাচ্ছো!
তোর ঘর
তার প্রমাণ কী?
প্রমাণ আমার
জিনিসপত্র।

সেগুলোতো দেখছি
বাইরে ফেলে
দিয়েছো।

তাহলে তুইও
মানে মানে
কেটে পড় দেখি।
তা বললে
কী চলে সাহেব!

বরং এই যে তোমার
ব্যাগ-পত্তর, আবর্জনা-
এগুলোই বাইরে যাক।
এ্যাই!

বাপ্‌রে!
ঘরে ধুন্দুমার কান্ড
চলছে।

এ ঘটনায় সাহেবতো রেগেই আগুন!
হতভাগা!
কেলে, পাজি, ছুঁচো।
আজ তোকে
মেরেই ফেলবো।
চেষ্টা করেই
দ্যাখো না।

কারাটের প্যাঁচে গুণ্ডাটা কাবু হয়ে পড়ল।
ইয়্যায়্যায়্যাহ্
টিস্যুম
ওয়াফ্!

বক্সিং-এর একটা আপারকাটে সে সচাপটে পড়ল ঘরের এক কোনে।
ধপাস
আশা করি এতেই শিক্ষা হবে।
টিস্যুম
হোঁক!

মার খেয়ে সাহেবের বুদ্ধি খোলে।
তুমি কী জাপানি? উঁহুঃ, জাপানিদেরতো এরকম দেখতে হয় না।
না, ভারতীয়। বাঙালি। বাংলার নাম শুনেছো কখনও?

তা আবার শুনিনি? হেঁ হেঁ! রবীন্‌দ্রা নাত্ তাগোরের সঙ্গে আমার খুব খাতির।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! তাঁর সাথে আলাপ হল কী ভাবে?

না, মানে ঠিক আলাপ নয়। প্যারিসের কাগজে তার ছবি দেখেছি।
!?

দ্যাখো সাহেব, ও সব চালাকি রেখে এবার তুমি পালাও দেখি। যাও বলছি!

যাবোটা কোথায়? এ পোড়া দেশে কি একটাও হোটেল আছে?
জেলেদের ঘরেও জায়গা নেই। তবে কি গাছতলায় থাকব?
কথাটা আগে বললেই হত। এ ঘরে আমাদের দু'জনেরই হেসেখেলে জায়গা হয়ে যাবে।

তোমার, তোমার তুলনা নেই, মঁসিয় -
দাস, অধমের নাম শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস।
আর আমি মঁসিয় পেত্রা।

এরপর থেকে মঁসিয় পেত্রার সঙ্গে আমার ভারী ভাব জমে গেল।
চন্দন কাঠের ধান্দা ছাড় মঁসিয় ডস। এ দ্বীপের আসল জিনিস হল গন্ধক। চলো একসাথে এই ব্যবসা শুরু করি।
আগে তো গন্ধকের খনি খুঁজে বার কর। তারপর দেখা যাবে।

মঁসিয় পেত্রা ছিল আমার মতোই ভবঘুরে ভাগ্যান্বেষী। হঠাৎ একদিন সে চলে যাবে ঠিক করল।
চলি। বাকি দ্বীপগুলো দেখা এখনও বাকি। গন্ধকের খনি কোথাও না কোথাও ঠিক পেয়ে যাবো।
সেকী!

দরাজ মনের মানুষ ছিল মঁসিয় পেত্রা। ওকে ভোলা যায় না।

ব্যবসায় ক্রমশ চাপ বাড়তে শুরু করল।
!!
দেখো! বেহিসেবি গাছ কেটে ফিজি দ্বীপ উজাড় করে, এরা এখন আনিওয়া দ্বীপে হানা দিয়েছে।
ক্যার্‌র্‌র্

দ্বীপের ওপাশটায় ঘন জঙ্গল। আদিবাসীদের বাস। ওদিকটায় একবার দেখা যেতে পারে সাহেব।
চল, দেখি!

সমুদ্রের তীর বরাবর যাওয়াই ভালো। তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে।

কিন্তু আদিবাসীদের অভ্যর্থনা মোটেই সুখকর হল না।
!?
সেরেছে! এই শান্ত পলিনেশিয়ান মানুষরা হঠাৎ খেপে উঠল কেন?

আদিবাসীদের ভাষায় কথা বলতেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল।
কী ব্যাপার সর্দার? সকলে আমাদের দেখে এতো রেগে গেল কেন?
রাগ না সাহেব। আমদের খুব ভয় লেগিছে।

ভয়? কিসের ভয়?
ভুত, সাহেব! ইয়াঃ দানো।
শান্ত হও সর্দার। আমায় খুলে বল।

ওই দেখো সাহেব, দূরে ঐ দ্বীপটা? ঐখানে দত্যিটা বাসা নিয়েছে। ওখান থিকে হামেসাই ধোঁয়া বেরোয়।

!!

সেদিন ওরা ওখানে পাখিদের নোংরা তুলতে গিয়েছিল।

দানোটা ওদের দিকে ইয়া বড় একটা পাথর ছুঁড়েছে।

বুঝেছি, গুয়ানো সার নিতেই তোমরা ওখানে যাও।

নাহ্! ব্যাপারটা না দেখলেই নয়।

দেখা যাক, কত বড় দানো এসেছে এ তল্লাটে। সর্দার, এই ডিঙিটা নিয়ে একটু বেরোচ্ছি।
ওরেবাবা! যেও না সাহেব, ভুতে খাবে।
সাহেবটা পাগলা! বেঘোরে মরবে।

খাড়া পাহাড়ের একটা ছোট্ট পাথুরে দ্বীপ। সমুদ্র থেকে সোজা উঠেছে।
কী জানি! কী রহস্য ওখানে লুকিয়ে আছে।

পিটন আর ক্যারাবিনার সঙ্গেই আছে। নিচে থেকে বিলেয়িং করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।

কপাল ভালো, পাহাড়ের এই দিকে খাঁজ বেশি। না হলে রাতের অন্ধকারে ওপরে ওঠার ঝুঁকি নিতাম না।
আফ্! প্রায় এসে গেছি।

পাহাড়ের ওপরে উঠে, চাঁদের আলোয় চোখ জুড়িয়ে গেল।
আরে! ওপরটা টেবিলের মতো সমতল। বর্ষার জল জমে হ্রদ তৈরী হয়েছে।
মনে হয় এটা কোন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ, তাই জল ফুটছে। এগুলোকেই বোধহয় ক্রেটার লেক বলে।

হঠাৎ জলের মধ্যে থেকে উঠে আসা একটা বিকট মূর্তি দেখে হাড় হিম হয়ে গেল।
আরে! ওটা কি?

মূর্তিটা টলতে টলতে হ্রদের পাশেই এক গুহায় ঢুকল।
এটাই কি তাহলে দানো? যেটা দেখে আদিবাসীরা এত ভয় পেয়েছে? নাহ্! এই রহস্যের শেষ দেখতেই হবে।

গুহার ভেতরে ঘন অন্ধকার।
টর্চ জ্বাললে আবার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে না তো! ছুরিটা বাগিয়ে এগোনো যাক।

খানিকটা ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম।
একি! আসবাবপত্র! কফি! এখানেতো সভ্য মানুষের বাস আছে দেখছি।

হঠাৎ!
বন্দুক চালাচ্ছে।
দুম
একি! মঁসিয় পেত্রা?
হ্যাঁ, আপাতত তোমার বন্দী।

তুমি এখানে?
সে অনেক ঘটনা! গন্ধক খুঁজতে গিয়ে এখানে এসে সাত রাজার ধন পেয়েছি।
কিন্তু, ওই অদ্ভুত জীবটা, যেটাকে দেখলাম?

!?
অন্ধকারে যেটা অদ্ভুত জীব মনে হয়েছে সেটা আসলে ডুবুরির পোষাক।
কাল সকালে হ্রদের জল ঠান্ডা হলে তোমাকে দেখাবো।

পরদিন।
পোষাকটা পুরানো আমলের, তবে সামান্য রদ-বদল করে এতে স্পিকিং টিউব লাগিয়ে নিয়েছি। জলের নিচে কথা বলা যাবে।
কিন্তু, গাঁইতি নিলে কেন?
চলোনা, দেখতেই পাবে।

হ্রদের গভীরে।
আরেব্বাস!
এ যে সত্যিই
সাত রাজার ধন,
হীরের খনি।

আশা করি স্মৃতি হিসাবে ছোট্ট একটা হীরে নিলে, মঁসিয় পেত্রা কিছু মনে করবে না।

কিন্তু গাঁইতির জোর আঘাতে বিপর্যয় ঘটে গেল।
শিগ্‌গির পালিয়ে চল। উঠে এসো বলছি!
আরে! পাথরের এদিকটা ধসে বড় একটা গর্ত বেরিয়ে পড়েছে, আর হ্রদের জল হু হু করে গর্তে ঢুকছে।

মঁসিয় পেত্রা এ ঘটনায় দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল।
সর্বনাশ করেছ। হায় হায়! আমার সাত রাজার ধন - সব গেল।
ব্যাপার কী? তুমি এই রকম করছ কেন?

কী হয়েছে না বললে আমি তোমার সঙ্গে এক পা'ও যাব না।
কী হয়েছে? এটা যে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি সে খেয়াল আছে?
তাতে কী হল?

কী মুশকিল! আগ্নেয়গিরির মধ্যে জ্বলন্ত লাভা আছে আর পুরো হ্রদের জল সেই লাভার ওপর পড়লে যে বিপুল পরিমাণে বাষ্প হবে তা বেরোবে কোন পথে? রাস্তা না পেলে যে পাহাড় ফাটিয়ে বেরোবে সেটা বুঝতে পারছ না? ।

!!
সর্বনাশ!
পালিয়ে চল মঁসিয় পেত্রা, তাড়তাড়ি।

মঁসিয় পেত্রার আশঙ্কাই সঠিক হল। পাহাড়টা ভয়ানকভাবে দুলে উঠতেই আমরা প্রাণপণ দৌড় লাগালাম।
গুড় গুড় গুড় গুড়
ধুপ
ভুমিকম্প!
এদিক দিয়ে এসো। এরকম হতে পারে ভেবেই পালাবার রাস্তা তৈরী করে রেখেছিলাম।

এখানে একটা মোটর বোট লুকানো আছে। উঠে পড়। জলদি!

হায়! হায়! আমার এত দিনের পরিশ্রম, সব মাটি করে দিলে।
আমি কী ইচ্ছে করে করেছি? নাকে কান্না থামিয়ে ফুল স্পিডে চালাও। পাহাড়টা ফাটল বলে।

পাহাড় ফেটে যেতেই প্রকৃতি যেন খেপে উঠে সব লন্ডভন্ড করে দিল।
বুম
!!!!!!!!!

বাঁচাও!
বাঁচাও!
সুনামি!
!!

পরদিন।
বর্‌র্‌র্‌
হ্যালো কন্ট্রোল, ডি এফ থ্রি বলছি। জলের মধ্যে আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে। ভয়াবহ অবস্থা। নিচে ভাঙা বোট ধরে দু'জন মানুষ ভেসে আছে। ওভার।
টহলদার হেলিকপ্টার! মনে হয় এযাত্রা বেঁচে গেলাম।
ওহ্‌।

কন্ট্রোল বলছি। ওদের উদ্ধার করার চেষ্টা কর, ডি এফ থ্রি। ওভার।
বর্‌র্‌র্‌

চর্‌র্‌র্‌
সাবধানে তোল। এরা আহত, অসুস্থ।

বর্‌র্‌র্‌
জাহাজের ডাক্তার আপনাদের শুশ্রুষা করবে। সুস্থ হলে কাছাকাছি কোন বন্দরে নামিয়ে দেব। দেশে ফিরবেন।

ঘনাদা তাঁর গল্প শেষ করলেন।
এরপর মঁসিয় পেত্রাকে তাঁর দেশের জাহাজে তুলে দিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরতে আর কোন অসুবিধা হয়নি।
আচ্ছা ঘনাদা, ওই ছোট্ট নুড়ি মানে হীরেটাও নিশ্চয়ই সঙ্গে এনেছেন।
হ্যাঁ, হ্যাঁ! হীরেটা একটু দেখান না ঘনাদা···
ও ঘনাদা···
হুঁঃ!

সমাপ্ত

সম্পূর্ণ রঙিন ঘনাদা কমিক্স
পোকা
গল্প : প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি : শুভ্র চক্রবর্তী
আনন্দনগরী কলকাতা। তিনশো বছর ধরে একটু-একটু করে গড়ে উঠেছে। এই শহরের অলিতেগলিতে ছড়িয়ে থাকা অজস্র কাহিনির মধ্য দিয়ে যদি এগিয়ে যাওয়া যায়, তা হলে পৌঁছে যাওয়া যাবে অখ্যাত সেই ৭২ নং বনমালী নস্কর লেনে। এই মেসবাড়িতেই আমাদের আস্তানা। এখানে থাকেন এক স্বনামধন্য মানুষ, ঘনাদা। পুরো নাম, ঘনশ্যাম দাস। লম্বা, হাড় বের করা চেহারা আর বাজখাঁই গলার ঘনাদা নাকি আন্তর্জাতিক মহলে 'ডস' নামেই পরিচিত। কে না চেনেন তাঁকে? কোথায়ই বা যান না তিনি? রুজভেল্ট থেকে চেম্বারলিন, সিপাই মিউটিনি থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—ঘনাদার কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি আমাদের তাক লাগিয়ে দেয়।

একদিন বিকেলে...
যাই বলো শিশির, ঘনাদাকে জব্দ করা সহজ কথা নয়!
তোমার সঙ্গে আমিও একমত, গোরা।

ঘনাদাকে একা ফেলে সকলে পালালে কেমন হয়?
কী বুদ্ধি! তুমি একাই যাও না সুধীর, গাছতলায় থাকবে!

আর কচিকচি ঘাস খাবে! হ্যা হ্যা হ্যা!
শাটআপ শিবু!

হাঁটাপথে পৌঁছলাম নিজেদের ডেরায়।
!

আরে, ঘনাদা! কখন এলেন?
অনেকক্ষণ! তোমাদেরই পাত্তা নেই!
আপনিও তো তিন দিন ডুব দিয়েছিলেন।
কোথাও গিয়েছিলেন বুঝি?
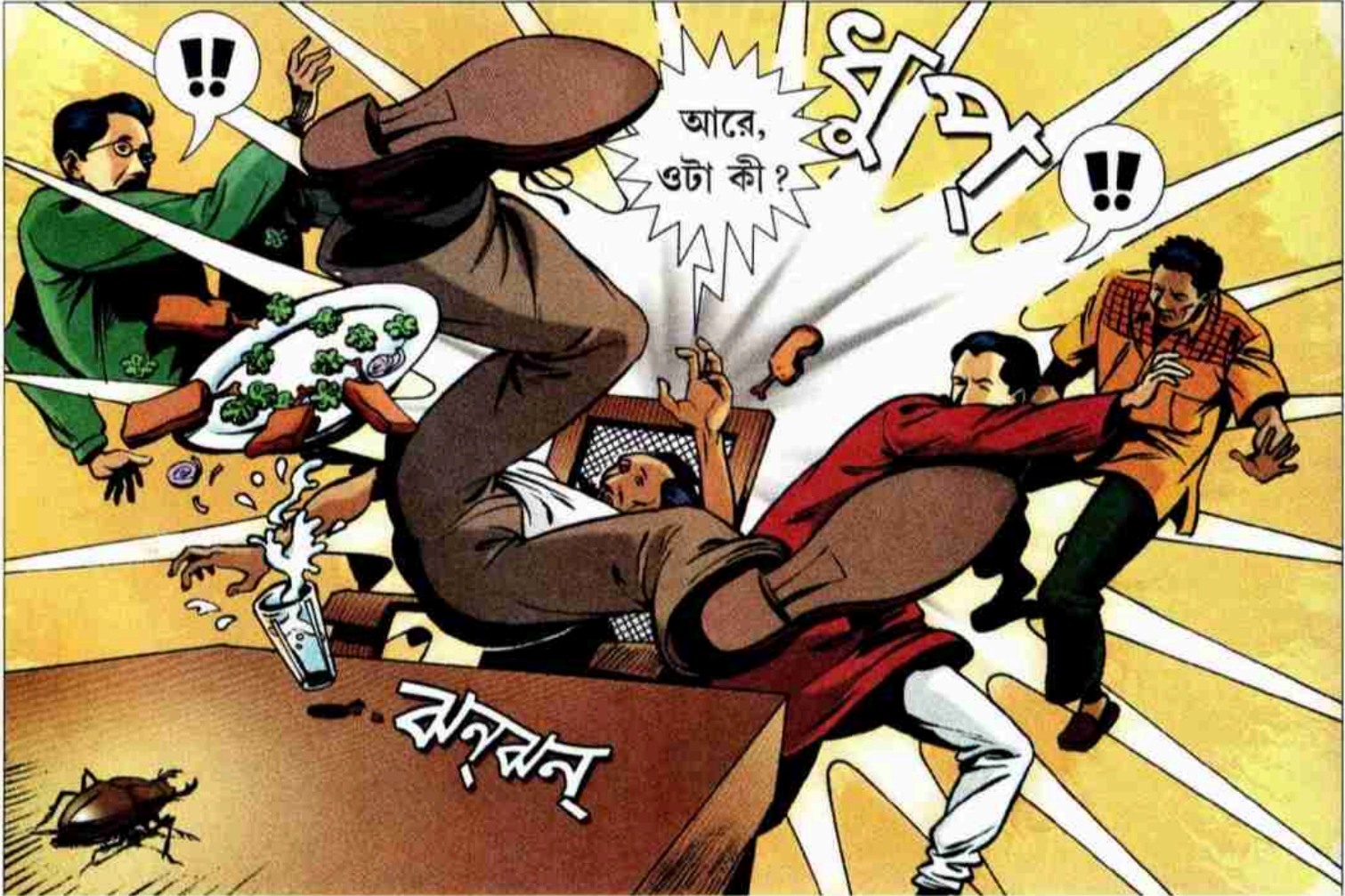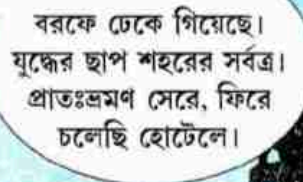
অতলান্তিকে নতুন কোনও সুনামি দমন করে ফিরলেন, তাই না?
ঘনাদা কি মিসিং লিঙ্কের খোঁজে মাঞ্চুরিয়ায় গিয়েছিলেন?
ঘনাদা, আজ আড্ডায় আপনার জন্য স্পেশ্যাল কাটলেট।

গরম-গরম খেয়ে নিন!

কোথায় গিয়েছিলেন বললেন না তো?
এই একটু...

!!
আরে, ওটা কী?
ধুপ্
!!
ঝনঝন্

এটা তো সামান্য একটা গুবরে পোকা!
এই দেখে ঘনাদার এত ভয়!
হা হা হা! বিশ্ববিখ্যাত ঘনাদা শেষে গুবরে পোকায় কাত?
BAM
চোপরাও! আমি পোকা দেখে ভয় পেয়েছি, তাই না?
একটা পোকার পিছনে আট হাজার মাইল কখনও ছুটে বেড়িয়েছ?
!
তিন হাজার টন মরা পোকা নিয়ে কী করবে ভেবেছ কখনও?
সেটা কি সাংঘাতিক কোনও বিষাক্ত পোকা, ঘনাদা?
না, তার নাম সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া।
ঘনাদা তাঁর গল্প শুরু করলেন।
রাশিয়া
রিগা
লাটভিয়া
লিথুয়ানিয়া
বেলারস
পো ল্যা ন্ড
ইউক্রেন
সেটা ছিল ১৯৪৬ সালের ২২ ডিসেম্বর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। আমি লাটাভিয়ার রাজধানী রিগা শহরে। সারারাত তুষারপাতে চারদিক
বরফে ঢেকে গিয়েছে। যুদ্ধের ছাপ শহরের সর্বত্র। প্রাতঃভ্রমণ সেরে, ফিরে চলেছি হোটেলে।
!!
!

এই সময় খটখট শব্দে এক ঘোড়ায় টানা দ্রোসকি আমার কাছেই এসে থামল।

অ্যাই! থামো, থামো!

খট খট খট খট

!

রিগা উপসাগরের দক্ষিণ পারে, নোংরা পুরনো শহরের এক ঘিঞ্জি পাড়ায় ভরনফ তাঁর লোকজন নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম।
এখানে কে জি বি খুব সক্রিয়। তাই সাবধানে চলাফেরা করতে হচ্ছে!

কে জি বি?
কামিতিয়েত গাসুদারস্তভেন্নিক বেজআপাস্‌নস্তি, রাশিয়ান গুপ্তচর সংস্থা!

কিন্তু এভাবে পালিয়ে কতদিন?

উনি এসেছেন জেনারেল!
আমি জানতাম ডস, আমার অনুরোধ তুমি ফেলতে পারবে না!

তোমার এ কী অবস্থা ভরনফ? আমি যে শালপ্রাংশু মানুষটাকে চিনতাম, এ তো তার ছায়ামাত্র!
ওসব কথা থাক ডস। প্রাণে বেঁচে আছি, এই ঢের!

সময় কম। তাই কাজের কথাটা আগে সেরে নিই।
এই ছবিটা দ্যাখো। চেনো এঁকে?

ড. জেকব রথস্টাইন। সিসি মাছি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আফ্রিকায় মারা গিয়েছেন!
না, মারা সে যায়নি! নিজের মৃত্যুর খবর নিজেই প্রচার করেছে!
অদ্ভুত! কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?
কারণ, সে আমার সহোদর ভাই!
অসম্ভব! আপনি খাস জার্মান!
জেকব ইহুদি! সে আপনার ভাই হয় কীভাবে?
প্রশ্ন শুনে ভরনফের মুখ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।
জেনারেল ভরনফ বলেই সকলে আমায় জানে!
কিন্তু আমার আসল নাম অ্যালবার্ট রথস্টাইন। আমিও একজন ইহুদি! কী করে নাৎসি অফিসার হলাম, সেই কাহিনি আজ তোমাকে শোনাই।
ভরনফ তাঁর কাহিনি শুরু করলেন...
তুমি তো জানো ডস, ইউরোপে গত দু' হাজার বছরে ইহুদিরা নানাভাবে অত্যাচারিত হয়েছে। কিন্তু তার বীভৎস রূপ বোধ হয় নাৎসি জার্মানিতেই সবচেয়ে প্রকট হয়েছিল।
খট্ খট্ খট্
খট্ খট্
খট্ খট্

আমাদের পরিবারও এই বীভৎস অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি!
শয়তান নাৎসি!
ওরা চলে গিয়েছে! এবারের মতো বেঁচেছি!
উঃ!

কিন্তু জেকবের উপর এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী!
হিটলারের পোষা কুকুরের দল, এর দাম তোদের দিতে হবে।

বার্লিনে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ঠিক করলাম বিদেশ যাব।
আমি বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা নিতে মিউনিখ যাচ্ছি। তুমি এখন কী করবে আইজাক?

আমার রক্তে অভিযানের নেশা। আমি যাব অতলান্তিক পেরিয়ে ব্রাজিলে, আমাজনের গভীর জঙ্গলে।

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর এসে পৌঁছলাম ব্রাজিলের রাজধানী সাও পাওলোর উপকূলে।
ব্রাজিল
বলিভিয়া
সাও পাওলো
চিলি
আর্জেন্টিনা
উরুগুয়ে
প্রশান্ত মহাসাগর
নতুন দেশ! নতুন মানুষজন! কী জানি, ভাগ্য আমায় কোথায় নিয়ে চলেছে?

সাও পাওলোর এক সরাইখানায়...
কী সুন্দর সুর! অথচ আমার মন ভাল নেই!
পেট চালাতে খনিতে চাকরি নিলাম। অভিযানে যাওয়া লাটে উঠল!

হঠাৎ...
হ্যালো, তুমি যে একেবারে আমার মতোই দেখতে!
!!

ভরনফের উৎসাহে, দরকারি রসদ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ব্রাজিলের গভীর অরণ্যের উদ্দেশ্যে।

চোখকান সব সময় খোলা রাখবে। মনে রেখো, এখনও এ-জঙ্গলের বহু অংশে সভ্য মানুষের পা পড়েনি। কখন, কোথা থেকে যে বিপদ ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা টেরও পাবে না।

এত সুন্দর এই অরণ্যের আসল বিপদ হল জাগুয়ার! এ ছাড়া অ্যানাকোন্ডা সাপ আর কুমির তো আছেই। আর জঙ্গলের আদিম উপজাতিরা ব্যবহার করে ফলায় বিষমাখানো তির আর ব্লো-পাইপ।
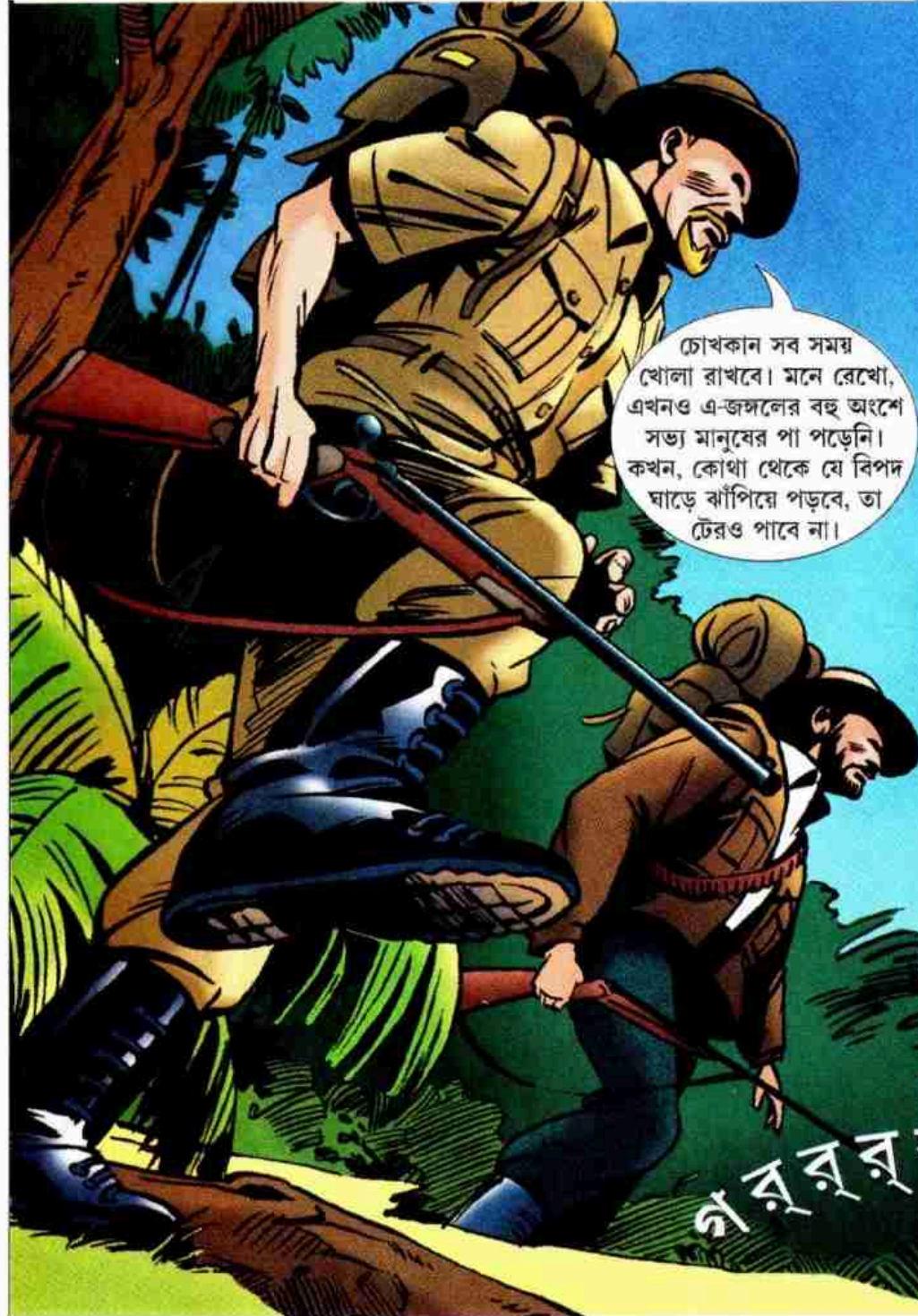
কিন্তু অতি সাবধানি মানুষেরও ভুল হয়!

গর্র্র্র্

ব্রাজিলের আদিম অরণ্যে সেই ভুলের কোনও ক্ষমা নেই।
গর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌
সাবধান, জাগুয়ার!
ঝপ্‌
বেচারা ভরনফ রাইফেল তোলারও সময় পেল না।
দুম্‌
আ আ আ আ আ
চিন্তা কোরো না। তোমাকে শহরে নিয়ে গেলেই সুস্থ হয়ে উঠবে।
শোনো, আমার তিনকূলে কেউ নেই! শুধু কিছু বন্ধুবান্ধব...উঃ! এই নাও আমার পাসপোর্ট, আর দরকারি কাগজপত্র। জার্মানিতে ফিরে, আমার মৃত্যুসংবাদ ওদের জানিও।
শহর অনেক দূর, পৌঁছনোর আগেই আমি মারা যাব।
ভরনফের মৃত্যু আমাকে শোকে আচ্ছন্ন করল।
প্রিয় বন্ধু, তোমার মতো সাহসী প্রুশিয়ান আমি আগে কখনও দেখিনি।
গুড়গুড়গুড়গুড়গুড়গুড়গুড়
গুড়ুম্‌
প্রার্থনা করি, তুমি শান্তিতে থাকো!

কিন্তু সাও পাওলোয় ফিরেই আমার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি জেগে উঠল!
জীবনটা পালটে ফেলার এটাই সুবর্ণ সুযোগ।
মনে হয় আমার চাহিদামতো সবই এই দোকানে পাব।

দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, আর চুলে রং করার জন্য সোনালি রং চাই!

দাড়িটা ভরনফের মতো হওয়া চাই!

চুলের রং পালটে সোনালি করতে হবে!

ভরনফের চশমা পরে, ওর পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখি নিজেকে!
নিখুঁত ছদ্মবেশ! এবার এই পাসপোর্ট আর পরিচয়পত্র নিয়ে নিশ্চিন্তে দেশে ফিরতে পারি!

ভরনফ সেজে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই দেশে ফিরে চললাম।
গোঁ ও ও ও
আজ থেকে ইহুদি রথস্টাইনের পরিচয় মুছে গিয়ে ভরনফের পুনর্জন্ম হল!
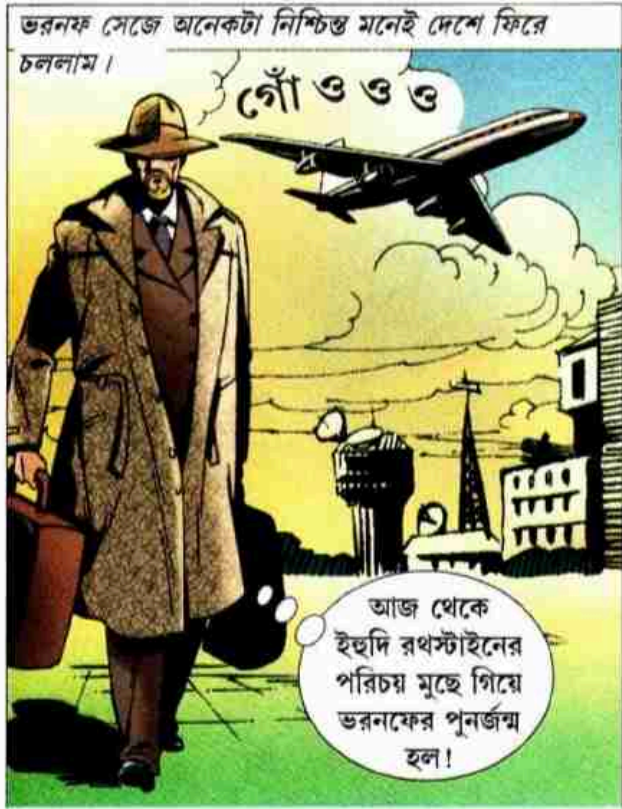
পৌঁছলাম বার্লিন বিমানবন্দরে।
শেষ পর্যন্ত ফিরলাম। জার্মানি, আমার পিতৃভূমি জার্মানি!

তখন জার্মানিতে অ্যাডল্‌ফ হিটলারের নামে উন্মাদনা। সারা দেশ মেতে উঠেছে এই নাৎসি একনায়কের সর্বনাশা মতবাদে।
হাইল হিটলার
অ্যাই, রাস্তা থেকে হটো!
সরে দাঁড়াও।
হুইইইই হুইইইই
সরে যাও। রাস্তা ফাঁকা করো।
হুইইইইই হুইইইইই

হিটলারের শাসনে ইহুদিদের ভাগ্যে ঘনিয়ে এল এক ভীষণ বিপর্যয়। জার্মানিকে ইহুদিমুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হল।
রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কঠোরভাবে নির্মূল করা হবে। জাতীয় নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ণ করে শুধুমাত্র জার্মানরাই অস্ত্র ত্যাগ করবে, এই অনৈতিক ব্যবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না।
জাতির সম্মান, জাতীয় সেনাবাহিনীর সম্মান এবং স্বাধীনতার আদর্শ জার্মান জনগণের কাছে আবার পবিত্র রূপে দেখা দেবে।

নাৎসি বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য দেশে আগ্রহী যুবকদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।
আশা করি, আমার আসল পরিচয় এরা জানতে পারবে না।

ভরনফের ছদ্মবেশে তাঁর পাসপোর্ট আর কাগজপত্রের জোরে নাৎসি বাহিনীতে নিজের জায়গা কায়েম করলাম।

ভাল কাজের জন্য অল্প দিনের মধ্যেই পদোন্নতি হল।
এবার সৈন্যদলের মধ্য থেকেই ইহুদিদের বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।

এমনকী, প্রবল প্রতাপশালী গেস্টাপো অফিসারদের চোখে ধুলো দিয়ে আমি আমার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম।
জেনারেল, এই অঞ্চলের প্রায় সব ইহুদিকেই গ্রেফতার করেছি!
এরা তো নেহাতই নিরীহ! যাক, এখন আপনি যান, বাকিটা আমি দেখছি!

ধরপাকড়ের সময় এক ইহুদিপাড়ায়...
সর্বনাশ!
নাৎসিরা এসে গিয়েছে। পালানোর পথ বন্ধ!

এই সময় বিশেষ একটা কাজে একদিন বার্লিন থেকে মিউনিখ যাওয়ার জন্য ট্রেন ধরছি। সঙ্গে রয়েছে কয়েকজন অধস্তন সামরিক অফিসার!

জেনারেল ভরনফ, আপনার কামরা এদিকে!
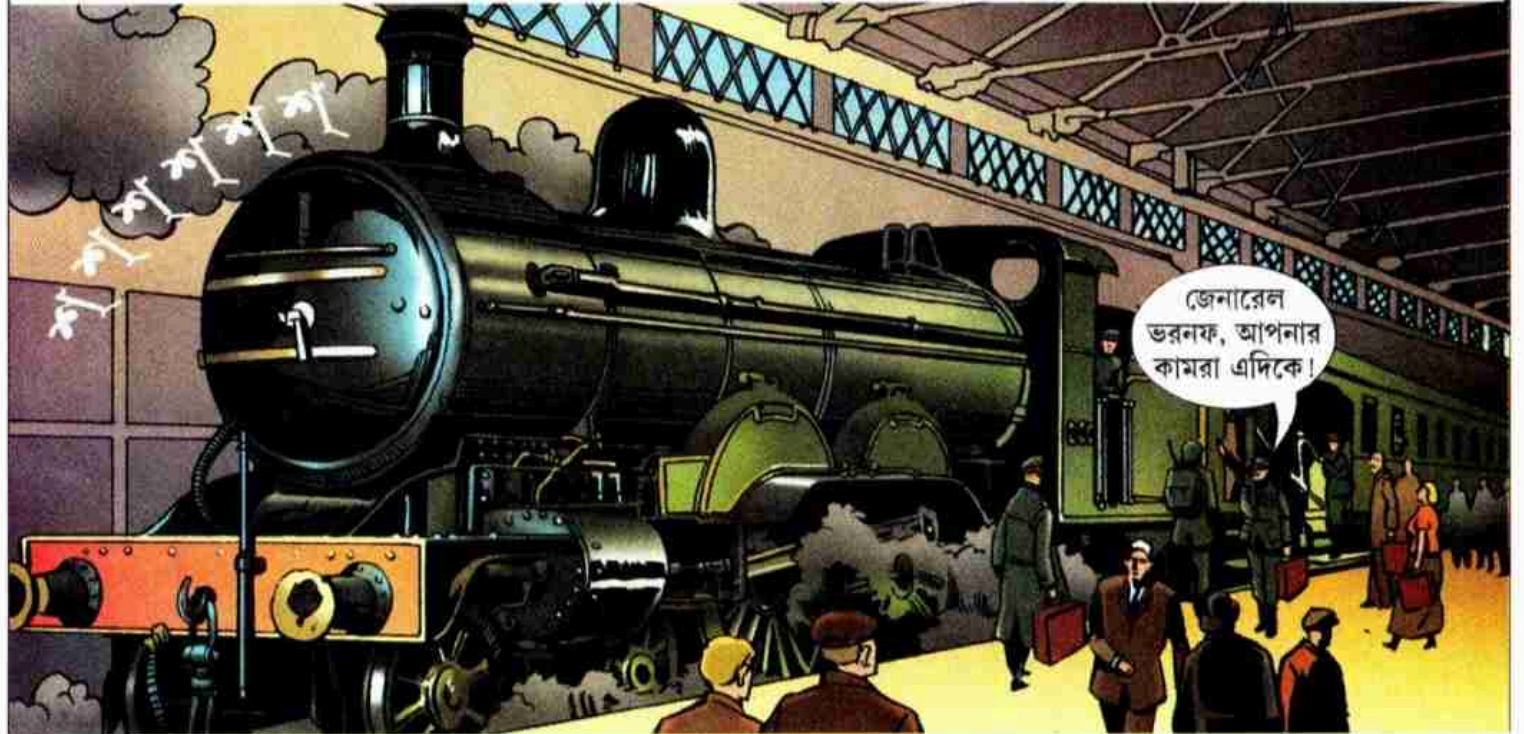
ট্রেনের কামরায় ঢুকে চমকে উঠে দেখি, সেখানে জেকব আগে থেকেই বসে আছে!
আরে, একটা ইহুদি আপনার সঙ্গে একই কামরায় যাচ্ছে!
ঘাড় ধরে নামিয়ে দিই?

অফিসারটির অভদ্র ব্যবহারে ভীষণ রাগ হলেও নিজেকে সামলে রাখলাম!
থাক, তার দরকার নেই, আপনি যান!
?!

ট্রেন চলতে লাগল। কিন্তু জেকবের কাছে আমার সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেল!
ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্
এর জন্যই তুমি ধরা পড়ে গেলে আইজাক!
কাকে কী বলছ? নাৎসি অফিসারদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানো না?

চেঁচিও না।
সত্যিকারের একজন প্রুশিয়ান অফিসার একজন ইহুদিকে কামরা থেকে নামিয়ে দেওয়ার এই সুযোগ কখনও ছাড়ত না!

ভাইকে দেখে আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেলাম!

কিন্তু তুমি নাৎসি সেজে আছ কেন? এই পোশাক তোমার চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে না?

এই পোশাকের আড়াল নিয়েই আমি ইহুদিদের বাঁচানোর চেষ্টা করছি!
ওভাবে হয় না। মিউনিখে আমাদের গোপন আস্তানায় চলো!

ইহুদি বিদ্বেষের প্রতিশোধ কীভাবে নিতে হয়, তা তোমায় দেখাব!

মিউনিখে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল!
বিজ্ঞান আর উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে যে অস্ত্র আমি আবিষ্কার করেছি, তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনও দেশেরই নেই!
!

জেকবের সঙ্গে হাজির হলাম ইহুদিদের গোপন আস্তানায়!
যেতে দাও, ও আমার নিজের ভাই!

ইতিহাসে পড়েছি...
খ্রিস্টানরা অত্যাচারী রোমান শাসকদের হাত থেকে বাঁচতে মাটির তলায় গুহা তৈরি করে থাকত। আমিও নাৎসিদের চোখ এড়িয়ে এই ক্যাটাকুম্ব বানিয়ে কাজ করে চলেছি!

এই হল আমার গোপন গবেষণাগার!
ভাবতে পার? এই গবেষণাগারেই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটা আমি করেছি!

পতঙ্গের মস্তিষ্কে পাঠানো তরঙ্গের মাধ্যমে আমি ওদের ইচ্ছেমতো চালিত করছি। এই পোকাগুলোর

নাম সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া!

দ্যাখো, কীভাবে আমি এদের ব্যবহার করি!
প্রথমে, তিনটে আলাদা পাত্রে এদের খাওয়ার মতো কিছু শস্য ছড়িয়ে দিলাম।

এবার দ্যাখো, আমার ইচ্ছেমতো এরা শুধু এই তৃতীয় পাত্রেই উড়ে এসে বসবে।

সঠিক দূরত্ব নির্দেশ করে দিলে হাজার-হাজার মাইল পেরিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে উড়ে যেতে পারে।
চিড় চিড় চিড়িক

ভোঁ ও ও ও
যা, উড়ে যা বাচ্চু!

দারুণ! এগুলো ঠিক তিন নম্বর পাত্রেই উড়ে এল। বাকি পাত্রগুলোর দিকে তাকালই না!
কিন্তু তুমি বললে, কী একটা অস্ত্র তৈরি করেছ। সেটা কোথায়?

এই সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়াই হল আমার হাতিয়ার!
কোটি-কোটি পোকার একটা ঝাঁক যখন কোনও দেশের উপর দিয়ে উড়ে যায়, তখন সেই জায়গার সমস্ত শস্যক্ষেত্র তছনছ করে ফেলে!
দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে সেই দেশে!

আমি জানি, আফ্রিকার কোথায় এই পোকা পাওয়া যায়। সেখানে গিয়ে এই পোকার ঝাঁক তৈরি করে প্রশিক্ষণ দেব!
আর সেই ঝাঁক অতলান্তিক পেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে।

না খেতে পেয়ে বেঘোরে মরবে ব্যাটারা! আমার এই অস্ত্রের কাছে তোমাদের সব অস্ত্র তুচ্ছ!
আশা করি, আমার এই প্রতিশোধের ব্যাপারে তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে।

না, ইহুদি বিদ্বেষের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তুমি সমস্ত মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনছ!
!
সাবধান জেকব, এ কাজ তুমি কোরো না!

বেরিয়ে যাও!
নাৎসিদের পোশাক পরে তোমার মনটাও দেখছি ওদের মতোই হয়ে গিয়েছে!
তোমার ওই মুখ যেন আর না দেখি!

অনেক কথা একসঙ্গে বলে জেনারেল ভরনফ হাঁফিয়ে উঠেছিলেন।

পোল্যান্ড, ফ্রান্সসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ জয় করার পর হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে বসল!

একদিকে জার্মানি, ইতালি আর জাপান। অন্যদিকে আমেরিকা, ব্রিটেন আর রাশিয়ার মিলিত শক্তি। সারা বিশ্ব জড়িয়ে পড়ল এই ভয়ংকর যুদ্ধে। এক সময় জার্মানি হারতে শুরু করে!
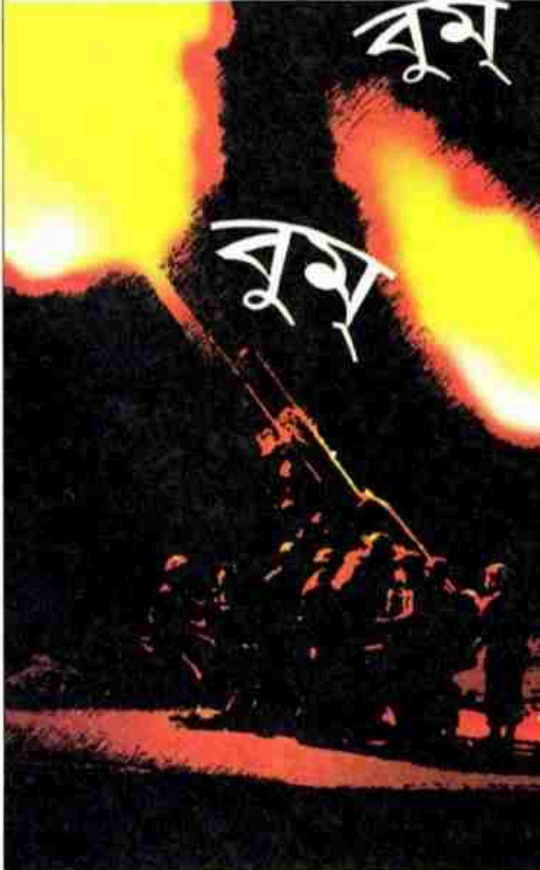
ইতালির শাসক বেনিতো মুসোলিনি আর তাঁর লোকজন নিহত হল তাঁরই দেশের বিপ্লবীদের হাতে!
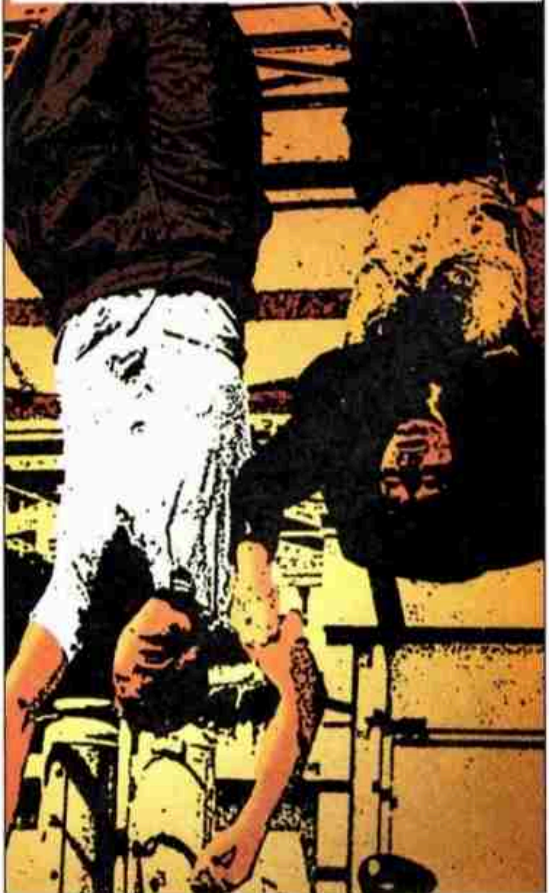
রাশিয়ার রেড আর্মি বার্লিন অধিকার করে। পতন হয় জার্মানির।
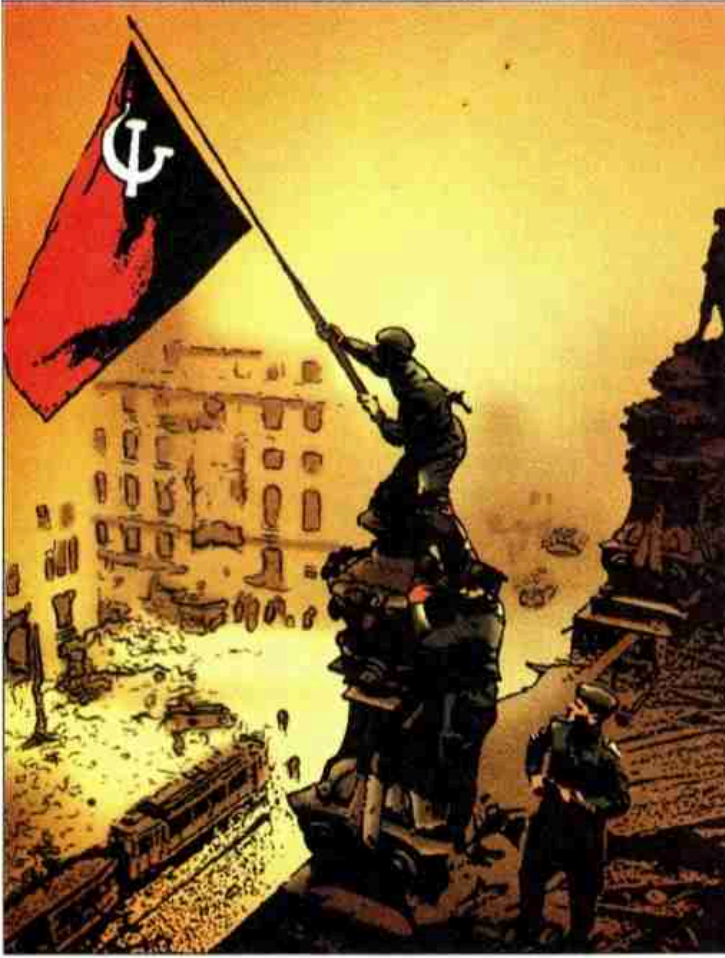
মার্কিন পরমাণুবোমার আঘাতে লক্ষাধিক নিরীহ মানুষ, সেইসঙ্গে জাপানের দু'টি শহর নাগাসাকি আর হিরোশিমা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়! সারা বিশ্ব আতঙ্কে শিউরে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।
বুম্ম্
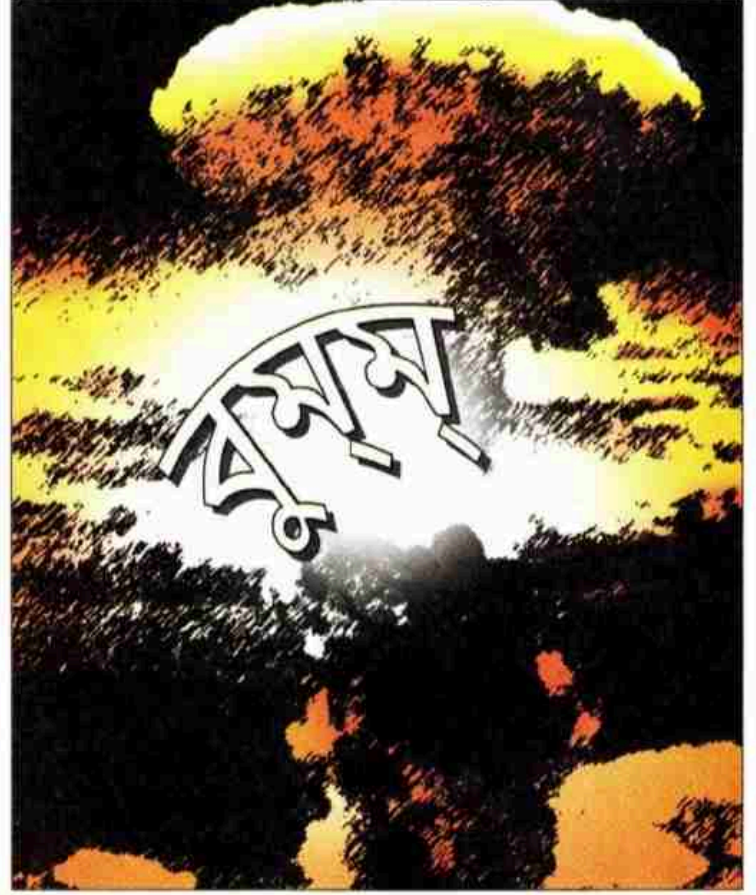
ইতিমধ্যে এক মুখোমুখি সংঘর্ষে আমার পায়ে গুলি লাগে। নাৎসি সেনারা আমাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে পালায়।

এই খবরের কাগজটা পড়ে দ্যাখো, কী লিখেছে!
তারপর থেকে এই রিগাতেই এসে লুকিয়েছি।

এখানে লিখেছে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পোকার আক্রমণে কৃষির বিপর্যয় ঘটেছে!
হ্যাঁ, আমি হলফ করে বলতে পারি, এ আমার ভাই জেকবের কাজ!
এখন জর্জিয়া, রুমানিয়া, মোরাভিয়া— এসব ছোট জায়গায় আক্রমণ করছে। এর পর বড় দেশগুলোয় আঘাত হানবে!

যে করে হোক,
জেকবকে থামাতেই হবে। একমাত্র তুমিই এ কাজ করতে পার!
কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশের অত বড় জায়গায় আমি তাকে কোথায় খুঁজব?

আর পেলেও তার সেই পোকার ঝাঁক আটকাব কী করে?
আরও উপায় আছে। এসো, তোমাকে দেখাচ্ছি!

আমিও বিজ্ঞান নিয়েই পড়াশোনা করেছি!

বিজ্ঞানসাধনা আমার একটা শখ বলতে পার। এই আমার ছোট্ট গবেষণাগার!
!

এটা আমার তৈরি ওষুধ। এর একটা ফোঁটা মাইক্রোস্কোপে দিয়ে দ্যাখো!

এদিকে এসো। দ্যাখো, ওষুধে কী আছে!

এ তো দেখছি এক ধরনের ভাইরাস!

ঠিকই বলেছ, এই ভাইরাস আমারই আবিষ্কার!
এ অন্য কোনও প্রাণীর ক্ষতি করে না, কিন্তু সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়ার যম!

এই টেস্টটিউবে রাখা পোকাটাকে ওষুধ দিলাম!
দ্যাখো, ওষুধের জীবাণু সংক্রমিত হয়ে পোকাটার কী হাল করল!

এবার তোমাকে একটা জ্যান্ত পোকা দিচ্ছি। আফ্রিকায়, যেখানে এই পোকা দেখবে, জানবে জেকব রথস্টাইন সেখানেই লুকিয়ে আছে!

আর তাকে পেলে এই ওষুধ পোকার ঝাঁকের উপর ছড়িয়ে দেবে।
ওষুধের ভাইরাস সংক্রমিত হয়ে সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়ার ঝাঁক শেষ করে দেবে।
আমি চেষ্টা করব!

ঘনাদার কথায় ঘরে চাপা হাসির রোল ওঠে।

ওঃ হোঃ! আমার পেট!

ওঃ হাঃ! আমারও!

এদের আবার কী হল?

এই রে, ঘনাদা বুঝতে পারলেই কেলেঙ্কারি!

ওঃ, হাসি লুকনো কি সহজ ব্যাপার?

আপনি বলুন ঘনাদা, তারপর কী হল?

কী আবার হবে? সন্ধেবেলা ফুচকা খেয়ে এখন পেট কামড়াচ্ছে বোধ হয়!

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ঘনাদা আবার তাঁর গল্প শুরু করলেন।

হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম...

ভরনফের দেওয়া ওষুধ আর পোকা নিয়ে পাড়ি দিলাম আফ্রিকা।
প্রায় সারা দেশটাই চষে ফেললাম। কিন্তু কোথাও জেকব রথস্টাইনের টিকিটিও মিলল না।

ঘুরতে-ঘুরতে শেষে হাজির হলাম মিশরের রাজধানী কায়রোয়।
আশা করি কোনও না-কোনও খবর এখানে পেয়ে যাব।
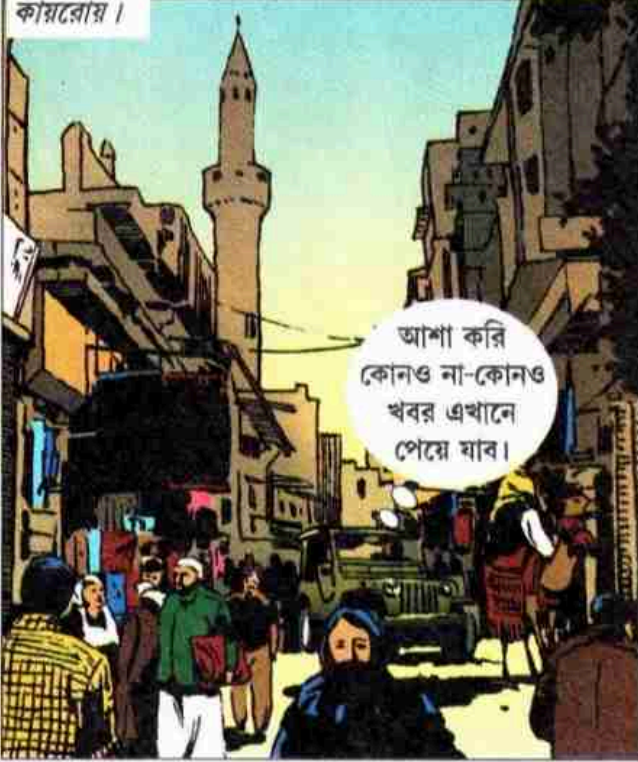
একে দেখেছেন?
হ্যাঁ, যুদ্ধের আগে আমার কাছে এসে এরোপ্লেন ভাড়া নিয়েছিল। লোকজন আর লটবহর নিয়ে ওদিকে উড়ে গিয়েছে।

একটা প্লেন আর এই যন্ত্রপাতিগুলো দরকার।
পেয়ে যাবেন।

এস ই ফাইভ না?
হ্যাঁ, এখনও বাজপাখির মতোই ওড়ে!

কায়রোয় সময় নষ্ট না করে উড়ে চললাম।
যেদিকটা দেখাচ্ছে, সেদিকে একমাত্র সুদান। তা হলে কি রথস্টাইন সুদানেই লুকিয়ে আছে?
ঘ র র র

এসে পৌঁছলাম সুদানের বার-এল-আরব নদীর ধারে।

এখানেই পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা উপজাতি ডিঙ্কাদের বাস। দেখি, ওরা যদি কোনও হদিশ দিতে পারে!
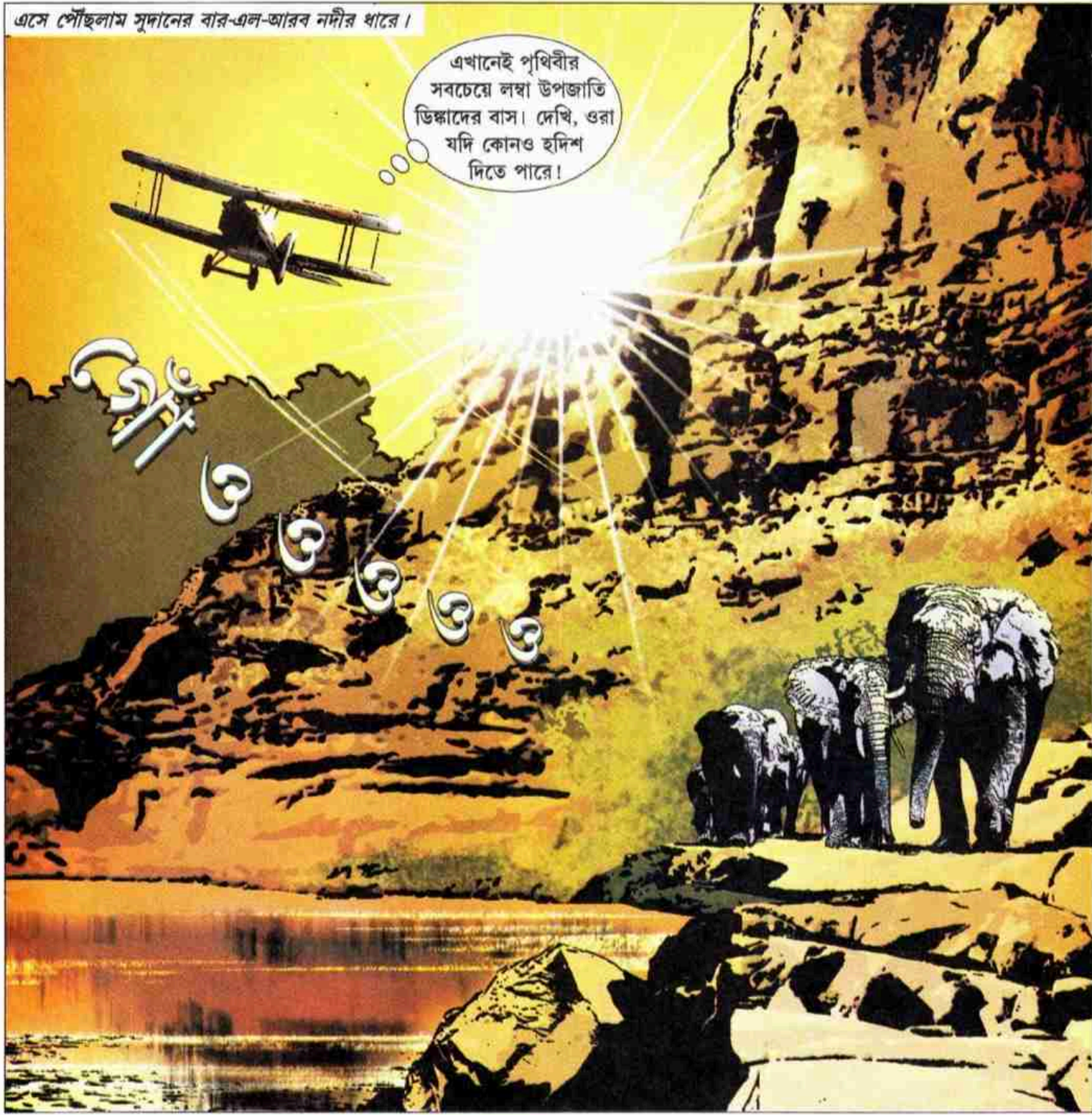
গোঁ ও ও ও ও

পরদিন সকালে ডিঙ্কাদের সরু, লম্বা ডিঙিতে চেপে জলায় যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হল।
এটা কী করছ বোয়ানা?
তোমার ডিঙিতে একটা যন্ত্র লাগিয়ে নিলাম সর্দার। বলা যায় না, কাজে লাগতেও পারে!
সাবধানে বোয়ানা!
ছপ্ ছপ্
এই জলায় কুমির গিজগিজ করছে!
কুমিরে ভয় নেই সর্দার, কিন্তু এই পোকাগুলো যে বড্ড জ্বালাচ্ছে!
আরে!
খপ্
এ তো দেখছি সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া!
তা হলে জেকব রথস্টাইন এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে!
সর্দার, আমি না ফেরা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করো!
!
ঝপাস্
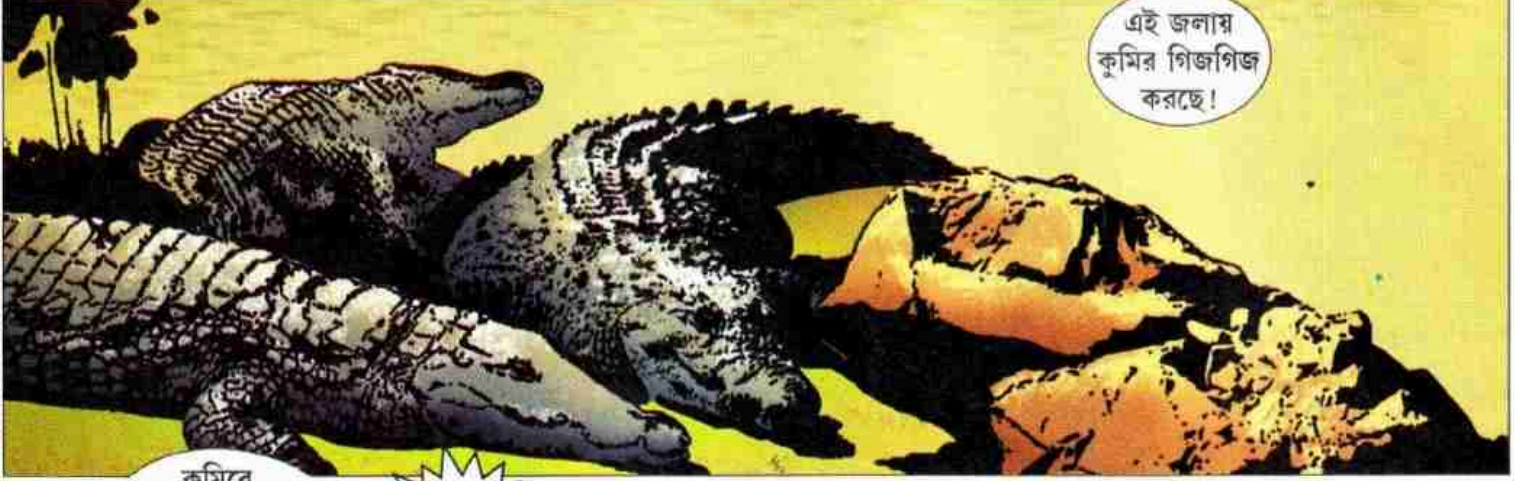
ওই তো
রথস্টাইনের
ডেরা!
ভাড়াটে
সেনা বসিয়েছে!
এ তো দেখছি
এলাহি কাণ্ড!
এদের এড়িয়ে
রথস্টাইনকে ধরা
সহজ ব্যাপার
নয়!
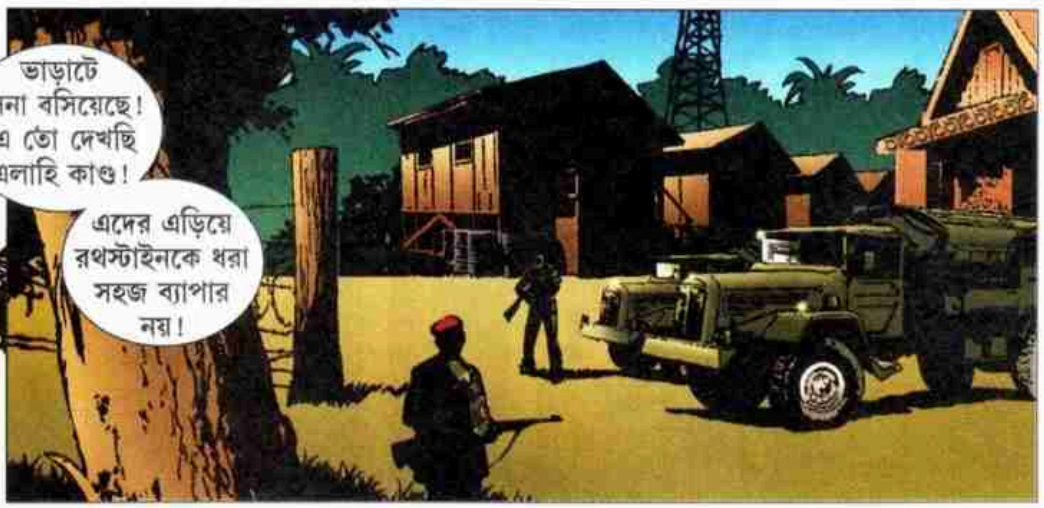
সাবধানে,
গাঢাকা দিয়ে
এগোতে হবে!

কিন্তু বিপদ ওত পেতে বসে ছিল!
ওয়াউ!
ফাঁদ!

কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গল ফুঁড়ে যমদূতের
মতো সেনারা এসে হাজির হল।
দ্যাখো,
দ্যাখো, ফাঁদে একটা
কেলে নেংটি ইঁদুর
পড়েছে!
আর ধেড়ে
ছুঁচোটা হাঁ করে
সেটা দেখছে!

তবে রে,
দাঁড়া দেখাচ্ছি!
আগে নামাই
তোকে!

মারিস না।
আগে ডক্টরের
কাছে নিয়ে
চল!
ডক্টর, মানে
জেকব রথস্টাইন?
যাক, তা হলে আর
কষ্ট করে খুঁজতে
হবে না!

ধরা দিতেই জেকব রথস্টাইনের ডেরায় ঢোকা সহজ হল...
ডক্টর, এই লোকটা ক্যাম্পের আশপাশে ঘুরঘুর করছিল।
!
হিটলারের চর?
না। আমার নাম ঘনশ্যাম দাস। আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে খবর এনেছি।
যুদ্ধ শেষ। নাৎসিরাও আর নেই।
ইহুদিদের বিপদ কেটে গিয়েছে। এবার আপনি শান্ত হোন ডঃ রথস্টাইন।
মিথ্যে কথা!
আমার ভাই ইহুদি জাতির কলঙ্ক। আর তুই তার চর!
ভয় পেয়ে খোঁজ আনতে পাঠিয়েছে, তাই না? তা হলে চল, দেখাই তোকে।
এঃ! একদম পাগল হয়ে গিয়েছে।
দ্যাখ! ওই ড্রামের ভিতর সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়ার ঝাঁক। কোটি, কোটি।
সুইচ টিপলেই এরা সারা ইউরোপে একটা শ্যাওলার ছোপও কোথাও রাখবে না।
!
চল উপরে। এত দিন তোরা শুধু ঘুঘুই দেখেছিস, ফাঁদ দেখিসনি।
?!?

নিজের কৃতিত্ব দেখাতে যাওয়াটাই রথস্টাইনের কাল হল...

অন্যমনস্কতার সুযোগে ভরনফের দেওয়া ওষুধ ফেলে দিলাম পোকার ড্রামে।

জবরদস্ত পাহারা দেখছি। কিছু একটা করতে হচ্ছে।

রাত হয়েছে ঘুমিয়ে পড়।
ঠকাস
আফ!
উফ!

কিন্তু তৃতীয়জন তেড়ে এল।
অ্যাই!
থাম! আইকিডো জানিস?

ঠক্
দ্যাখ, এর নাম সুতো।
ওঁক!

আর একে বলে হাইতো।
ঠক্
হোঁক!

দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

ডিনামাইট, জিলেটিন স্টিক!
একটা বড় বাহিনীকে ওড়াবার মতো রসদ রয়েছে দেখছি। প্রয়োজনমতো নেওয়া যাক।

সাবধানে বিস্ফোরকগুলো লাগাতে হবে।

এবার ল্যাবরেটরিটা খুঁজে বের করি।

ওই তো ল্যাবরেটরি। ভোর হয়ে আসছে। চটপট কাজ শেষ করতে হবে।

এবার বাছাধনরা মজাটা টের পাবে।

কিন্তু অন্ধকার সরে যেতেই পরিস্থিতি বদলে গেল।
দুম
সাবধান,. বন্দি পালাচ্ছে।
দুম
প্যাঁ প্যাঁ প্যাঁ প্যাঁ প্যাঁ প্যাঁ প্যাঁ
সেরেছে! অ্যালার্ম বাজিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ একসঙ্গে সমস্ত বিস্ফোরক ফাটতে শুরু করে।
এতেই ঘাবড়াবে বলে মনে হয়।
দুম
দুম

চলো সর্দার, জলদি এবার ফিরতে হবে।
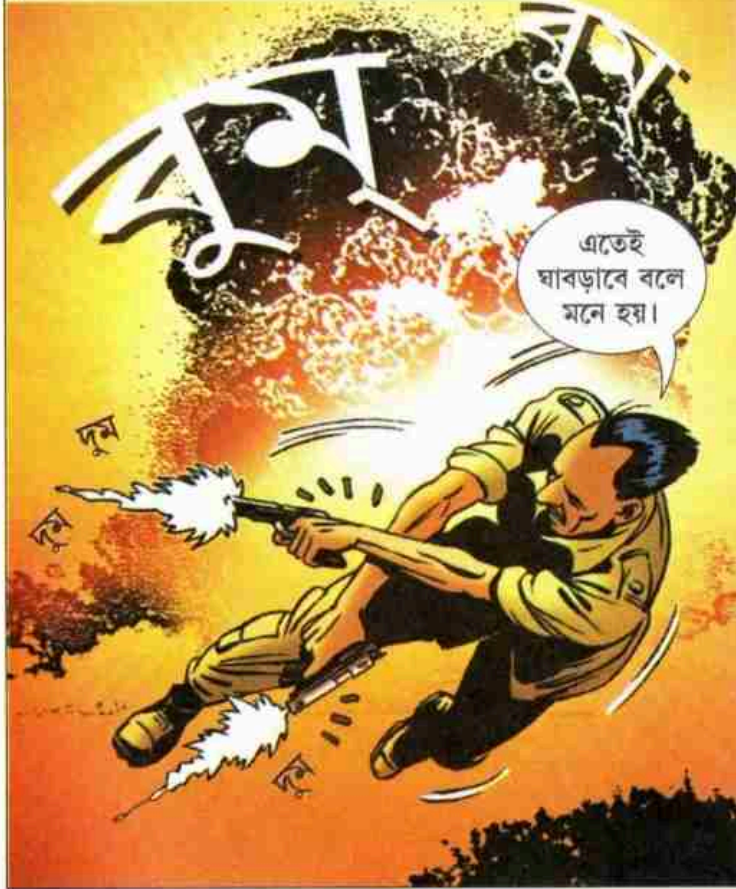
কিন্তু রথস্টাইন সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়।
মার ব্যাটাকে। যেন পালাতে না পারে।

ভাগ্যিস এই মোটর বোটের ইঞ্জিনটা সঙ্গে এনেছিলাম।
!
ভট্‌ ভট্‌ ভট্‌ ভট্‌ ভট্‌

ফায়ার।
ট্যাট্ ট্যাট্ ট্যাট্ ট্যাট্

এই রে!
মেশিনগান চালাচ্ছে।
শক্ত করে ধরে থাকো
সর্দার।
ভট্ ভট্ ভট্
!

কিন্তু বাদ সাধল ক্ষুধার্ত কুমিরের দল।
পালিয়ে আসুন ডক্টর, কিচ্ছু করার নেই। পুরো পালটাই উঠে এসেছে।

মুঠোয় পাওয়া শিকার পালাতে দেখে রেগে আগুন হয়ে উঠল রথস্টাইন।

যেখানেই যাস, তোকে দেখে নেব।

অ্যাই!
কে আছিস! ড্রাম খুলে পোকা ছেড়ে দে।

উঃ! কী সাংঘাতিক।
দুম
ড্রাম

ল্যাবরেটরি ধ্বংস হয়ে ড্রাম খোলার সব সুইচ নষ্ট হয়ে গিয়েছে ডক্টর।
ড্রাম ভেঙে ফ্যাল আহাম্মক। আমার নির্দেশ পোকাদের কাছে অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছে।
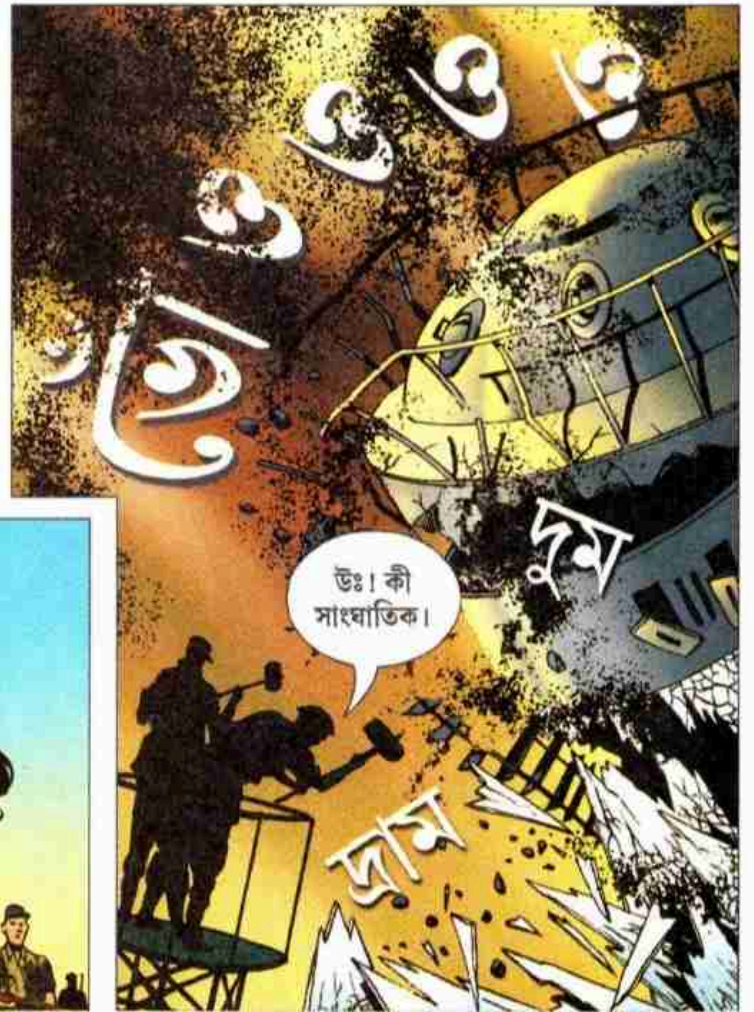
সুদান থেকে লিবিয়া, তিউনিশিয়ার আকাশ কালো করে পতঙ্গের ঝাঁক উড়ে চলল ইউরোপের দিকে।
দ্যাখো বোয়ানা, শয়তানের মেঘ!
ভয় নেই, ও মেঘ কেটে যাবে।

সে কী! রথস্টাইন শেষ পর্যন্ত পোকা ছেড়ে দিল?
প্যারিসের আইফেল টাওয়ার ঢেকে গেল পোকার মেঘে?
না।
ইতালিতে তা হলে দুর্ভিক্ষ হল?
সেসব কিছুই হল না।

পতঙ্গের ঝাঁক উড়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা আর সাগর পেরোতে পারেনি। ওষুধের ভাইরাস সংক্রমণের ফলে তার অর্ধেক মরল লিবিয়ার মরুভূমিতে।
!
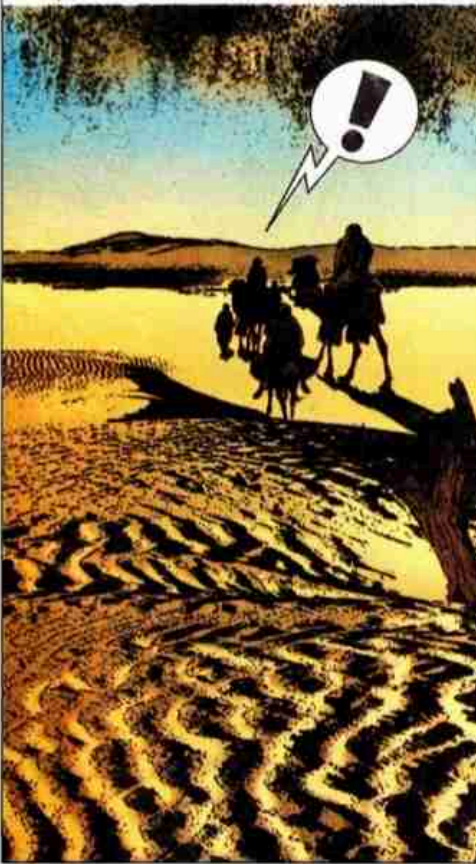
বাকি অর্ধেক কর্সিকার সমুদ্রের উপর ঝরা পাতার মতো মরে ঝরে পড়ল।

সেই মরা পোকার ওজনই তিন হাজার টন। পোকা সরাতে সে দেশের সরকারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু তা এক অন্য গল্প।
উফ!

কাজ শেষ করে আমি ফিরে চললাম।
F 904
এবার সোজা কলকাতা।

ঘনাদা তাঁর গল্প শেষ করলেন।
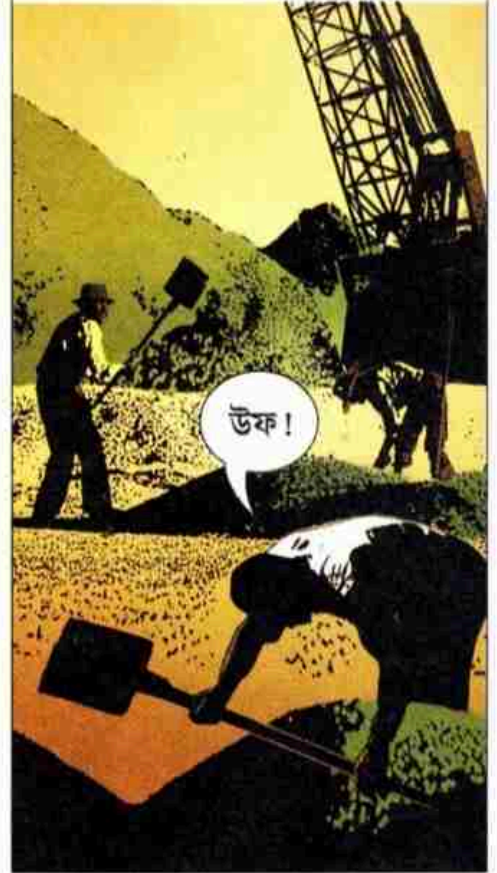
অ! সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া তা হলে পঙ্গপাল।
কিন্তু সে পঙ্গপাল তো শেষ হয়ে গিয়েছে।
তা হলে আপনি খামোকা গুবরে পোকা দেখে ভয় পেলেন কেন?

কী বুদ্ধি! সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া শেষ হয়ে গেলেও জেকব রথস্টাইন তো আজও বেঁচে আছে।
কোথায় বসে সে আবার ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে তা কী তুমি জানো?

হয়তো ওই গুবরে পোকাটাই সেই ষড়যন্ত্রের অগ্রদূত।

তবে তোমাদের কোনও চিন্তা নেই। আমি তো উপরের ঘরেই আছি। ভয় পেলেই আমাকে ডাকবে।
!

হল! কেমন পোকা দিয়ে বোকা বানাল।
আর আমার সব সিগারেট ফুঁকে দিল।

(সমাপ্ত)

মশা
গল্প: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী
ঘনাদার পুরো নাম ঘনশ্যাম দাস। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ানো এমন স্বনামধন্য মানুষটি যেন দয়া করে বনমালী নস্কর লেনের এই মেসবাড়িতে এসে আস্তানা গেড়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে সিপাহি মিউটিনি থেকে রুশ-জাপানের প্রথম যুদ্ধ, কী নেই! এসব গল্প শোনার পর শিশির, শিবু, গোরা আর আমার অবস্থা নিতান্তই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।
ঘনাদার গুলতাপ্পি যে আর সহ্য হয় না! জব্দ করার একটা উপায় ভাবো দেখি!
দাঁড়াও, আজকের আড্ডাটা এমন একটা কিছু দিয়ে শুরু করো, যাতে ঘনাদা কোনও গল্প ফাঁদতে না পারেন।
কী নিয়ে আলোচনা করবে ভাবছ?
মশা!
কী হে, কী নিয়ে আলোচনা চলছে?
বসুন ঘনাদা, বসুন। স্পেশ্যাল হিঙের কচুরি, আপনার জন্য।
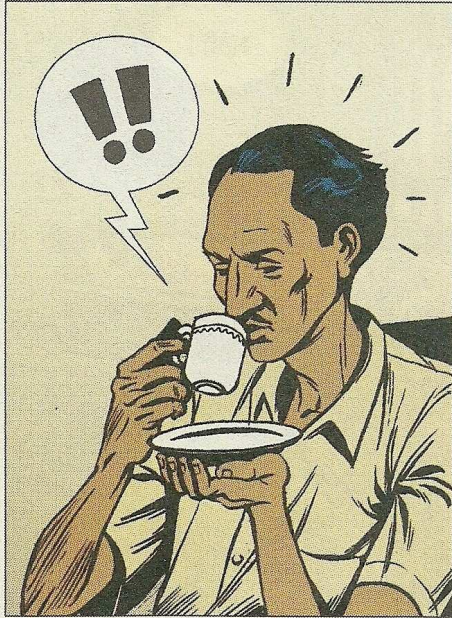
জাপানের উত্তরে সরু, লম্বা যে দ্বীপটা, তারই নাম সাখালিন। সেসময় এই দ্বীপের দক্ষিণ দিকটা ছিল জাপানিদের আর উত্তরটা রাশিয়ার। আমি তখন সেখানে একটা কোম্পানির হয়ে অ্যাম্বার খুঁজতে ব্যস্ত।

??
এত গোলমাল কিসের?
স্যার, তানলিনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
অ্যাম্বারের থলি নিয়ে সে উধাও হয়েছে!
আমরা আশপাশটা চষে ফেলেছি ওর খোঁজে!

তানলিন কে, ডস?
??
আমাদেরই একজন জাপানি শ্রমিক। জমানো অ্যাম্বার নিয়ে ভেগেছে।

আমি বুঝতে পারছি না, এত বড় দ্বীপে তুমি চোরকে খুঁজবে কীভাবে!
আলেকজান্দ্রোভস্ক শহর থেকে ভ্লাডিভস্তকের স্টিমার ধরা। স্টিমারঘাটায় নজর রাখার ব্যবস্থা করলে চোর ধরা সহজ হবে।
ঠান্ডা মাথায় ভাবো। অ্যাম্বার বিক্রি করতে হলে তানলিনকে কোনও সভ্য দেশে যেতেই হবে। আর তার একমাত্র উপায়...

কিন্তু জায়গাটা রাশিয়ানদের দখলে। পৌঁছতেও সময় লাগবে। তাই আগে বেতারে খবর পাঠিয়ে আমি নিজে যাব সেখানে।
বিপ্ বিপ্

একটা রাইফেল নিলে হত না, ডস?
দরকার কী? ওখানে ভালুক ছাড়া কোনও বড় জন্তু নেই। ওরা সাধারণত মানুষকে এড়িয়ে চলে। আর, আমি তো আছিই।

সাখালিন দ্বীপটা খুব একটা ছোট নয়। তার বেশিরভাগই জঙ্গল আর পাহাড়। সুতরাং এই দ্বীপে কাউকে খুঁজে বের করাও সোজা নয়। তাই দরকারি রসদ নিয়ে আমরা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্টিমারঘাটার দিকে গাড়ি ছোটালাম।
গোঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ
গোঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ
দ্যাখো ডস, জাপানি যুদ্ধবিমান! মহড়ায় বেরিয়েছে!
হ্যাঁ, যুদ্ধ লাগল বলে! এখন কাজ সেরে দেশে ফিরতে পারলে বাঁচি!
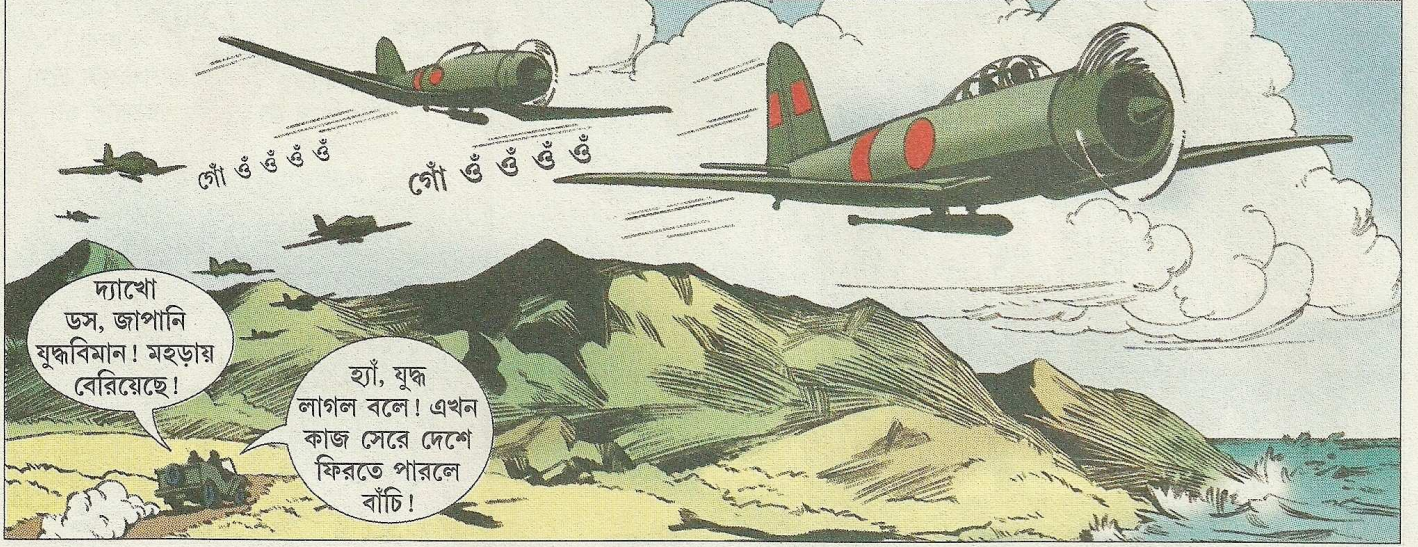
প্রধান শহর আলেকজান্দ্রোভস্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় দিন গুনছে।
এদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখছি খুবই কড়া!
??

আরে, কমরেড ডস!
সুপ্রভাত, মেজর।
আপনার বেতার-বার্তা আগেই পেয়েছি। সব ব্যবস্থা করা আছে।

প্রতিটি জাপানির উপরই আমরা কড়া নজর রাখছি। এই নজরদারি এড়িয়ে চোর কিছুতেই পালাতে পারবে না।
তবে অক্টোবরের পর সমুদ্র জমে বরফ হয়ে যাবে। তখন লুকিয়ে কুকুর-টানা স্লেজে চেপে পালালে কিছু করা মুশকিল!
এটাই যথেষ্ট। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মেজর।
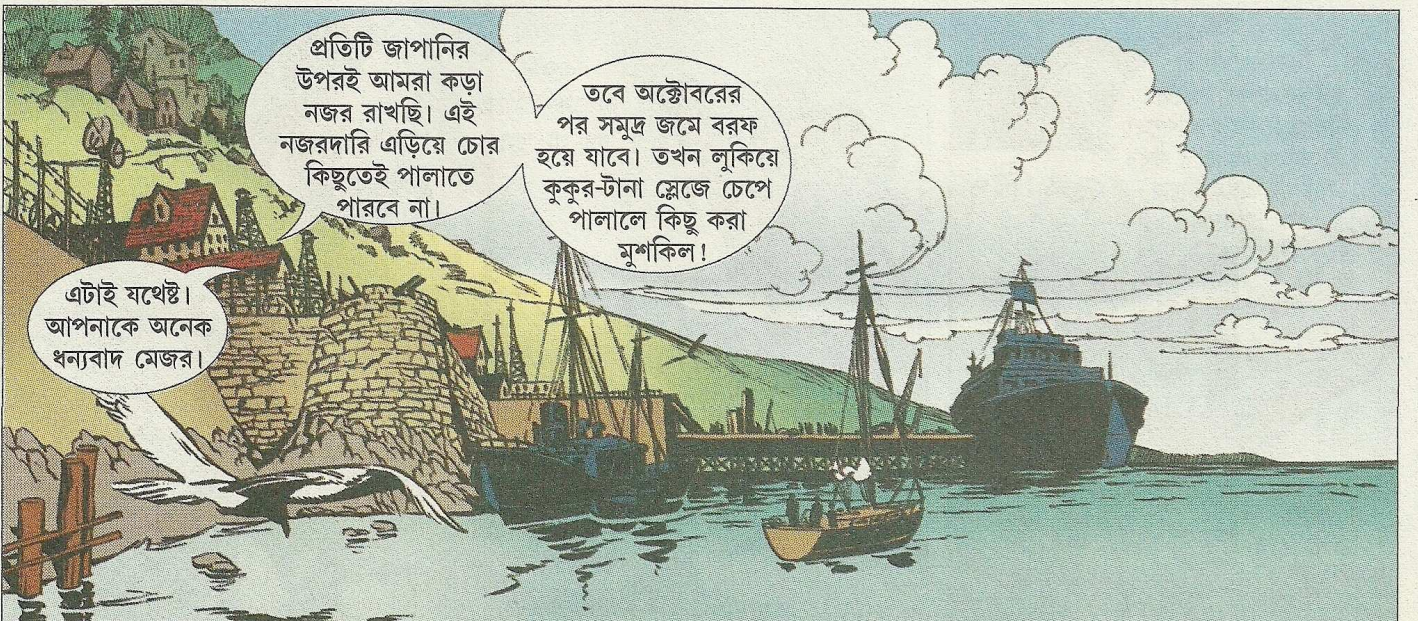
কয়েকদিন জলা-জঙ্গলে ঘুরে হতাশ হয়ে পড়েছি, হঠাৎ একদিন হদিশ পেয়ে গেলাম।

এবার কী করবে ডস?

হাল ছেড়ো না, ডঃ মার্টিন!

ওই দ্যাখো, আদিম গিলিয়াক জাতির একজন শিকারি। ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

থলি নিয়ে কোনও জাপানিকে দেখেছ?

হ্যাঁ সাহেব, দু'দিন আগে ওই টিয়ারা পাহাড়ের দিকে যেতে দেখেছি।

গাড়ি চালিয়ে চললাম টিয়ারা পাহাড়ের দিকে।

দ্যাখো, টিপিটার পিছনে একটা বাড়ি! গাছপালায় ঢাকা!

জুডোর প্যাঁচে গুন্ডাটাকে ধরাশায়ী করতেই পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠল।

উঃ

আমাকে বন্দুক দেখিও না, খোকন!

দেখি এক জাপানি তার লোকজন নিয়ে হাজির।

কাজটা ভাল করলে না হে, আরও দু'টো অটোমেটিক তাগ করা আছে তোমাদের দিকে!

!!

!!

ইনি হলেন ডঃ মার্টিন। আর, অধমের নাম শ্রীমান ঘনশ্যাম দাস।
!!

আলাপ-পরিচয় শেষ হতেই পরিস্থিতি পালটে যায়।
কী সৌভাগ্য আমার!
আপনিই সেই স্বনামধন্য, পৃথিবীবিখ্যাত ডস?
!

ঘনাদার কথায় ঘরে চাপা হাসির রোল ওঠে।
একটু জল খাবে শিবু?
আহা, বড্ড কষ্ট!
খুব ঠান্ডা লাগিয়েছ বুঝি?
খক্ খক্ খক্ খক্ খক্ খক্
ওঃ, হাসি চাপতে গিয়ে বেদম অবস্থায় পড়লাম!
সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ঘনাদা শুরু করলেন...
হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তারপর...

কেশো রোগীদের ডাক্তার দেখালেই হয়! আপনিই বলুন ঘনাদা। তারপর?

আলাপ করে জানলাম, জাপানি ভদ্রলোকটি একজন কীটতত্ত্ববিদ, নাম নিশিমারা। তিনি সাদরে আমাদের নিয়ে চললেন তাঁর গবেষণাগারে।
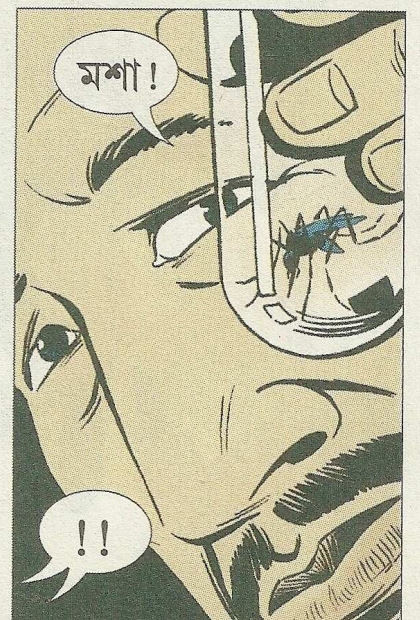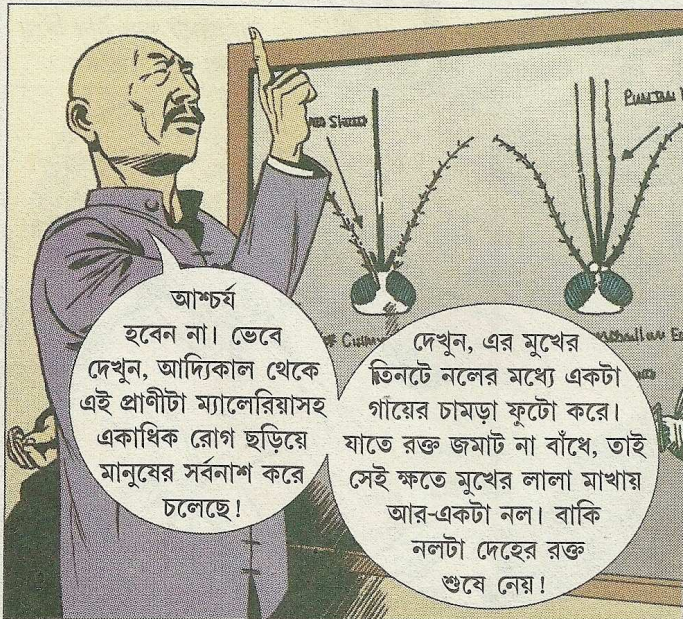
নিশিমারার আতিথ্যে কোনও ত্রুটি ছিল না।
আপনারা পথশ্রমে ক্লান্ত। এবার একটু জিরিয়ে নিন।

আমরা রাতটা সেখানেই কাটাব ঠিক করলাম।
নিশ্চিন্তে থাকুন, ওই চোর এ-তল্লাটে এলে আমার লোকদের হাত এড়িয়ে পালাতে পারবে না!

খাওয়াদাওয়া, যত্নআত্তি—এদের সব কিছুই বেশ ভাল। তাই না ডস?
হুম। কিন্তু কোথায় যেন একটা খটকা থেকেই যাচ্ছে!

মাঝরাতে এক ভয়ানক রক্ত জল করা আর্তনাদে জেগে উঠি!
আঁ আঁ আঁ আঁ আঁ আঁ
ও কিসের আওয়াজ ডস?
মনে হচ্ছে কেউ মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে।
চলো তো দেখি!
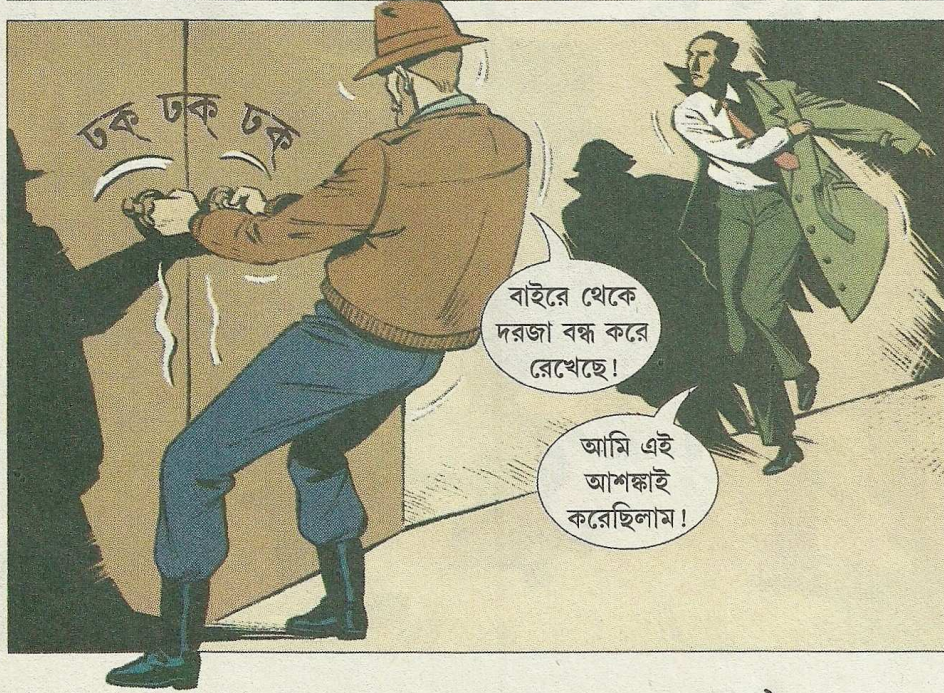
ঠক ঠক ঠক
বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে রেখেছে!
আমি এই আশঙ্কাই করেছিলাম!

!!
এখন স্কাইলাইট ভেঙে বেরনো ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখছি না!

আচমকা দরজা খুলে ল্যাবরেটরির ভিতরে ঢুকে পড়ি। দেখি তানলিন মেঝেতে পড়ে আছে!

!!

হেই! সাবধান!

এ কী, এ তো তানলিন! কী হয়েছে ওর?

ডস, এ তো মারা গেছে!

ওকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে!
তানলিন চোর হতে পারে...
তা বলে আপনারা ওকে প্রাণে মারবেন!
আমি? না, না, আমি মারিনি...

এই যন্ত্রের মধ্যে রাখা মশাটাই তানলিনকে মেরেছে!

ধরা পড়ে দোষ ঢাকতে এখন আবোলতাবোল বকছেন!

আবোলতাবোল! মূর্খ কোথাকার! শোনো তবে,
আমি মশার ডি এন এ-র পরিবর্তন ঘটিয়েছি ঠিকই, তবে তা ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য নয়...

ডি এন এ প্রতিস্থাপন করে আমি তৈরি করেছি এমন এক বিষাক্ত মশা, যা তোদের মতো বিশটা জোয়ানকে একাই যমালয়ে পাঠাতে পারে!

ডঃ মার্টিন আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না।
!!
খবরদার!
শয়তান, খুন করে, অ্যাম্বার চুরি করে আবার বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে!
ডঃ মার্টিন, সাবধান!

নিশিমারার শয়তানি পরিকল্পনা শুনে শিউরে উঠি।

মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেই পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠল...
হু উ উ স স
উঃ
তোদের একবারে শিক্ষা হয় না।
আর ক'টা গুন্ডা পুষেছ হে নিশিমারা?
টি সু ম
আঃ
তবে রে!
ট্যা রা র্যা
না, গুলি ছুড়ো না!
ট্যা র্যা র্যা

লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া গুলিতে গবেষণাগারে আগুন ধরে গেল।
বন্দুকবাজটাকে আগে সামলাতে হবে!
সর্বনাশ!
ট্যা র্যা র্যা
ট্যা র্যা র্যা র্যা র্যা
আবার ফসকাল!

গদাম
এই নে!
আঃ
আঃ
এবার তোর মালিকের কাছে যা!

গুন্ডাটার ধাক্কায় নিশিমারার হাতের যন্ত্র আছড়ে পড়ল।
ধ ড়া ম
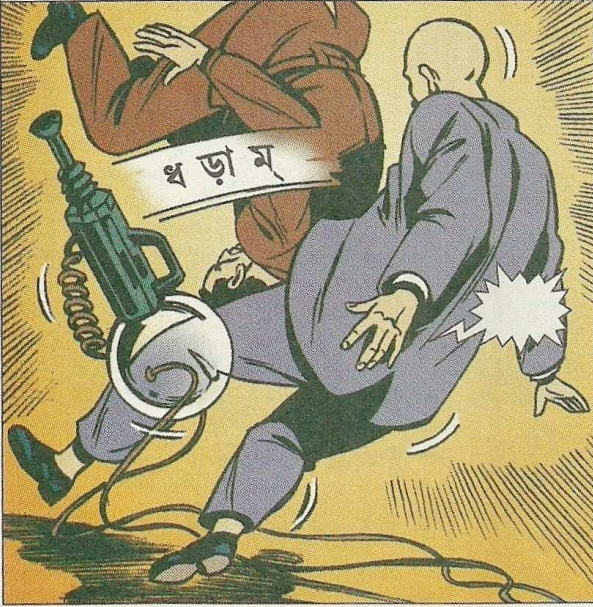
কাচের গোলক ভেঙে বিষাক্ত মশা ছাড়া পেয়ে ঘরময় উড়ে বেড়াতে লাগল।
পোঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ
হায় হায়! আমার সব গেল!
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্

প্রাণভয়ে সকলে দৌড় লাগাল। মাটিতে তানলিনের মৃতদেহ, ডঃ মার্টিন আহত হয়ে পড়ে আছেন।
বাবা রে!
পালাও, পালাও!
পোঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ

সব হারিয়ে নিশিমারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।
দুম্-দুম্
তোকে টুকরো-টুকরো করব শয়তান!

ছিঁড়ে ফেলব তোকে!
আমাকে মারা অত সহজ নয়!
দুম্ দুম্
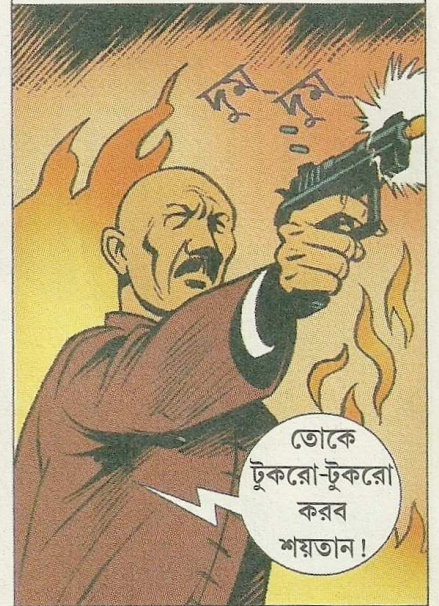
বুঝতেও পারল না, কখন শিয়রে শমন এসে দাঁড়িয়েছে।
পোঁ ওঁ
ব্যাটা পাঁকাল মাছের মতো পিছলে যাচ্ছে। দাঁড়া, দেখাচ্ছি!

যখন সম্বিৎ ফিরল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।
ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ
!!

মশার কামড়ে নিশিমারার মৃত্যু হল।
আ আ আ আ
মশাটাকে মারার এটাই সুযোগ!

মেরেছি!
চটাস

এঃ, ভয়ানক বিষাক্ত!

ওঠো, ওঠো মার্টিন। ঘরটা এক্ষুনি ভেঙে পড়বে!
ওঃ, আমার ঘাড়!
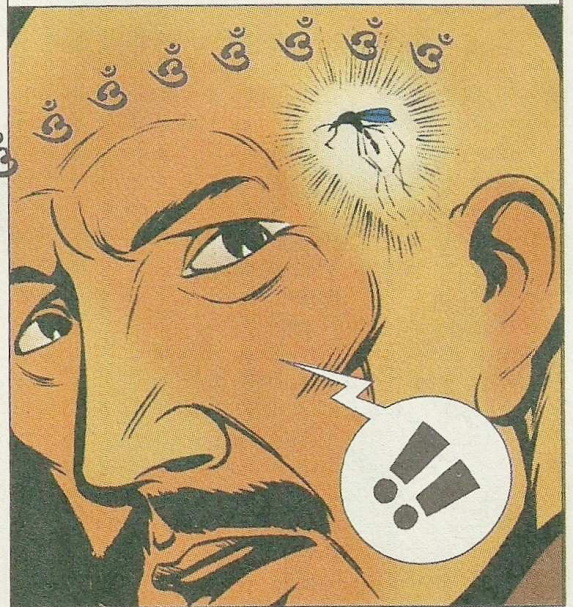
বিস্ফোরণে গবেষণাগারসমেত নিশিমারার আস্তানা উড়ে গেল। আমরা ততক্ষণে নিরাপদ দূরত্বে লাফিয়ে পড়েছি।
!!
বুম

নিশিমারার কৃতিত্ব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমরা ফিরে চললাম নিজেদের গন্তব্যে।
তুমি ঠিক আছ তো ডঃ মার্টিন?
হ্যাঁ, মনে হল কোনও দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম!

ঘনাদা তাঁর গল্প শেষ করলেন।

এর পর থেকে আর কোনওদিন মশা মারার প্রবৃত্তি হয়নি।
!!
বোঝো!
!!

যাচ্চলে!
আমার সিগারেটের প্যাকেট পুরো ফাঁকা করে দিয়ে গেল!

(সমাপ্ত)

মূল কাহিনীকার
প্রেমেন্দ্র মিত্র
চিত্ররূপ
রঞ্জন দত্ত

কলকাতার বনমালীনস্কর লেনের ছোট্টো এক মেসে নতুন বোর্ডার বাপী দত্ত...

বড়বাবু মানে তোমাদের শুঁটকো হার্বার্ট গেঁজেল ঘনাদা? মজা দেখাচ্ছি
আরে শোন শোন...

আমার কেনা হাঁস আর আমাকেই না জানিয়ে...

খুলুন দরজা..

কি ব্যাপার? এত রাত্তে দরজায় টোকা কেন?
টোকা?

কেন আপনি জানেন না? কে কেটেছে আমার হাঁস?
আমিই কেটেছি।

তা তো জানিই। আপনি ছাড়া এই আস্পর্দা কার হবে? কিন্তু আমায় না বলে কার হুকুমে আমার হাঁস কেটেছেন আপনি?

আমার বাছাই করা চার-চারটে হাঁস...
চারটে তো মোটে।

ওঃ চারটে হাঁস এনার কাছে কিছুই নয়...

কিছুই নয়। এ পর্যন্ত কেটেছি বারোশ বত্রিশটা।

দাঁড়ান! দাঁড়ান।। ও সব গুল আমার কাছে ঝাড়বেন না আমার সব জানা আছে...

সব জানা আছে? জানো 'ওগারুসেরচঙ্' কাকে বলে?
কি বললেন?
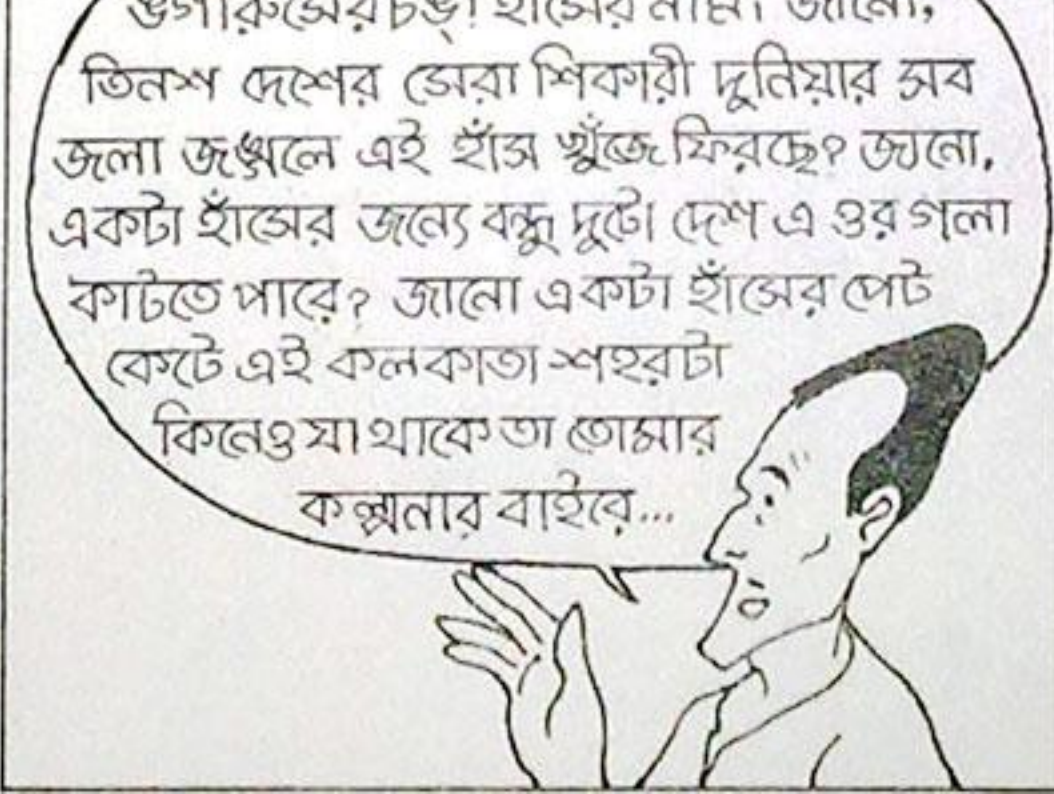
'ওগারুসেরচঙ্' হাঁসের নাম। জানো, তিনশ দেশের সেরা শিকারী দুনিয়ার সব জলা জঙ্গলে এই হাঁস খুঁজে ফিরছে? জানো, একটা হাঁসের জন্যে বন্ধু দুটো দেশে এ ওর গলা কাটতে পারে? জানো একটা হাঁসের পেট কেটে এই কলকাতা শহরটা কিনেও যা থাকে তা তোমার কল্পনার বাইরে...

কি আছে সেই হাঁসের পেটে? হীরে মানিক?

'তারপরে নয় তার আগে। তখন আমি টাকলাকোটে। তিব্বত থেকে ভারতে আসার শেষ গ্রাম হ'ল টাকলাকোট। এদিক ওদিক বন্দুক নিয়ে বেড়াই শিকারের আশায়। ঐ অঞ্চলে নাকি 'ডং' পাওয়া যায়। না পেলেও গোয়া' কি 'চো' বা 'না-আঁধিয়ান পেলেই বা মন্দ কি...

এ হ'ল তিব্বতি ভাষা। 'গোয়া' আর 'চো' হ'ল দুই জাতের তিব্বতি হরিণ। 'না আধিয়ান' হ'ল সেখানকার বুনো ভেড়া। আর 'ডং' হ'ল চমরী গাই।

সেবার শীতটা বেশীই পড়েছিল। তাই শিকার খুব একটা মিলছিল না। একদিন খেয়াল হ'ল আবার একবার কুরলা গিরিদ্বার থেকে কৈলাস আর মানস সরোবর দেখব। যদিও গ্রামের মোড়ল অনেকবার বারন করলে...

অনেক পথ চলে এলাম।
প্রায় দশ বারো মাইল....

কিন্তু না এলেই ভালো
হতো ঝড় উঠলো
বলে...

ঝড় উঠলো..

গুউউউম

কিছুক্ষন পরে...

উঃ মনে হচ্ছে
এযাত্রা বেঁচে গেলাম,

কিন্তু এ কোথায়
এলাম?

এই তুষার তেপান্তরে পথ
হারানো মানে মৃত্যু।

হঠাৎ...
বাঁচাও
কে কোথায়
আছ...

হ্যালো...
হ্যালো..

বাঁচাও..
কোন উত্তর নেই।
খোঁজ নিয়ে দেখা
যাক।

আশ্চর্য! গলাটা
কেমন যেন চেনাচেনা
লাগছে।
বাঁচাও

?

জিনিস খুঁজছে? হতভাগা জানোয়ার আমার তাঁবুটা তোমার জিনিস খোঁজার জায়গা? কি খুঁজছিস?

আজ্ঞে, একটু ভারী জল, ডিউটেরিয়াম-অক্সাইড...

বললাম তো ফ্রনবুল... শুধু একটু ভারী জলের জন্য। এই হাইড্রোজেন বোমার যুগে যা এক শিশি বেচতে পারলে সারা জীবন পায়ের ওপর পা তুলে কাটানো যায়।

ডা: ক্যালিও প্রানের মায়া ছেড়ে এই তিব্বতে এসে খুঁজে পেলেন ভারী জলের বিশাল এক হ্রদ। তিনি দেশে ফেরার পথে তোমাকে নিরীহ পর্যটক ভেবে ঐ হ্রদের কথা বলে ফেলেন, আর তুমি হ্রদের মানচিত্র কেড়ে নিয়ে তাকে তুষারঝড়ে ছেড়ে দিয়ে এখন যাচ্ছ হ্রদের খোঁজে?

*ঘনাদার পোষাকী নাম ঘনশ্যাম দাশ।

তাই হবে.. কোথায় ম্যাপ?

কি বললি?

দুম

পরদিন সকালে...
উঃ আর পারা যায় না। সারা রাত্তির অনেক পথ চলেছি...
একি

হা ঈশ্বর। এতো ক্লুলার। পায়ে স্কি। ম্যাপটা ওর হাতে কিছুতেই দেবনা। কিন্তু পালাব কোথায়? ওর গতি অনেক বেশী...

পালাতেই হবে। ওই পাহাড়ের বাঁকটায় যেতে পারলে...

আরে, এতো ওগারুসের ঢঙ। ব্রাহ্মিনী বালিহাঁস।

সর্বনাশ! শিকারী নেকড়ে। বন্দুকে একটাই গুলি। হয় মারো নয় মরো..

দুম

হাঁসটা নেকড়ের ভয়ে প্রায় অজ্ঞান, এই ফাঁকে ম্যাপের কৌটোটা ওর পেটে ঢুকিয়ে দিই গিলে ফেলো...

ম্যাপ এবারে ক্লুলারের নাগালের বাইরে...
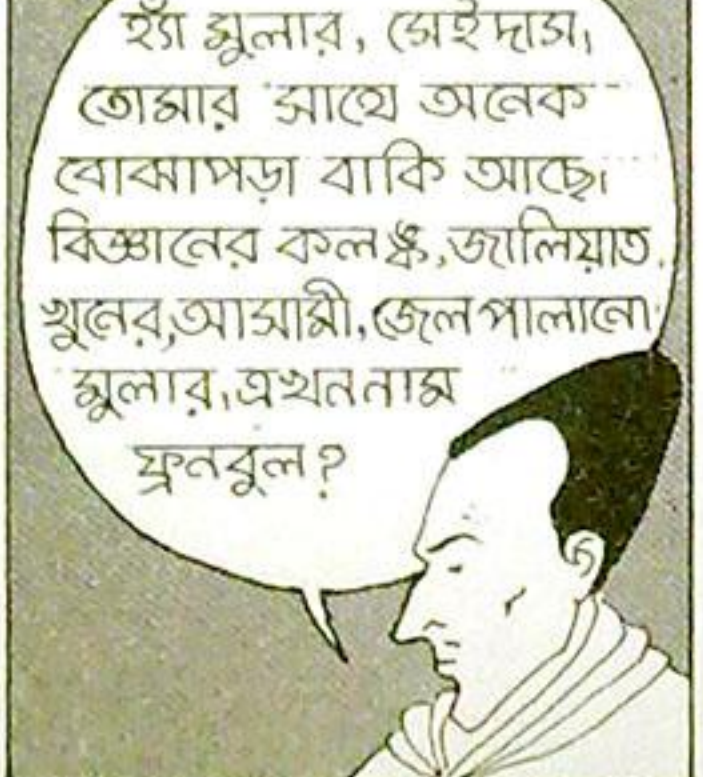
কিন্তু মুলার আমায় নাগালে পেল বলে...

হাঃ হাঃ হাঃ

নিপাত যাও শয়তান...

শয়তান। বরফনদীতেই তোর কবর হোক। ক্যালিও হত্যার প্রতিশোধ।

তাহলে নস্যির কৌটোর গুপ্তধন হল সেই ম্যাপ। কিন্তু নস্যির কৌটো পেলেন কোথায়? নস্যি নিতেন?
আহা, তাই বলেছি বলেই তাই নাকি? ফিল্মের ছোট কৌটো মুলারের তাঁবুতেই ছিল।

ভাগ্যিস ক্যালিওর ভূত আপনাকে ডেকেছিল। নইলে তো আপনি কিছুই জানতে পারতেন না।

তা ভূতই বলতে পারো। আসলে জিনিসটা হলো টেপরেকর্ডার।

টেপরেকর্ডার??
?
হ্যাঁ...

ডঃ ক্যালিও ওটা সবসময় কাছে রাখতেন। মুলারের মতলব বুঝতে পেরে তিনি ওই যন্ত্রে নিজের সমস্ত কথা রেকর্ড করে ফিতেটাতে এমন এক কায়দা করেন যাতে ওটা বারেবারেই বাজতে থাকে আমি যখন হাতে পেলাম তখন তো যন্ত্রটা প্রায় অচল...

তা ফিতেটা খুলে আনলেই পারতেন...
আনবার হলে কি ঘনাদা আনতেন না?
আহাম্মক
হাঁসটা খুঁজে বার করতেই হবে ঘনাদা। কালকেই আরও চারটে বিগড়ি হাঁস আনছি..

শেষ